ফেসবুক থেকে

মোহাম্মদ জাভেদ কায়সার ভাইয়ের লেখা সমুহ

সম্প্রতি আমাদের প্রিয় ভাই জাভেদ কায়সারের মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ তাকে যেন মাফ করে দেন।

মানুষের মৃত্যু মানেই তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তার রেখে যাওয়া উত্তম কাজগুলোই মৃত্যুর পর তার কাজে আসে। জাভেদ ভাইয়ের ফেসবুক আইডি থেকে তার লেখাগুলোকে একত্রিত করা হয়েছে যেন এগুলো তার সাদাকায়ে জারিয়া হয়।

আমি সবাইকে অনুরোধ করব, লেখাগুলো তার আইডি থেকে শেয়ার দিতে, আর এই পিডিএফ ডাউনলোড করতে এবং অন্যদের ফরওয়ার্ড করতে। এতে মাইয়্যেত উপকৃত হবে।

এখানে আমাদের জন্যও একটি শিক্ষা রয়েছে, আমরাও যেন ভালো কাজ রেখে যাই যা মৃত্যুর পর আমাদের কাজে আসবে। জাভেদ ভাই এই লেখাগুলো রেখে না গেলে এই পিডিএফ তৈরি হত না, আর তার সাদাকায়ে জারিয়ার এই মাধ্যমটিও বহাল থাকতো না।

আমরা আমাদের ভাইয়ের জন্য নামাজে দুয়া করব, পারলে তার নামে টাকা সাদাকা করব, এগুলো না পারলে অন্তত তার আইডি থেকে পোস্ট শেয়ার দিব। এই পিডিএফটি সংরক্ষণের চেষ্টা করব।

জাভেদ ভাইয়ের দৃষ্টিতে জাভেদ ভাইয়ের পরিচয়ঃ

মহান আল্লাহ তা'আলার একজন গুনাহগার বান্দা যে তার রাব্বে কারীমের সন্তুষ্টি ছাড়া ভিন্ন কিছু চায় না।

- আল্লাহর এক পাপী বান্দা at মহান আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষা ক্ষেত্র

জাভেদ ভাইয়ের জীবনের শেষ লেখাঃ

হাম্মাদ ইবনু যাইদ রাহিমাহুল্লাহ (জন্ম-৯৮ হিজরী) তাঁর উস্তায আইয়্যুব আস-সাখতিয়ানী রাহিমাহুল্লাহ (জন্ম-৬৬ হিজরী) এঁর সম্পর্কে বলেন -

.

আইয়্যুব আশ-সাখতিয়ানী রাহিমাহুল্লাহ এর সামনে হাদীস পাঠ করা হলে তিনি কাঁদতেন। সেই কান্নার ফোঁটা সবার সামনে দৃশ্যমান হওয়ার আগেই আইয়্যুব তাঁর নাক মুছতেন এবং বলতেন - "কী বাজেভাবে ঠান্ডা লেগে গেল!"

.

আশেপাশের লোকজন যেন তাঁর কান্না বুঝতে না পারে, সে কারণে তিনি ঠান্ডা-সর্দির ভান করতেন। মানুষজন তাঁর দিকে তাকালে তিনি বলতেন - "প্রায়ই এই বাজে ঠান্ডা লেগেই থাকে আমার।"

.

একবার সাথের লোকজন কান্নার বিষয়টি বুঝে ফেললে তিনি বলেন - "মানুষ বৃদ্ধ হয়ে গেলে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে; আমার মতো।"

.

*সূত্রঃ সিয়ারু আলামিন নুবালা (আয-যাহাবী), ৬/২০।

____

#ইখলাস

#রিয়ার_ভয়

জাভেদ কায়সারের ফেসবুক থেকে অনেকগুলো লেখা এখানে একত্র করা হয়েছে। তবে সংগৃহীত অনেক পোস্টও এখানে এসে গেছে।

প্রায় ৩৯০০ বছর আগের কথা।

.

জনমানবহীন ধুধু প্রান্তরে এক নারী ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তান প্রচন্ড পিপাসায় কাতর। শিশু সন্তানের তৃষ্ণার কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছে মা'র। নির্জন এই উপত্যকায় খুব সম্ভবত কোন সাহায্য পাবেন না - এটি জেনেও আশা ছাড়লেন না তিনি। মহান আল্লাহর উপর যে তাঁর স্থির বিশ্বাস! আশেপাশের পাহাড়গুলোর উপরে উঠে দুরে সাহায্যের খোঁজ করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

.

আশেপাশের পাহাড়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে কাছের পাহাড়টির নাম ছিল 'সাফা'। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত মা অনেক কষ্টে সাফা পাহাড়ে চড়লেন। দিগন্ত জোড়া শুন্যতা হাহাকার সৃষ্টি করলো তাঁর মনে। উপত্যকার ঠিক উল্টো দিকে 'মারওয়া' নামের পাহাড়ের দিকে ছুটলেন তিনি। নাহ, দৃষ্টির শেষ সীমানা পর্যন্ত সব ফাঁকা।

.

পাহাড়ের উপর থেকে বালিতে রেখে আসা শিশু সন্তানকে দেখতে পেলেও দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গা থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন না সন্তানকে। উপত্যকার মাঝামাঝি পৌঁছালে পরিশ্রান্ত তিনি তাঁর জামা টেনে ধরে দ্রুত চললেন।

.

শিশু সন্তান একটু পানীয়ের অভাবে ছটফট করছে আর কাঁদছে। মৃত্যুর প্রায় কাছাকাছি তাঁর একমাত্র সন্তান। দিশেহারা মা মহান আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রেখে আবার দৌড়ে চললেন সাফা পাহাড়ের দিকে। সেখান থেকে মারওয়া। আবার সাফা, আবার মারওয়া। এ ভাবেই দু'পাহাড়ের মাঝে সাত বার প্রদক্ষিণ করলেন তিনি।

.

দুই পাহাড়ে ছোটাছুটি করে ক্লান্ত, নিরাশ, তৃষ্ণার্ত মা হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন যেন। সর্বশক্তি দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, "শুনুন। যদি সম্ভব হয়, দয়া করে সাহায্য করুন আমাকে।"

.

বালিতে শুইয়ে রাখা সন্তানের দিকে চোখ পড়তেই বিস্ময়ে জমে গেলেন তিনি। তাঁর শিশু সন্তানের খুব কাছেই এক জন মানুষকে দেখতে পেলেন যেন। মানুষটির (জিব্রীল আলাইহিস সালাম) পায়ের গোড়ালী দিয়ে বালুতে আঘাত করলো। মুহুর্তেই সেখান থেকে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হতে লাগলো। ধুধু মরুভূমির বুকে জন্ম নিলো মহান আল্লাহর নিদর্শন একটি কূপ; যমযম।

সুব'হানাল্লাহি ওয়া বি'হামদিক।

.

পাঠককুল,

৩৯০০ বছর আগে আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) এঁর প্রতি স্থির বিশ্বাস রাখা মমতাময়ী "এক নারী"-র দুটি পাহাড়ে ক্রমাগত ৭ বার ছুটে চলার ঘটনাকে "চিরস্থায়ী নিদর্শন" করে দিলেন আল্লাহ তা'আলা। আজ পর্যন্ত হাজার কোটি নারী-পুরুষ শুধু মহান আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী সেই মমতাময়ী মায়ের অটল বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের নিদর্শনকে পবিত্র হাজ্ব ও 'উমরাহতে অনুকরণ করে আসছেন।

সুব'হানাল্লাহিল 'আযীম।

.

[সুত্রঃ ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীস। সহীহ বুখারীঃ অধ্যায় ৬০, হাদীস ৫৮৪]

.

#অফটপিকঃ

____

.

"ইসলাম মানেই নারীর অসম্মান, অবমাননা আর অপমান।"

~ অজ্ঞানমনস্ক, তথাকথিত মুক্তবুদ্ধির ভারবাহী, দুর্গতিশীল প্রজন্ম

#প্রিয়_দুআ

____

.

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বয়ং এই দু'আ পড়ে মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করতেন। দু'আটির অর্থ, মূল ভাব, কাংখিত আবেদন খেয়াল করুন।

.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ

.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ

.

.

বাংলা উচ্চারণঃ (আরবীর মতো পরিপূর্ণ নয়)

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ফি'লাল খাইরাত ওয়া তারকাল মুনকারাত, ওয়া হুব্বাল মাসাকিন, ওয়া আন তাগফিরালী ওয়াতারহামানী ওয়া ইযা আরাদতা ফিতনাতা ক্বাওমীন ফাতাওয়াফফানী গাইরা মাফতুন।

.

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা হুব্বাক। ওয়া হুব্বা মান ইয়ু হিব্বুক। ওয়া হুব্বা আমালীন ইয়ুক্বাররিবু ইলা হুব্বিক।

.

বাংলা অর্থঃ (ভাবার্থ)

"হে মহান আল্লাহ তা'আলা, আমাকে সৎ কাজ করা, অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা ও দরিদ্রদের ভালোবাসার তাওফীক দান করুন। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার উপর দয়া করুন। আর আপনি যখন কোন জাতিকে কোন ফিতনাহতে (পরীক্ষা) ফেলার ইচ্ছা করেন, তখন আমাকে ফিতনাহ-মুক্ত মৃত্যু দান করুন।

.

হে মহান আল্লাহ তাআলা,

আমি আপনার ভালোবাসা প্রার্থনা করি। যাঁরা আপনাকে ভালোবাসে, তাঁদের ভালোবাসাও প্রার্থনা করি। এবং এমন আমলের ভালোবাসা প্রার্থনা করি, যেই আমল আমাকে আপনার ভালোবাসার কাছে পৌঁছে দেবে।"

.

[জামে' তিরমিযীঃ অধ্যায় ৪৭ (কিতাবুত তাফসীর), হাদীস ৩৫৪৩]

হাবীব ইবনু মুহাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন ইসমা'ঈল ইবনু যাকারিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) এর প্রতিবেশী।

.

তাঁর বিষয়ে ইবনু যাকারিয়া বর্ণনা করেছেন -

.

প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় আমি তাঁকে (হাবীব) কাঁদতে শুনতাম। প্রতিবেশী হিসেবে আমি তাঁর ঘরে যাই এবং বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করি,

.

"কী সমস্যা? তিনি কেন প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় কাঁদেন এভাবে?"

.

তাঁর স্ত্রী উত্তর দেন -

.

"মহান আল্লাহর শপথ! প্রতিদিন সন্ধ্যা ঘনালেই তিনি ভয় পান যে পরদিন সকাল পর্যন্ত বাঁচবেন না তিনি। আর যখন সকাল হয়, তিনি ভয়ে থাকেন যে সেদিনের সন্ধ্যাবেলার দেখা তিনি পাবেন না।"

.

আল্লাহু আকবার!

সকাল-সন্ধ্যার কান্নার "অসম্ভব কারণ" জানা গেল!

.

#মহান_আল্লাহর_ভয়ে_কান্না

#দাউদ_আলাইহিস_সালাম বলেছেন -

.

لا صبر لي على حر شمسك، فكيف صبري على نارك؟

رب رب، لا صبر لي على صوت رحمتك، فكيف صبري على صوت عذابك؟

.

“(হে আল্লাহ) আপনার সূর্যের উত্তাপ আমি সহ্য করতে পারি না, তাহলে আপনার জাহান্নামের উত্তাপ সহ্য করবো কীভাবে?

রব আমার! রব আমার! আপনার অনুগ্রহবর্ষণকারী আওয়াজ (বজ্রপাত) আমি সহ্য করতে পারি না, তাহলে আপনার শাস্তির আওয়াজ সহ্য করবো কীভাবে?”

———

সূত্রঃ ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ তাঁর “কিতাবুয যুহদ” গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হাদীস-৩৩৫।

“কোনো #মাযলুম যদি বলেন, ‘হাসবিআল্লাহু ওয়া নি’মাল ওয়াকিল’, তবে বুঝে নিবেন - সেই মাযলুম তার প্রতি যুলুমের বিষয়টি পৃথিবীর আদালত থেকে প্রত্যাহার করে আল্লাহ তা’আলার আদালতে পেশ করেছেন।”

~ শাইখ আহমাদ মূসা জিব্রীল (হাফিযাহুল্লাহু তা’আলা)

সায়্যিদিনা আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন - “হায়! আমি যদি এই গাছ হতাম, তা খেয়ে ফেলা হতো এবং কেটে ফেলা হতো।”

.

আরেকবার আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন - “হায়! আমি যদি ঘাস হতাম এবং জন্তু-জানোয়ার তা খেয়ে ফেলতো।”

.

[সূত্রঃ সাহাবিদের চোখে দুনিয়া। হাদীস নং - ২৪ ও ২৬।

হাসান আল বসরী ও কাতাদা রাহিমাহুমাল্লাহ থেকে বর্ণিত। কিতাবুয যুহদ (ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহঃ)]

.

সুব'হানাল্লাহ!

এই ছিল রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর সচেয়ে কাছের সহচর, আল-কুরআনে উল্লেখিত আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর “সাহাবী”, জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া মানুষ, খলীফাতু রাসুলিল্লাহ আবু বকর আস-সিদ্দীক্ব (রাদিআল্লাহু আনহু) এঁর মনের অবস্থা।

.

#আমাদের_কী_অবস্থা?

আমার ছোট নানাভাইয়ের ধৈর্য্য অপরিসীম; পর্বত প্রমান!

.

'রবার্ট ব্রুস'–“ধৈর্য্য” জাতীয় শব্দ শুনলে মাথার ভেতর প্রথম এই শব্দটিই উঁকি দেয়। ‘রবার্ট ব্রুস’ মাথায় ঢোকার করার সময় যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাবকে সাথে নিয়ে ঢোকেন। ছোট নানাভাইয়ের ধৈর্য্য কিঞ্চিত অন্যরকমের। জীবনের কঠিনতম বাস্তবতা সামলে ওঠার ধৈর্য্য!

.

"পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী বোঝা হলো পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ "-ছোটবেলায় শুধু শুনেই এসেছি কথাটি। পরিচিত কাউকে দেখে কথাটির মানে বোঝার অবকাশও (পড়ুন দুর্ভাগ্য) মেলে নি। শেষে এসে বুঝতে পারলাম- আমার এই ছোট নানাভাইকে দেখে।

.

নানাভাইয়ের বড় ছেলে “আমানত উল্লাহ (রোমান)” আমার চেয়ে বছর চারেক বড়। এক বাসায় বড় হয়েছি আমরা, প্রায় সমবয়সী হওয়াতে হৃদয়ের মিল ছিল তাঁর সাথে। আমার বড় হবার কাহনের বাক্সবন্দী অনুসঙ্গ ছিলেন ছোট মামা আর রোমান মামা। মাষ্টার্স শেষ করে চাকুরিতে ঢুকলেন ২০০৩-এ। রোমান মামার জন্য কন্যা দেখা শুরু করলেন ছোট নানাভাই।

.

রোমান মামা মারা গেলেন ২০০৪ এর মাঝামাঝি। ক্যান্সার ধরা পড়লো তাঁর, মাত্র তিন মাসের মধ্যে। আমার পোষ্টিং তখন যশোর। সরাসরি দেশের বাড়ি গেলাম। সারাটা পথ চিন্তায় ছিলাম ছোট নানাভাইকে নিয়ে। ২৯ বছর বয়সের টগবগে ছেলের লাশ কাঁধে নেয়ার 'সামর্থ্য' তাঁর হবে- ভাবি নি।

.

বাড়ি পৌঁছে ছোট নানা ভাইকে দেখে আমি পুরোপুরি ভেঙে পড়লাম। এক ফোঁটা পানি নেই চোখে তাঁর। দিব্যি আমাকে ডেকে নিয়ে দেখালেন চির নিদ্রায় শুয়ে থাকা ছেলেকে। মৃত ছেলেকে গোসল করালেন পরম মমতায়, হাজার মানুষকে সাথে নিয়ে জানাজাও পড়ালেন নিজেই। ষাট বছরের বৃদ্ধ নিজের কাঁধ পেতে দিলেন সন্তানের লাশ বয়ে নেবার জন্য। নিজ হাতে কবরে শোয়ালেন, কবর দিলেন, মুনাজাত করালেন। পরদিন খুব ভোরে নামাজ পড়ে নিজে গিয়ে বাঁশ কেটে কবরের পাশে বেড়া দিলেন। ছোট একটি টিনের প্লেট অনেক সময় নিয়ে রং করলেন। হাতের লেখা অসাধারণ নানাভাইয়ের, অনেকটুকু যত্ন নিয়ে সেই টিনের প্লেটে লিখলেন পবিত্র কুরআন এর সুরা লোকমানের শেষ আয়াত -

.

"কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।"

.

আমার মন তীব্র ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। যেভাবে চুপচাপ আছেন নানাভাই– এটা স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। একটু কাঁদতে পারলে বোধহয় শান্তি পেতেন বড়। থাকতে না পেরে একসময় ঝাঁপিয়ে পড়লাম নানাভাইয়ের ওপর,

.

– আপনি কাঁদছেন না কেন আপনার সন্তানের জন্য? চিৎকার করে একটুখানি কান্না করুন।

.

স্মিত হেসে আমার হাত ধরে বললেন তিনি,

.

– "আমানত উল্লাহ" মানে আল্লাহর আমানত। আল্লাহ তা'আলা "আমানত উল্লাহ"-কে আমানত হিসেবে রাখতে দিয়েছেন আমাকে। আমানতের সময় শেষ, তাই তিনি নিয়ে গেলেন নিজের কাছ। কান্না করার যৌক্তিক কারণ নেই। আমি ধৈর্য্য ধারণ করাকেই সর্বোত্তম মনে করছি। নিশ্চয়ই পরম করুণাময় আমার ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন।

.

আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) এঁর ওপর অবিচল আস্থা রেখে, ভয়ংকর কষ্টের সময়ও এইভাবে ধৈর্য্য ধরতে পারেন- আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে এই মাপের মানুষ আমি তাঁকে ছাড়া দ্বিতীয়টি দেখি নি।

.

এই মানুষটিই ২০১৩ সালের জুনে প্রিয়তম স্ত্রীর জানাযা পড়ালেন। পরম যত্নে কবরে শুইয়ে দিয়েছিলেন আজীবনের আনন্দ-বেদনার সাথীকে। প্রিয়তম স্ত্রীকে দীর্ঘ যাত্রা শেষে অসীম মমতায় ছুঁয়ে দিয়েছিলেন শেষ বারের মতো।

চোখ দু'টো তাঁর সেদিনও ভীষণ রকমের জলহীন- ঠিক ২০০৪ সালের সন্তান হারানোর সেই দিনের মতো!

.

কুরআনের হাফিয, আমার এই ছোট নানাভাই ‘আব্দুল কুদ্দুস’ ২০১৬ সালে নিজ রব্বের কাছে চলে যান। রাহিমাহুল্লাহ।

.

পাশাপাশি ৩টি কবর - তাঁর নিজের, স্ত্রীর এবং বড় ছেলের। রাহিমাহুমুল্লাহ। আল্লাহুম্মাগফির লাহুম, ওয়ারহামহুম।

নীচের প্রথম হাদীসটি যখনই পড়ি, পাহাড় পরিমান এক আশংকা জেঁকে বসে বুকের উপর।

নাস্তাগফিরুল্লাহাল ‘আযীম, ওয়ানাতুবু ইলাইহি।

.

আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন - আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি -

.

“নিশ্চয় সর্বপ্রথম ব্যক্তি কিয়ামতের দিন যার ফয়সালা করা হবে, সে ব্যক্তি যে শহীদ হয়েছিল। তাকে আনা হবে, তারপর তাকে তার (মহান আল্লাহর দেয়া) নিয়ামতের বিষয়সমূহ জানানো হবে। সেই ব্যক্তি তা স্বীকার করবে। মহান আল্লাহ বলবেন - তুমি এতে কি আমল করেছ? সে বলবে - আপনার জন্য জিহাদ করেছি;

এমনকি শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন - মিথ্যা বলছো। তুমি এ জন্য জিহাদ করেছ যেন তোমাকে বীর বলা হয়। অতএব (বীর) বলা হয়েছে।

.

অতঃপর তাকে তার চেহারার ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে।

.

আরও এক ব্যক্তি যে 'ইলম শিখেছে, শিক্ষা দিয়েছে ও কুরআন তিলাওয়াত করেছে, তাকে আনা হবে। তারপর তাকে তার (মহান আল্লাহর দেয়া) নিয়ামতের বিষয়সমূহ জানানো হবে। সেই ব্যক্তি তা স্বীকার করবে। মহান আল্লাহ বলবেন - তুমি এতে কি আমল করেছ? সে বলবে - আমি 'ইলম শিখেছি, শিক্ষা দিয়েছি ও আপনার জন্য কুরআন তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ বলবেন - মিথ্যা বলছো। তুমি ইলম শিক্ষা করেছ যেন তোমাকে 'আলিম বলা হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেছ যেন বলা হয়: সে ক্বারী। অতএব (আলিম, ক্বারী) বলা হয়েছে। অতঃপর তাকে তার চেহারার ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে।

.

আরও এক ব্যক্তিকে আনা হবে যাকে মহান আল্লাহ সচ্ছলতা দিয়েছেন ও সকল প্রকার সম্পদ দান করেছেন। তাকে তার (মহান আল্লাহর দেয়া) নিয়ামতের বিষয়সমূহ জানানো হবে। সেই ব্যক্তি তা স্বীকার করবে। মহান আল্লাহ বলবেন - তুমি এতে কি আমল করেছ? সে বলবে - এমন খাত নেই যেখানে খরচ করা আপনি পছন্দ করেন, অথচ আমি তাতে আপনার জন্য খরচ করি নি। আল্লাহ বলবেন - মিথ্যা বলছো। তুমি এজন্য দান করেছ যেন বলা হয়, সে দানশীল। অতএব (দানশীল) বলা হয়েছে। অতঃপর তাকে তার চেহারার ওপর ভর করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে।

.

[সহীহ হাদীসে কুদসী, হাদীস ৫।

ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ রাহিমাহুমাল্লাহ হাদীসটি সংকলন করেছেন।]

.

.

‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন -

.

"নিশ্চয়ই যাবতীয় কাজ নিয়াত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। মানুষ তাই পাবে, যার নিয়াত সে করে।"

.

[রিয়াদুস স্বালেহীনঃ অধ্যায় ১, হাদীস ১]

.

হে আমার ভাইবোনেরা,

#নিয়াত বা সংকল্প দ্বীনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ইমাম শাফে'ঈ ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রাহিমাহুমুল্লাহ উপরের শেষ হাদীসটিকে "দ্বীনের এক তৃতীয়াংশ" অথবা "অর্ধেক দ্বীন" বলে অভিহিত করেছেন।

.

একই হাদীসটিকে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর গ্রন্থ "সহীহ বুখারী"-তে সাত (০৭)জায়গায় বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেক স্থানে এই হাদীসটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য ছিল - কাজের বিশুদ্ধতা ও কাজের প্রতিদান যে নিয়াতের সাথে সম্পৃক্ত - সেই কথা প্রমাণ করা। তিনি মূলতঃ তাঁর "সহীহ" শুরুই করেছেন নিয়াতের হাদীস দিয়ে!

.

ইমাম সুফইয়ান আস-সাওরী রাহিমাহুল্লাহর মতে তাঁর জীবনের সবচেয়ে ভারী (কঠিন) বিষয় ছিলো - "নিয়াতকে সঠিক বিষয়ের উপর ধরে রাখা।"

_____

.

আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) আমাদেরকে #নিয়াত পরিশুদ্ধ করার তাওফীক দিক এবং প্রথম হাদীসের ঘৃণ্য পরিণতি থেকে হিফাজত করুক। আ -মীন।

.

বারাকাল্লাহু ফী-কুম।

....গরুর গোশত রান্না করেছিলাম শখ করে।

.

রান্না শেষ করে একটা বাটিতে কিছু গোশত নিয়ে পাশের ফ্ল্যাটের দরজায় নক করলাম। বেশ কয়েকবার নক করার পর একজন ৭০ বছরের ফরাসী ভদ্রমহিলা বের হয়ে এলেন। এখানে আসার পরে হাতে গোনা দু-তিনবার মাত্র দেখা হয়েছে তাঁর সাথে।

.

মৃদু হেসে তাঁকে বললাম আমি - "এই গোশতের বাটিটা তোমার জন্য।"

.

ফরাসী ভদ্রমহিলা বেশ অবাক হলেন আমার কথায়। বিস্ময় কাটিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলেন তারপরেই,

.

- তোমার বাসায় নিশ্চয়ই আজ পার্টি আছে।

- না। আমাদের রাসুল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর শিক্ষা এটি।

- ঠিক কী রকম এই শিক্ষা? একটু বুঝিয়ে বলবে প্লিজ?

.

আমি খুব সংক্ষেপে বুঝাতে চেষ্টা করলাম,

.

- তিনি (সাঃ) বলে গেছেন আমাদের - "তোমরা যখন গোশত রান্না করবে, তখন পানি একটু বাড়িয়ে দিবে যাতে করে প্রতিবেশীকে দিতে পারো (পরিমানে বেশী হওয়ার কারণে)।

- ইসলামের মুহাম্মাদ এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন?

- জ্বী। সেই শিক্ষার ফলেই সামান্য এই গোশত নিয়ে তোমার দরজার সামনে তোমার প্রতিবেশী দাঁড়িয়ে।

- আমার মেয়ে এই বিল্ডিংয়ের ৫ তলায় থাকে। প্রতিদিন আমার দরজার সামনে দিয়েই যাওয়া আসা করে। কিন্তু কোনদিন "মা, কেমন আছো তুমি?" -এই সামান্য কথাটুকু বলার আগ্রহও পায় না সে। অথচ ইসলামের মুহাম্মাদ তোমাদের এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন! শোন ছেলে, খুবই অবাক করে দিলে আমাকে তুমি!

.

একটু থেমে মুখ তুলে চাইলেন তিনি আমার দিকে -

.

"ঠিক আছে ছেলে। তুমি গোশতের বাটিটা নিয়ে যাও। তবে মুহাম্মাদের ইসলাম আমাকে শিখিয়ে দিয়ে যাও।"

.

.

...ফরাসী ভদ্রমহিলা মনে হলো চোখের পানি আড়াল করতে চাইলেন।

নাকি ভুল দেখলাম আমি!

.

৭০ বছর বয়স্কা ফরাসী ভদ্রমহিলার আলোর পথে হাঁটার শুরু ঠিক সেদিন থেকেই!

.

আল্লাহু আকবার, ফালিল্লাহিল 'হামদ।

[শাইখ জিহান এর লেকচার থেকে সংগৃহীত এবং এই অধম, না-চীজ দ্বারা #অনুলিখিত]

যিল্লতির জীবনে ‘পরাজয়’কে মনে হবে ‘বিজয়’। ‘বিজয়’কে মনে হবে ‘বিজয়ের পথে বাধা’।

———

#বাস্তবতা

সেই অসাধারণ ভালো লাগার মুহূর্ত –

.

যখন অপ্রয়োজনীয় কাজের (যা অন্য কারো মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়) জন্য নিজ স্ত্রীকে ক্রেন দিয়ে টেনেও বাসার দরজার বাইরে নেয়া যায় না।

“আমি সেই ব্যক্তিকে দেখে অবাক হই, যে জানে তার মাথার ওপরে জান্নাত সজ্জিত আছে, আর তার নিচে জাহান্নামের আগুন জ্বলছে; আর এই দুইয়ের মাঝে সে শান্তির ঘুম ঘুমাচ্ছে!”

.

~ আহমাদ ইবনু হারব আন-নাইসাবুরী রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ২৩৪ হিজরী। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহঃ এর সমসাময়িক)

_____

#সালাফ_বচন

খুবাইব ইবনে আদী (রাদিআল্লাহু আনহু) কে যখন শত্রুরা বন্দী করলো, তাকে ক্রুশবিদ্ধ করতে চাইলো, তিনি বলেছিলেন, আমাকে দুই রাকা'ত সালাত আদায় করতে দাও। তিনি উঠে দুই রাকা'ত সালাত আদায় করেছিলেন। সেই রাকাত সালাতেও ইযযাহর ছাপ ছিলো, তিনি বলেছিলেন, 'শোনো, যদি না তোমরা আমাকে মৃত্যু ভয়ে ভীত হবার অপবাদ দিতে, আমি এই দু রাকাত সালাহ আরো দীর্ঘ করতাম।'

.

তারা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, আচ্ছা, তোমার কি ইচ্ছে হয় না যে আজকে তোমাদের জায়গায় মুহাম্মাদ থাকতো, আর তোমরা তোমাদের পরিবারের সাথে নিরাপদে থাকতে?

.

তিনি বলেছিলেন, 'না, আল্লাহর কসম, আমরা মরতে রাজি আছি, কিন্তু আল্লাহর রাসূলের গায়ে মদীনার একটি কাঁটা বিধতে দিতেও রাজি নই। আমরা পরিবার পরিজন নিয়ে নিরাপদে থাকবো, আর আল্লাহর রাসূলের গায়ে একটা টোকা লাগবে, তা হতে দেব না।'

.

এটাই ইযযাহ!

.

এরপর যখন তারা বৃষ্টির মত তার দিকে বর্ষা এবং ধনুক ছুড়তে শুরু করল, খুবাইব ইবনে আদী (রাদিআল্লাহু আনহু) তখন বলে উঠলেন,

.

“হে আল্লাহ! এই কষ্টের জন্য আমি কেবল তোমার কাছেই অভিযোগ করি, তাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে -- যা তারা আমার প্রতি করেছে।

.

হে আল্লাহ! আরশের মালিক, তারা আমার সাথে যা করার পরিকল্পনা করে তাতে আমাকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দাও। আমি সবার ব্যাপারে হতাশ হলেও তোমার ব্যাপারে কখনোই হতাশ হই না।

.

সবকিছু তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তিনি চাইলে আমার টুকরো টুকরো করা শরীরকেও বরকতময় করে দিতে পারেন।

.

হে আল্লাহ, তারা আমাকে বলেছিলো হয় মৃত্যু নয়তো কুফরিকে বেছে নাও। আমি বরং মৃত্যুকে বেছে নিলাম।

.

হে আল্লাহ! আমার এই চোখের অশ্রু তাদের ভয়ে নয়, এই অশ্রু বরং তোমার জন্য!

.

আমি যদি মুসলিম হিসেবে মারা যাই তাহলে আর কিছুতেই আমার কিছু যায় আসে না!

.

হে আল্লাহ, আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, আমি ভয় করি জাহান্নামকে!

.

শত্রুদের সামনে আমি কখনো নতজানু হবো না, হবো কেবল আল্লাহর কাছে, যার কাছে আমি ফিরে যাবো।”

———

#ইযযাহ

“আমাদের পূর্ববর্তীগন দুনিয়ার জন্য কেবল তা-ই রাখতেন, যা তাদের আখিরাত নিশ্চিত করার পর অবশিষ্ট থাকত।

.

অন্যদিকে তোমরা তোমাদের আখিরাতের জন্য তা-ই রেখে দাও, যা তোমাদের দুনিয়া নিশ্চিত করার পর অবশিষ্ট থাকে।”

[‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আউন আল-মুযানী রাহিমাহুল্লাহু। জন্ম ৬৬ হিজরী, বসরা।

সিফাতুস সাফওয়া ৩\১০১]

———

#বিশাল_বোধ

জাভেদ ভাইয়ের সবচেয়ে বিখ্যাত লেখাঃ

২০১৪ সালের অক্টোবর মাসের কথা। বাইতুল্লাহ কা'বা ও হাজ্জের উপর National Geographic চ্যানেলের বানানো একটি ডকুমেন্টরি দেখেছিলাম ইউটিউবে। নাম Inside Mecca। সেই ডকুমেন্টরিতে "ফিদেলমা" নামের এক রিভার্টেড বোনকে দেখি; জীবনে প্রথমবারের মতো বাইতুল্লাহ কা'বা নিজের চোখে দেখে কিভাবে চোখের পানি ফেলেন তিনি। তুমুল আলোড়িত হলাম আমি, এই পাপী বান্দা। ইচ্ছে করছিলো - মুহূর্তেই ছুটে চলে যাই বাইতুল্লাহর ছায়ায়।

.

সেই রাতেই নিজের মনের গভীর আকুতি, অনুভূতি শব্দবন্দী করে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম। স্ট্যাটাসের শেষে অনেকটা এরকম লিখেছিলাম - "বাইতুল্লাহ কা'বা নিজের চোখে দেখে আমিও কোনো একদিন বোন ফিদেলমার মতো অঝোরে কাঁদতে চাই।"

[সেই স্ট্যাটাসের লিংকঃ https://www.facebook.com/JavedKaisar/posts/10152808261079640]

.

রাত ১১টার মতো বাজে। ইনবক্সে ম্যাসেজ আসলো একটি। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভাই নক করে আমার নাম্বার চাইলেন। কথা বলবেন। অপরিচিত মানুষ। নাম্বার দেবো কিনা - ভাবছিলাম। শেষ পর্যন্ত দিলাম। মিনিট খানেকের মধ্যে দেশের বাইরে থেকে একটি কল এলো মোবাইলে। বয়সে আমার চেয়ে বড় তিনি। খুব বেশি সময় নিলেন না। সরাসরি যেই কথাটি আমাকে বললেন সেই ভাই, তার সারমর্ম মোটামুটি এরকম - "জাভেদ ভাই, আমি আপনাকে অনেক বছর থেকে ফলো করি। আজকে আপনার লেখা স্ট্যাটাসটি পড়লাম। আপনার যদি কোনো আপত্তি না থাকে, তবে আমি আপনাকে কিছু টাকা হাদিয়া দিতে চাই - যেই টাকা দিয়ে আপনি আগামী বছর (২০১৫ সালে) হাজ্জে যাবেন ইনশা আল্লাহ।"

.

আমার মনে হচ্ছিলো - আমার হৃদপিণ্ডের চলাচল মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। একবার মনে হলো, কেউ বোধহয় দুষ্টুমি করছেন। কিন্তু ভাইয়ের গলায় এমন কিছু ছিল, সেই ধারণাকে মনে জেঁকে বসতে দেয় নি। আমি পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম - "আপনার টাকায় হাজ্জে গেলে আমার কি হাজ্জ হবে?" তিনি উত্তর দিলেন - "জ্বী, হবে। আপনি খবর নিয়ে দেখেন কোন 'আলিমের কাছে।"

.

আমি ফোন কেটে দিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো পরিচিত ২ জন মুফতীর সাথে কথা বললাম। অভিন্ন উত্তর - "হ্যাঁ, হবে।" কেউ যদি আমাকে হাজ্জের জন্য অথবা অন্য যে কোন কারণে হাদিয়া হিসেবে এতটুকু পরিমান টাকা দেন, যেই টাকা আমার কাছে থাকলে হাজ্জ আমার জন্য ফরজ হবে, তবে সেই টাকা ব্যয় করে আমার হাজ্জে যাওয়া ফরজ।

.

ইনবক্সে নক করার পর সেই ভাই আবার কল করে বললেন - "আপনার একাউন্ট নাম্বার দেন ভাই। আমি চাই যে, মক্কা ও মদীনাহতে আপনি ফাইভ ষ্টার হোটেলে থাকবেন এবং নিশ্চিন্তে 'ইবাদাত করবেন। আমি যতদূর জানি - এমন প্যাকেজে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা লাগে। আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে আপনার একাউন্টে ৮ লক্ষ টাকা জমা হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ।"

.

ফোন কেটে দিলেন সেই ভাই। আমি সম্পূর্ণ ঘোরের মধ্যে, সম্পূর্ণ অপরিচিত একজনকে "১০/১২ মিনিটের কথার ফলাফল" হিসেবে আমার একাউন্ট নাম্বার ইনবক্স করে আবার ঘোরের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

.

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আগের রাতের কথা নিতান্তই স্বপ্ন মনে হচ্ছিলো। মনের ভেতর সামান্য যে আশার আলো জ্বলছিলো, সকালের বাস্তবতার উজ্জ্বল আলোতে গত রাতের সেই সামান্য আলো উবে গেলো রীতিমতো। গত রাতের পুরো ঘটনাকে পুরোপুরি অবিশ্বাস্য মনে হলো এক পর্যায়ে। আমি দুনিয়ার বাস্তবতার নিরিখে বিচার করে বেমালুম ভুলে গেলাম ঘটনাটি। ভুলে যাওয়া ঘটনাটি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো সপ্তাহ খানেক পর, যেদিন মোবাইলে ম্যাসেজ পেলাম - "আপনার একাউন্টে ৮ লক্ষ টাকা জমা হয়েছে!"

.

সেই ঘোরলাগা রাতে বাসায় ফিরে স্ত্রীকে পুরো ঘটনাটুকু জানালাম, প্রথমবারের মতো। একাউন্টে টাকা জমা হওয়ার খবরও দিলাম। অবিশ্বাস্য চেহারায় পুরো ঘটনা শুনে স্ত্রী ততোধিক অবিশ্বাস্য গলায় আমাকে জানালো - সে নিজেও আমার সাথে হাজ্জে যেতে চায়, এমনকি সাথে আমাদের ৫ বছর বয়সের ছেলেকে নিয়ে!

.

আমি চুপ করে গেলাম। অসম্ভব বিষয় নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমাদের বাহ্যত কোন সঞ্চয়ই ছিল না। আসলে স্ত্রীর সাথে কথা বলার পর আমি আরো ঘোরের মধ্যে চলে গেলাম। বেচারি স্বামীর সাথে হাজ্জ করতে চাইছেন, কিন্তু আমার সামর্থ্য নেই তার ইচ্ছে পূরণ করার। পরদিন মায়ের সাথে বসে পুরো বিষয়টি নিয়ে কথা বললাম এবং পুরোপুরি ঘাবড়ে গেলাম। আমার মা কাঁদতে কাঁদতে জানালেন, তিনিও আমার সাথে ২০১৫ সালে হাজ্জে যেতে চাচ্ছেন! ১৯৯০ সালে বাবা মারা যাবার পরে আমার মা কোনদিন এইভাবে কোন কিছুর দাবি করেন নি আমার কাছে।

.

মোটামুটি গভীর সমুদ্রে পড়ে গেলাম আমরা পুরো পরিবার। মা ও স্ত্রীকে রেখে কিভাবে যাবো - এটা যেমন ভাবছি, একই সাথে এটাও ভাবছি - তাঁদেরকে নিয়েও বা যাবো কিভাবে! পরিচিতদের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম - ৪ জন (আমি, মা, স্ত্রী ও ছেলে) মোটামুটিভাবে হাজ্জে যেতে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। আমাদের সম্বল ব্যাংকের ৮ লক্ষ। ৬ লক্ষ টাকার কমতি ছোটোখাটো বিষয় না আমাদের মতো পরিবারের কাছে।

.

আমরা একসাথে বসলাম সবাই। আমার মায়ের কিছু জমানো টাকা ছিল। বাবা মারা যাবার পরে সরকার থেকে এককালীন যে টাকাটা পেয়েছিলেন তিনি, সেটি একটি হালাল ব্যবসাতে বিনিয়োগ করা ছিল। সেখান থেকে সামান্য ২/৩ হাজার টাকা পেতেন তিনি প্রতি মাসে। মা সিদ্ধান্ত নিলেন, এককালীন টাকাটা তুলে দিবেন। তাতে ঘাটতি কিছুটা কমলো। এবার স্ত্রীর পালা। তিনি জানালেন, সংসারের খরচ থেকে অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে কিছু টাকা জমিয়ে ছিলেন তিনি। সেটিও যুক্ত করা হলো

আমাদের "যৌথ হাজ্জ ফান্ডে।" শেষে হাত দিতে হলো স্ত্রীর সামান্য যেই স্বর্ণালংকার ছিলো - সেটিতে। তারপরেও প্রায় ২ লক্ষ টাকার ঘাটতি রয়েই গেলো।

.

আমরা ঠিক করলাম, আমরা এখন থেকেই জমানো শুরু করবো। এবং অপ্রয়োজনীয় যাবতীয় খরচ এড়িয়ে চলবো। যেহেতু হাজ্জের আগে আরো ৫/৬ মাস সময় আছে, আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ সহজ করে দিয়েছিলেন অনেক কিছু।

.

এখন সমস্যায় পড়লাম সেই ভাইকে নিয়ে যিনি শুধু আমার জন্য ফাইভ ষ্টার হোটেলে থেকে হাজ্জ করার জন্য ৮ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। এক রাতে দুরু দুরু বুকে নক করলাম তাঁকে। কিছুক্ষণ পর কল করলেন তিনি। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম - "ভাই, আমি যদি ভিআইপি প্যাকেজে না গিয়ে আপনার দেয়া টাকার সাথে আমাদের নিজেদের জমানো টাকা মিলিয়ে আমার সাথে আমার মা, স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে হাজ্জে যাই, আপনার কোনো আপত্তি আছে কি?" আমি আসলেই ভয়ে ছিলাম যে, তিনি বিষয়টি কিভাবে নেবেন। কারণ তাঁর সাথে আমার কথা খুব কম সময়ের জন্যই কথা হয়েছিলো। আলহামদুলিল্লাহ, তিনি অত্যন্ত খুশি মনে আমাদের অনুমতি দিলেন। তিনি জানালেন, ১ জনের টাকায় যদি ২ জন হাজ্জ করতে পারে - তবে সেটি তো আরো উত্তম।

.

পরবর্তী ৫/৬ মাসের প্রায় প্রতিটি দিন মনের ভেতর একটা অন্যরকম অনুভূতি কাজ করেছে। সামান্য খরচগুলো থেকেও টাকা জমাতে কার্পণ্য করি নি আমরা। সিএনজির বদলে রিক্সা, সফট ড্রিংকসের বদলে পানি, গরুর গোশতের বদলে মাছ - এগুলো সামান্য কিছু উদাহরণ। মক্কায় ৪ বেডের বদলে ৩ বেডের একটি রুম

নেয়ার প্ল্যান করলাম যেখানে ২টি বেড একত্র করে আমরা স্বামী-স্ত্রী-সন্তান ৩ জন থাকবো। অন্য বেডে মা। তাতেও কিছু টাকার সাশ্রয় হলো। আবার মা'কে মামারা যাবার আগে কিছু টাকা হাদিয়া দেন হাতখরচ হিসেবে। মোদ্দা কথা, প্রতিটি খরচ থেকে কিভাবে কিছু বাঁচিয়ে ঘাটতি পূর্ণ করা যায়, সেই চিন্তাতেই কেটেছে সময়। এবং আল'হামদুলিল্লাহি তা'আলা, আমাদের বাকী টাকার ঘাটতি আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) পূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

.

২৯শে আগষ্ট ২০১৫ সালের রাতে আমরা যখন হাজ্জের সফর শুরু করেছিলাম - সেই দিন, সেই মুহূর্তে "জাগতিক" হিসেবে আমি ও আমার পরিবার "পুরোপুরি নিঃস্ব অবস্থায়"। টাকাপয়সার ব্যালেন্স আক্ষরিক অর্থে "শূন্যের কোঠায়" রেখে আমরা বায়তুল্লাহর মুসাফির হলাম। কিন্তু আখিরাতের হিসেবে নিজেদেরকে সবচেয়ে বেশী ধনবান, সবচেয়ে পরিতৃপ্ত মনে হচ্ছিলো আমাদের সেদিন।

আর আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) যদি আমাদের হাজ্জ কবুল করে থাকেন, তবে তো তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো ফিরে এসেছিলাম দেশে !

আল'হামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন।

.

পাদটীকাঃ

.

(১) আমি নিজ জীবনের ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমান পেলাম - যদি আমার নিয়াত সহীহ হয়, তবে আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) এমন মাধ্যম থেকে আমাকে সাহায্য করবেন, যা অচিন্তনীয়।

.

"...আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন। এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।"

[সূরাহ আত-ত্বালাক্ব, আয়াত ২ ও ৩]

.

(২) এটি ছিল সেই বছরের হাজ্জ, যেবার মাতাফে ক্রেন ভেঙ্গে পড়ে এবং মীনায় পদদলিত হয়ে অসংখ্য হুজ্জাজ শহীদ হন। খুব কাছ থেকে দেখা সেই স্মৃতি নিজের তাক্বওয়া বাড়াতে এখনো সাহায্য করে।

.

(৩) আমার সেই "অপরিচিত" ভাই! তিনি হাজ্জে যাবার আগে শুধু একটি কথাই বলেছেন - "দয়া করে আমার জন্য কোন দু'আ করবেন না। এই সম্পূর্ণ বিষয়ের প্রতিদান আমি শুধু মহান আল্লাহর কাছেই চাইবো"। তাঁর কথা রেখেছিলাম আমি। মুখ ফুটে যদিও দু'আ করি নি, কিন্তু অন্তরের পরিপূর্ণতা ও কৃতজ্ঞতার কথা তো রাব্বে কা'বা সবটুকুই জানেন।

.

আমার সাথে তাঁর কালেভদ্রে কথা হয়। ২০১৫ সালে ঢাকার একটি নাম্বার থেকে তাঁর কল পাই। তিনি জানান, ক'দিনের জন্য দেশে এসেছেন। আমি রীতিমতো কাকুতি-মিনতি করি একবার তাঁকে সামনাসামনি দেখার জন্য, প্রয়োজনে ৫ মিনিটের জন্য। তিনি সরাসরি "না" বলে দেন। তিনি বলেন - "ভাই, এখান থেকে অনেক উত্তম কোন জায়গায় আমরা দেখা করবো একদিন ইন-শা-আল্লাহ; হয়তো জান্নাতে।"

.

আল'হামদুলিল্লাহ, আমার এই ভাইয়ের সাথে আমার দেখা হয়েছে দুনিয়াতেই। এবং অবশ্যই সেটি ঢাকা শহর থেকে অতি উত্তম স্থান ছিলো। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর শহরে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর মাসজিদ, মাসজিদ আন-নববীতে! ২০১৬ সালের হাজ্জে।

.

দুনিয়ার বুকে যদি আর দেখা না হয়, তবে আমাদের পরবর্তী সাক্ষাত যেন হয় জান্নাতুল ফিরদাউসে - সেই দু'আ করি।

,

(৪) সেই প্রথবারের হাজ্জের মাধ্যমেই আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) পরবর্তীতে আমাকে আরো ৩ বার বাইতুল্লাহর মুসাফির হিসেবে কবুল করেছেন। প্রতিবারই মহান আল্লাহ কোনো না কোনো মাধ্যম বের করে দিয়েছেন আমাকে। কিছু আল্লাহর বান্দা বিভিন্ন টাইপের সাহায্য (অর্থনৈতিক নয় শুধু) করেছেন। নামগুলো গোপন থাক। তাঁদের পুরষ্কার তো নিজ রবের কাছেই রয়েছে।

.

(৫) কিছু কিছু বিষয় এমন আছে, যেগুলোর পুরষ্কার পৌনঃপুনিক হারে বাড়তে থাকে। প্রথম হাজ্জের পরে আমার ও আমার পরিবারের ‘ইলম ও ‘আমলের দিক দিয়ে যদি কোন উত্তম পরিবর্তন এসে থাকে, তবে সেই অপরিচিত ভাই নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) এঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাদের সমান সওয়াব পেয়েই যাচ্ছেন। একটি পরিবারের যাবতীয় উত্তম ‘আমলের সমান সওয়াব তিনি পেতেই থাকবেন। চেষ্টা করলেও তাঁকে ছোঁয়ার সামর্থ্য নেই আমাদের। ‘ইবাদত-আখলাক্ব-দাওয়াত, যেদিক দিয়েই আমরা যতো চেষ্টা করবো তাঁকে ছোঁয়ার, তিনি ততো এগিয়ে যেতে থাকবেন; সুব’হানাল্লাহ!

.

(৬) আমার ও আমার পরিবারের মধ্যে এখনও সেই অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করে। এখনো যে কোন খরচের থেকে চেষ্টা করি টাকা বাঁচানোর, সেটি যতো নগন্যই হোক না কেনো। উদ্দেশ্য একটাই - সপরিবারে আবার বাইতুল্লাহর মুসাফির হওয়া, বিইযনিল্লাহি তা’আলা। পৃথিবীর কোথাও ঘুরতে যাবার কোন ইচ্ছে আমাদের নেই। শুধু মনে হয়, ওই ঘুরতে যাবার টাকা তো বাইতুল্লাহতে যাবার জন্য জমা করতে পারি আমরা। আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) আমাদের আশা পূর্ণ করুক।

.

মূল স্ট্যাটাসের চেয়ে পাদটীকা বড় হয়ে যাচ্ছে। শেষ করবো একটি কথা বলে।

.

আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) এঁর অনুগ্রহ থেকে দয়া করে নিরাশ হবেন না। নিয়্যাত সহীহ রাখুন ও চেষ্টা করতে থাকুন। অকল্পনীয় জায়গা থেকে নুসরাহ পাঠাবেন আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা)।

.

২০১৭ সালের হাজ্জে গিয়েছেন, এমন এক ভাইকে আমি চিনি যাকে ঠিক আমার সেই অপরিচিত ভাইয়ের মতো অন্য কিছু ভাই সাহায্য করেছেন বাইতুল্লাহর মুসাফির হতে। শুধুই আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) এঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে।

.

অবাক হচ্ছেন?

আমি এমন এক বোনের সম্পর্কে জানি, যিনি একজন ভিক্ষুককে হাজ্জে পাঠিয়েছেন। বৃদ্ধ ভিক্ষুক চাচা গুলশান ২ নাম্বার মোড়ে ভিক্ষা করছিলেন। সেই বোন গাড়ি থামিয়ে বৃদ্ধ ভিক্ষুক ভাইটিকে বলেন - "চাচা, আপনি হাজ্জে যাবেন? আপনার চেহারা অবিকল আমার মৃত বাবার মতো। আপনি রাজী থাকলে আপনাকে আমি এবার হাজ্জে পাঠাতে চাই।"

.

চিন্তা করতে পারেন সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুক চাচার রিযিক্ব সম্পর্কে? ভাবতে পারছেন তাঁর মুখে খুশীর আতিশয্যের কথা? কিংবা সফরের উদ্দেশ্যে বিদায় দেবার সময় সেই বাবাহারা বোনের তৃপ্তির কথা?

.

আল্লাহু আকবার, ফালিল্লাহিল 'হামদ!

১৭ রামাদান। ২য় হিজরীর ১৭ রামাদান। বদরের যুদ্ধ।

সত্য আর মিথ্যার মাঝে পার্থক্য গড়ে দেওয়ার দিন। আল ইয়াওমাল ফুরক্বান !

আল্লাহুম্মানসুরনা ‘আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন!

ও আমার ভাইবোনেরা,

.

আমরা এমন এক মুবারক সময় অতিক্রম করছি – #কবরবাসী_মানুষজন যেই মুবারক সময়ের কিছুমাত্র ফিরে পাবার জন্য আসমান ও যমীন এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছু মুক্তিপণ হিসেবে রাখতে চাইতো, যদি তাদের ক্ষমতা থাকতো।

.

অথচ আমরা জীবিত ও নিষ্ক্রিয়। কী অদ্ভুত!

আজকে গরমে বেশ কষ্ট হচ্ছিলো।

.

ইফতারের টেবিলে বরফ শীতল পানি সামনে নিয়ে বসে আছি। হঠাৎ মনে হলো, এই পানি যদি এখন সরিয়ে নেয়া হয় আমার সামনে থেকে! আযান হয়ে যাবে। কিন্তু হৃদয় সিক্ত করার জন্য এক ফোঁটা পানিও থাকবে না আমার সামনে পান করার জন্য। কেমন লাগবে আমার কাছে? কতক্ষণ পানি ছাড়া কাটাতে পারবো তৃষ্ণার্ত এই আমি?

.

আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) সুরা আল-আ'রাফের ৫০ নাম্বার আয়াতে বলেছেন -

.

"জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের উপর সামান্য পানি নিক্ষেপ করো অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও। তারা (জান্নাতীরা) বলবে, আল্লাহ এই উভয় বস্তু কাফিরদের জন্যে #হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন।"

.

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

.

ইয়া রাব্বী, জান্নাতে যেতে পারি - এমন কোনো ‘আমল নেই আমার। আবার জাহান্নামে এক মুহূর্ত কাটাতে পারবো - এমন শক্তিও নেই আমার।

.

আমাদের উপর রহম করুন, ইয়া আল্লাহ।

রহম করুন।

রহম করুন।

#তারাবীহর_সালাতে_মনোযোগ_বৃদ্ধি

.

২০০৭ সালে প্রথম তারাবীহর সালাতের কোন রাক’আতে কোন আয়াত থেকে কোন আয়াত পর্যন্ত পড়া হবে - সেটি একটি খাতায় হাতে লিখেছিলাম। কারণ কী পড়া হচ্ছে কোন রাক’আতে - সেটি আমি খুব বুঝতে চেয়েছিলাম; মনোযোগ বাড়ানোর জন্য, নিজের তৃপ্তির জন্য।

.

সেই খাতার ভদ্রস্থ পিডিএফ ভার্সন [পুরো তারাবীহর প্রতিদিনের রাক'আত অনুযায়ী আয়াতের বিবরণ দেয়া আছে। প্রতি রাক'আতের পাশের খালি জায়গায় নিজের জন্য নোট লিখতে পারবেন] এর লিংক শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে।

.

ডাউনলোড লিংকঃ http://bit.ly/2WshQxI

.

প্রতি রাতে তারাবীহর সালাতে যাবার আগে দিনের বেলা এই পিডিএফ অনুযায়ী পড়ে যেতে পারেন কুরআন ও তার বাংলা অর্থ। তাতে আপনি কিছুটা হলেও বুঝবেন - কোন রাকআতে কী পড়া হচ্ছে; ইন-শা-আল্লাহ।

.

হুজুর হয়ে পেইজের এডমিন ভাইরা তাঁদের উদ্যোগে এই ক্রমধারা অনুযায়ী প্রতিদিন তারাবীহর সালাতে পড়া অংশের সারমর্ম প্রকাশ করেছিলেন যা নিচের লিংক থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন।

.

https://tinyurl.com/yas42h5l

.

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আমাদের প্রচেষ্টাগুলোকে কবুল করুক।

.

পোষ্টটি উপকারী মনে করলে সবার সাথে #শেয়ার করতে পারেন ইন-শা-আল্লাহ।

.

আপনাদের দু'আর মুহতাজ আমি ও আমার পরিবার।

ওয়াসসালামাহ।

হুফফাজুল কুআনের উদ্দেশ্যে খতীব সাহেব -

.

“যতটুকু সম্ভব ধীরস্থিরতার সাথে #তিলাওয়াত করবেন তারাবীহতে। বিশেষ করে ওয়াজিব গুন্নাহ, ওয়াজিব মাদ্দ এর বিষয়ে যত্নবান হবেন আপনারা ইন-শা-আল্লাহ। কুরআনের হাক্কের বিষয়ে যত্নবান হবেন।

.

মনে রাখবেন - যা তিলাওয়াত করছেন, এটি আপনার বাবা’র কালাম বা কথা না। এটি পরাক্রমশালী আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) এর কথা, তাঁর কালাম।”

[ভাবার্থ]

এক লোক ছিল, সে সবসময় মন্ত্রী-মিনিস্টারদের কাছে যেত, আর এটা-সেটা চাইত। ওয়াহব ইবন মুনাব্বি রাহিমাহুল্লাহ তাকে বলেছিলেন, “আরে হতভাগা! যে লোক তোমার মুখের উপর মানা করে দিচ্ছে, তোমার সাথে এমন জঘন্য আচরণ করছে, নিজের সম্পদ থেকে তোমাকে ফুটাকড়িও দিচ্ছে না, তার কাছেই তুমি বার বার ফিরে যাচ্ছ! আর যে মহান রব দিনে-রাতে সবসময় তোমার জন্য তাঁর দয়ার দরজা খুলেই রেখেছেন, যিনি তোমাকে প্রতিনিয়ত তার সম্পদ থেকে দিয়ে যাচ্ছেন, যিনি বলেছেন, তোমার কিছু দরকার হলে তাঁর কাছে চাও, তাঁর কাছেই কি না তুমি চাচ্ছো না!”

.

তাউস রাহিমাহুল্লাহ একবার ’আতাকে (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছিলেন, “যে তোমার মুখের ওপর তোমাকে মানা করে দেয়, যার কাছে সাহায্য চাইতে হলে আগে তার সেক্রেটারির কাছে যাওয়া লাগে, বা কোনো ভায়া মাধ্যম হয়ে যেতে হয়, তার কাছে কক্ষণো কিছু চাইবে না। তার কাছে যাও, যার দরজা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সবসময় খোলা থাকে। যিনি তোমাকে আদেশ করেছেন তাঁর কাছে চাইতে, এবং যিনি ওয়াদা করেছেন যে তোমাকে কখনোই ফিরিয়ে দেবে না।”

.

আবু হাযিম রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলেম। তাকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, কী আছে আপনার সম্পদ হিসেবে? কত টাকা আছে আপনার? তিনি বলেছিলেন, আমার আল্লাহর উপর ভরসা আছে, এটাই আমার সম্পদ। মানুষের কাছে আমার কিচ্ছু চাওয়ার নেই। তার সময়কার নেতা তাঁকে চিঠি লিখে বললেন, "আপনার যত টাকা-পয়সা লাগে, আমাকে লিখবেন, আমি আপনার কাছে টাকা পাঠিয়ে দেব।" তিনি উত্তরে বলেছিলেন "আমি একজনের কাছেই চাই, যিনি আমাকে সবকিছু দিয়েছেন, আর তিনি আমাকে যা দিয়েছেন, আমি সেটা নিয়ে সন্তুষ্ট। আর যা কিছু আমাকে দেন নি, সে ব্যাপারেও আমি সন্তুষ্ট। আল্লাহ আমাকে যা কিছু দিয়েছে সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট, আপনার কাছ থেকে আমার কোনো কিছুর দরকার নেই।"

#ধূলিমলিন_উপহারঃ রামাদান

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

প্রচন্ড রোদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন।

.

মসজিদ-ই-নববীর দিকে হাঁটতে শুরু করলেন আবু বকর (রাঃ)। পথেই দেখা হয়ে গেল উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর সাথে। আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলেন উমর,

.

- এই গরমের মধ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসলেন যে!

- কি করবো? দুঃসহ ক্ষুধা তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে আমাকে বাড়ি থেকে।

- হে আবা বকর, আমি নিজেও যে একই কারণে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছি।

.

.

দুজনে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন। হঠাত দেখলেন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এগিয়ে আসছেন তাঁদের দিকে। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই কথা তুললেন,

.

- কি ব্যাপার? এই অসময়ে কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

- ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), ক্ষুধার কষ্টই আমাদের বাড়ি থেকে বের করে এনেছে।

- সেই পবিত্র স্বত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমিও যে একই কারণে বের হয়ে এসেছি ঘর থেকে। চলো সামনে এগিয়ে যাই।

.

.

তিনজন মিলে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলেন আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রাঃ) এর বাড়িতে। আবু আইয়ুব (রাঃ) এর স্বভাব ছিল প্রতিদিন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য খাবার তৈরী করে অপেক্ষা করা। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) না এলে বাড়ির সবার সাথে সেই খাবার ভাগাভাগি করে খেতেন আবু আইয়ুব।

.

সেদিনও অপেক্ষা করছিলেন তিনি। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাবারের সময় না আসায় তিনি সবাইকে নিয়ে খাওয়া শেষ করে ফেলেছিলেন।

.

খাবার শেষ হয়ে গেছে। আর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর দুই সঙ্গীকে নিয়ে এলেন। এই অবস্থায় আবু আইয়ুব আল-আনসারী তাড়াতাড়ি একটি বকরী জবাই করে ভুনা করার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর স্ত্রী রুটি বানিয়ে ফেললেন ইতিমধ্যে। মেহমানদের সামনে খাবার পরিবেশন করা হলো এক সময়ে।

.

.

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেতে নিয়ে থেমে গেলেন হঠাত। তারপর একটি রুটির উপরে কিছু ভুনা মাংস রেখে সেটি আবু আইয়ুব আনসারী'র হাতে দিয়ে বললেন,

.

"একটু আমার মেয়ে ফাতিমার কাছে দিয়ে এসো এই খাবার। অনেক দিন হয় আমার মেয়ে এমন খাবার খেয়েছে।"

.

আবু আইয়ুব আনসারী ফাতিমা (রাঃ) খাবার দিয়ে ফিরে এলেন। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর দুই প্রিয় সাথীকে নিয়ে খাবার খেলেন। খাবার শেষে খাবারের দিকে তাকিয়ে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "রুটি, মাংস, খুরমা, পাকা ও আধ-পাকা খেজুর!"

.

.

এইটুকু বলতেই গলা ধরে এলো তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। দুচোখ ভর্তি পানি নিয়ে আবার কথা বললেন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম),

.

"মহিমান্বিত আল্লাহর শপথ, এইসবই হচ্ছে সেই নি'আমত - যার বিষয়ে তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। তোমরা যখন কোন নি'আমত গ্রহণ করার জন্য হাত বাড়াবে, তখন 'বিসমিল্লাহ' (بسم الله) বলবে। তারপর তৃপ্তি নিয়ে খাবার শেষ করার পরে বলবে - 'আল'হামদুলিল্লাহিল্লাযি হুয়া

আশবা'আনা ওয়া আন'আমা 'আলাইনা ওয়াআফদ্বাল' (الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا وأفضل)

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ পাকের যিনি আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করেছেন এবং আমাদেরকে নিয়ামত দান করেছেন যা অনেক উত্তম।"

.

.

[সুত্রঃ 'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীস।

হায়াতুস সাহাবাঃ খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৫১৫ - ৫১৮

আত তারগীব ওয়াত তারহীব, জাকিউদ্দিন আব্দুল আযীম আল-মুনযিরি (রহিমাহুল্লাহ)

সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবাঃ খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৪ - ১৩০]

____

মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলার #অসীম_নিআমতের বিপরীতে কোনো সন্তুষ্টিই তো প্রকাশ করতে পারছি না আমি!

.

পারছি কি আমরা?

#অন্তরের_আমল

.

সর্বশেষ বিষয় হলো অন্তরের আমল, এটা বেশ দীর্ঘ আলোচনা, তবে আমরা ছোট্ট একটা সারাংশই আলোচনা করবো। যেমন দু'আর আগে আল্লাহর কাছে তাওবাহ করুন। অন্যের হক আদায় করুন, পূর্ণ মনোযোগ সহকারে আল্লাহর প্রতি মনযোগী হোন, সাদাকা করুন আর আশ্বস্ত থাকুন যে আল্লাহ আপনাকে হতাশ করবেন না। তিনি বলেছেন চাও, তাহলে আমি দেবো। তার মানে তিনি দেবেনই।

.

ইবনুল মুবারাক বলেন, "আমি একবার মদীনায় গেলাম। তখন সেখানে খরা চলছিলো। লোকেরা বাইরে এসে লম্বা সময়ের জন্য ইস্তিস্কা (বৃষ্টির জন্য দুআ) করলো। একদিন আমি মাসজিদে দিয়ে এক কালো লোকের পাশে বসলাম, তার পরনে ছিল খাশ কাপড় (উট বা বকরির পশম থেকে তৈরি এক ধরণের খসখসে কাপড়)। লোকেরা অনেক আগেই চলে গেছে, তাদের দু'আ কবুল হয়নি। আমি মাসজিদে এই কালো লোকটির পাশে বসা। তার কাপড় তার কোমর ও কাঁধে জড়ানো ছিলো। তাকে বলতে শুনলাম, হে আল্লাহ! আপনি পাপীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য লোকেদের উপর বৃষ্টি বন্ধ রেখেছেন। ইয়া হালীম ইয়া আল্লাহ , ইয়া হালীম ইয়া আল্লাহ, ইয়া হালীম ইয়া আল্লাহ, যার বান্দারা তাঁর কাছ থেকে কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আশা করে না, তাদেরকে বৃষ্টি দিন। তাদেরকে এখন বৃষ্টি দিন , তাদেরকে এখন বৃষ্টি দিন, এখন, এখন! তিনি বলছিলেন, আস-সা'আহ আস-সা'আহ! সে এভাবে দুআ করতেই থাকলো যতক্ষণ না চারদিক থেকে মেঘ এসে গর্জন সহকারে বৃষ্টি হতে শুরু করলো। বড় বড় আলিমরা কিছু সময়ের ইস্তিস্কা করলেন। ধনী-গরীব, নেতা-সাধারণ লোকজন সবাই দুআ করেছিলো। কিন্তু

একজন অবহেলিত লোক, যার পরনে ছিলো সবচেয়ে নিম্ন মানের পোশাক, সে যখন দুআর জন্য হাত তুললো, আল্লাহ তা কবুল করে নিলেন।

.

ভাই ও বোনেরা, মুসলিম উম্মাহর অংশ হিসেবে মাযলুম মুসলিমদের প্রতি দায়িত্বে অবহেলার জন্য আপনি দায়ী। নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, প্রিয় মানুষদের জন্য দু'আ তো করবেনই, সাথে নির্যাতিত অবহেলিত মুসলিমদেরও প্রতিদিন আপনার দু'আতে অন্তর্ভুক্ত করবেন, যাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়ালে আপনি অন্তত বলতে পারেন যে, হে আল্লাহ! আমি তাদের জন্য দু'আ করেছিলাম।

.

ওপরে উল্লেখিত ঘটনার পর ইবনুল মুবারাক দেখা করে যান ফুদ্বাইল ইবন ইয়াযের সাথে। তাঁরা উভয়ই ছিলেন বড় ইমাম। ফুদ্বাইল ইবনুল মুবারককে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কী হয়েছে ইবনুল মুবারাক?' ইবনুল মুবারাক জবাব দিলেন, 'এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলোতে লোকেরা আমাদের হারিয়ে দিচ্ছে।' এরপর তিনি তাঁর কাছে সেই কালো লোকটির পুরো ঘটনাটা বর্ণনা করলেন। তাঁরা উভয়ই দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন এই ভেবে যে কীভাবে মানুষ গোপনে ইবাদাত করে তাঁদেরকে হারিয়ে দিচ্ছে (নিজেদের দু'আ কবুল করিয়ে নেয়ার মাধ্যমে)। এ ঘটনা শুনে ফুদ্বাইল ইবনে ইয়াজ চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

.

এক ভাই কিছুদিন আগে আমাকে একটি ভিডিও দেখিয়েছিল। সেখানে একদল মুসলিম একটি সেলে বন্দি, আর অহংকারে বুক ফোলানো এক বিচারক রায় দিলো যে তাদের ফাঁসি দেওয়া হবে। তাঁরাও হেঁটে বের হলেন, সেও হেঁটে বের হলো। তাঁরা কারাগারে ঢুকলেন আর সে চলে গেলো। দিন যেতে থাকলো। ভিডিওটাতে মূলতঃ বন্দিদের একজন কথা বলছিল। তিনি বললেন, 'আমরা খুব মন থেকে আল্লাহর

কাছে দু’আ করতে থাকলাম যেন তিনি আমাদের মর্যাদার সাথে কারাগার থেকে মুক্তি দেন। আর আমরা লাগাতার দু’আ করে গেলাম।’ আপনি যদি একাকী কারাপ্রকোষ্ঠে নির্যাতনের মধ্য দিয়ে যান, তাহলে দেখবেন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দু’আ আসছে। তিনি বললেন, ‘আমরা ভাবলাম কেউ একজন এসে হয়তো একদিন আমাদের কারাগার খুঁড়ে বের করে নিয়ে যাবে, অথবা কারাগার বিস্ফারিত হয়ে খুলে যাবে, অথবা ভেঙে যাবে, কিংবা ভূমিকম্প হবে। আমরা জানতাম না এটা কীভাবে হবে, তবে আমরা জানতাম যে একদিন না একদিন আল্লাহ আমাদের দু’আ কবুল করবেন। সেটাই হলো, হঠাৎএকদিন কেউ একজন চাবি নিয়ে এসে দরজা খুলে দিয়ে বললো, ‘তোমরা মুক্ত। পৃথিবীটা বদলে গেছে, এক দশকের জন্য সেই দেশের নেতা চলে গেছে আর তোমরা মুক্ত।’

.

রামাদানের এই মাসে আপনার দু’আর ইবাদাতটি চালু করুন। যদি দু’আ করেন, তাহলে অন্যান্য সব ফযিলত পাওয়ার পাশাপাশি কেবল দু’আ করার জন্যও সাওয়াব পাবেন। কেবল কুরআন তিলাওয়াত ও যিকির আযকার করার কারণে যেমন আপনি সাওয়াব পেয়ে থাকেন, তেমনি শুধু দু’আ করার ফলেও আপনি সাওয়াব পাবেন। হ্যাঁ, আল্লাহ আপনার দু’আ কবুল করবেন। আর শুধু দু’আ করার কারণেও সাওয়াব পাবেন, কারণ সেটাও একটা ইবাদাত।

.

তাই আল্লাহর কাছে চান, দু’আ করুন এবং তাঁর দিকে ফিরে যান। আল্লাহর দরজাগুলো কখনোই বন্ধ হয় না।

#ধূলিমলিন_উপহারঃ রামাদান (সীরাত পাবলিকেশন)

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

আপনি কি জানেন যে, এই কুরআন, যেটা আজ মুসলিমরা অবহেলা আর অলসতার ধুলোয় মলিন করে ফেলে রেখেছে, সেটাকে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর সময়ে অবিশ্বাসী কুরাইশরা পর্যন্ত ভয় করত?

.

কুরআন তাদের অন্তরকে পরিবর্তন করে দেবে এটা তারা ভালোভাবেই অনুভব করতে পেরেছিল, আর তাই তারা ভয় পেত আল্লাহর এই কিতাব না জানি কখন তাদের অন্তরকে পরিবর্তন করে দেয়! যদিও তারা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর দাওয়াতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণের কারণে রাসূলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলো, কিন্তু কুরআনের অলৌকিক প্রভাব নিয়ে তারা নিজেরাই সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকতো। তারা আশঙ্কা করত যে কুরআন তাদেরকে পরিবর্তন করে ফেলবে। এমনকি তারা এই ভেবেই বিচলিত থাকত যে, কুরআন তিলাওয়াত শুনলেই হয়তো তাদের অন্তর প্রভাবিত হয়ে পড়বে। এর কারণ হচ্ছে তারা আরবী ভাষার উপর দুনিয়ার আর কারো থেকে বেশি জ্ঞানী ছিল এবং সেজন্যই অবিশ্বাসী কুরাইশদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করা হলে কুরআনের অর্থ সরাসরি তাদের অন্তরে প্রভাব ফেলত। এরপরও তারা ঈমান আনেনি, বস্তুত এরাই ছিলো সত্যিকারের অবিশ্বাসী যারা সত্যকে সত্য হিসেবে জেনেও অস্বীকার করেছিলো।

.

অন্যদিকে কুরআন বিশ্বাসীদের অন্তর এমনভাবে প্রভাবিত করত যে , এতে অনেক সময়ই তারা অচেতন হয়ে পড়ত, এমনকি কেউ কেউ মারাও গেছে। আত-থালাবী রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর একজন আলিম। কুরআনের অর্থ শুনে মারা গিয়েছেন এমন ব্যক্তিদের ঘটনা নিয়ে তিনি একটা বই-ই সংকলন করেছিলেন। হয়তো উনারা কোন একটি আয়াত পড়লেন, এটা তাদের অন্তরকে এমনভাবে আলোড়িত করল যে এর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পেরে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে

উনারা মারাই গেলেন। যদিও এই বইয়ের কিছু কিছু ঘটনা অতিরঞ্জিত, কিন্তু কিছু সত্য ঘটনাও সেখানে আছে। এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কেউ কেউ হয়তো বলবে, শায়খ এটা আপনি কী বলছেন? কুরআন এত শক্তিশালী যে এটি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে? কিন্তু বাস্তবে কুরআন তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী, এটা পর্বতকে ধূলোয় লুটিয়ে দেওয়ার সক্ষমতা রাখে। আল্লাহ বলেন,

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (الحشر-٢١)

“যদি আমি এই কুরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (সূরা আল-হাশর, আয়াত২১)

.

কিন্তু কেন এই কুরআন আমাদেরকে আন্দোলিত করে না?

.

কেননা আমাদের অন্তর আজ পাথর কিংবা পর্বতের চেয়েও বেশি কঠিন হয়ে গেছে।

#ধূলিমলিন_উপহারঃ রামাদান (সীরাত পাবলিকেশন)

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

#ফজরের_আগে_ইস্তিগফার

.

হারিয়ে যাওয়া একটি ইবাদাত হলো ফজরের (আযানের) আগে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া (ইস্তিগফার করা)। এটি তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ থেকে ভিন্ন ধরনের ইবাদাত। আর ইবাদাত তো এটাই যে, বান্দা বিভিন্নভাবে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করবে। আল্লাহ বলেন,

.

"আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন। যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। তারা ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। " (সূরাহ আলে ইমরানঃ আয়াত ১৫-১৭)

.

আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেন "এবং যারা রাতের শেষ ভাগে ইস্তিগফার করে।" 'সাহার' হলো রাতের শেষাংশ, ঠিক ফজরের আগের সময়। এজন্য সুহুরকে সুহুর বলা হয়, কারণ তা রাতের শেষে করা হয়। কিয়ামুল লাইল, কুরআন তিলাওয়াত এবং যিকির আযকারের পর আপনি হয়তো এখন পরিবারের সাথে সেহেরী করার জন্য প্রস্তুত। এর মধ্যেই এসব থেকে একটু সরে গিয়ে ফজরের ঠিক আগে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এর ফযিলত এত বেশি যে, আপনার উপর এই আয়াত প্রযোজ্য হবে-"এবং যারা রাতের শেষ ভাগে ইস্তিগফার করে।"

.

রামাদান হলো আরো কিছু নতুন ইবাদাত শুরু করা ও নিজের উন্নতি ঘটানোর এক ঈমানী থেরাপি। ধীরে ধীরে এটা শুরু করুন। ফজরের তিন বা পাঁচ মিনিট আগে ইস্তিগফারের জন্য বসে পড়ুন। আবার এই কথা শুনেই অতি উৎসাহী হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে এ কাজ করতে যাবেন না। কারণ এটা শয়তানের একটা চাল হতে পারে। কেউ হয়তো একটা ইবাদাতের ফযিলত শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়লো, শয়তান তখন তাকে এই কাজে দীর্ঘক্ষণ লাগিয়ে রেখে ইবাদাতের প্রতি তার সব শক্তি আর আগ্রহ শেষ করে ফেলে। ফলে সে এক রাত ইবাদাত করার পরেই সেই ইবাদাত ছেড়ে দেয়। ইবাদাত করা হলো নতুন গাড়ি কেনার মতো। দোকানদার আপনাকে বলে দিবে আস্তে আস্তে ইঞ্জিনের জড়তা কাটাতে। শুরুতেই সত্তর মাইল বেগে চালাতে শুরু করলে হবে না। আস্তে আস্তে শুরু করতে হবে। এক দিনে অনেক ইবাদাত করে পরদিন থেকে তা ছেড়ে দেওয়ার চাইতে নিয়মিত অল্প অল্প ইবাদাত করাই উত্তম।

.

সেহরির সময় অনেকেই হয়তো খাবার টেবিলে বসে অর্থহীন কথাবার্তা বলছে, এমন আলোচনা করছে যাতে বরং পাপের ভাগীদার হতে হয়। আপনি এসব আলোচনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে ইস্তিগফারে ব্যস্ত হয়ে যান। সত্তর থেকে একশ বার আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ুন, যেভাবে রাসূল (ﷺ) পড়তেন। অথবা অন্য যে কোনোভাবে ইস্তিগফার করুন। আর এটাই হবে আপনার জীবনে এক নতুন ইবাদাতের সূচনা।

যেকোনো সময়েই ইস্তিগফার করা যায়। কিন্তু এই সময়টার ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। এটা করে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারেন, যাদের প্রশংসা আল্লাহ কুরআনে করেছেন। এই আমলটি শুরু করুন, ইনশাআল্লাহ এর মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা পেয়ে যাবেন।

.

আল্লাহ বলেছেন,

“তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল। ”

(সূরাহ নূহ: আয়াত ১০)

.

যারা ক্ষমা চায়, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। আপনার যদি আর্থিক সমস্যা থাকে, যদি নিঃসন্তান দম্পতি হয়ে থাকেন, ইস্তিগফার হলো এ সবকিছুর ঔষধ, কুরআনের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত। আর এই ইস্তিগফারের উত্তম সময় হলো ফজরের আগে। আল্লাহ বলেন,

.

“আর বলেছি, ‘তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, আর তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালা।” (সূরাহ নূহ: আয়াত ১০-১২)

.

আপনি ক্ষমতা চান? সমাজে একটি ভালো পজিশনে যেতে চান বা চাকরিতে পদোন্নতি চান? ইউনিভার্সিটিতে এডমিশন নিতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন? আল্লাহর কসম! ইস্তিগফার করুন আর ফলাফল দেখুন।

.

#ধূলিমলিন_উপহারঃ রামাদান (সীরাত পাবলিকেশন)

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

এক আত্মীয়কে নিয়ে ডাক্তারের কাছে এসেছি, ক্যান্সারের ডাক্তার। বিরাট পসার ডাক্তার সাহেবের, পানির মতো রোগী আসছে। যতো রোগী আসছেন- সেই অনুপাতে রোগী বেরোতে দেখছি না। বেরোবার কি অন্য কোনো রাস্তা আছে? থাকতেও পারে, ডিজিটাল চেম্বার এগুলো, হয়তো একদিক দিয়ে রোগী ঢুকে- আরেকদিক দিয়ে বের হয়ে যান। একারণেই হয়তো এতো মানুষের ভিড় চোখে লাগছে না।

.

ডাক্তারের চেম্বার সম্পর্কে আমার একটি ভীতি কাজ করে, আমার মনে হয় লক্ষ লক্ষ জীবানু মুখ হা করে ঘোরাঘুরি করে ডাক্তারদের চেম্বারে। এই জীবানুগুলো সুযোগ পেলেই আমাদের শরীরে ঢুকে যাবে। জ্বরের জন্য ডাক্তার দেখাতে গিয়ে বসন্ত রোগের জীবানু শরীরে নিয়ে বাসায় ফিরবো। পরেরদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখবো - জ্বর নেই, কিন্তু গা ভর্তি ছোট ছোট বসন্ত।

.

এই চেম্বারটি সেরকম না, বেশ পরিষ্কার, পরিপাটি করে সাজানো। কিন্তু আমার চেম্বার জনিত জীবানুভীতি গেলো না, চুপ করে এক কোনায় গিয়ে জুবুথুবু হয়ে বসে রইলাম। আত্মীয় ভদ্রলোক সামনের দিকে বসে আছেন, হাতে ট্রেনের টিকিটের মতো একটি কাগজ। ডিসপ্লে বোর্ডে নাম্বার চেঞ্জ হচ্ছে, টিকেট নাম্বার হিসেবে রোগী ভেতরে ঢুকছেন। পাশের সিটে একজন ভদ্রমহিলা বসা, পাশের তরুণী মেয়েটি সম্ভবত তাঁর সাথে এসেছেন।

.

চেম্বারে অতি সুন্দর একটি ওয়াল মাউন্ট টিভি লাগানো, সাউন্ড মিউট করা, অখ্যাত এক বিদেশী চ্যানেলে ছবি দেখাচ্ছে টিভিতে। অতি মনোযোগ দিয়ে বোবা ছবি দেখছে সবাই। ভদ্রমহিলার ডাকে স্বম্বিত ফিরলো,

- আপনি কি রোগী? -ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

- না আন্টি, আমি এক আত্মীয়কে নিয়ে এসেছি।

- ও আচ্ছা। -চুপ করে গেলেন তিনি।

নিতান্ত কিছু না বললে অভদ্রতা হয়ে যায়, সেই কারণে কথা চালিয়ে গেলাম আমি,

- আন্টি কি ডাক্তার দেখাতে এসেছেন?

- জ্বী বাবা।

- কি সমস্যা আপনার আন্টি? - তাঁকে দেখেই খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিলো।

- হাড়ের ক্যান্সার বাবা, ৩ বার কেমো দেয়া হয়ে গেছে। বেশি দিন আয়ু নেই আর, খুব তাড়াতাড়ি মরে যাবো।

.

বুক ধ্বক করে উঠলো আমার, এতো নির্লিপ্ত গলায় নিজের মৃত্যুর কথা আগে কাউকে বলতে শুনি নি।

.

- কী যে বলেন আন্টি! আপনি অবশ্যই অনেকদিন বাঁচবেন ইনশাআল্লাহ। -কিছুটা অভয় দিতে চাইলাম কিংবা পেতে চাইলাম আমি।

- না বাবা। বাঁচবো না। আমার স্বামীকেও আমি আপনার মতো করে বলতাম- তোমার কিছু হবে না, অনেকদিন তুমি আমাদের মাঝে থাকবে। থাকে নি। ফুসফুসের ক্যান্সার হয়েছিলো তাঁর। পাঁচ মাস আগে ধুপ করে এক সন্ধ্যায় চলে গেলো আমাদেরকে ফেলে।

.

আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না ভদ্রমহিলার কথা, কী ভয়ঙ্কর কথা! মাত্র পাঁচ মাস আগে স্বামী হারিয়েছেন, এখন নিজেও পরপারে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন! আমি মাথা নিচু করে চোখের পানি লুকাতে লুকাতে জিজ্ঞেস করলাম,

.

- আপনার ছেলেমেয়েরা আন্টি, তাঁরা কোথায়?

- এই আমার এক মেয়ে, কোনো ছেলে নেই। আমি শিক্ষকতা করি, মা-মেয়ের সংসার।

পাশে বসা তরুনীকে দেখিয়ে বললেন তিনি, তারপরের কথাগুলো বলতে গিয়ে গলা ধরে এলো তাঁর।

.

- আজকে এসেছি মেয়েকে দেখাতে। গত সপ্তাহে খুব পেট ব্যথা ছিলো। ডাক্তার সাহেব একগাদা পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন। রিপোর্ট দেখিয়েছিলাম গতকাল। মেয়ের কোলন ক্যান্সার ধরা পড়েছে!

.

আমি জল ভরা চোখে তীব্র বিস্ময় নিয়ে ভদ্রমহিলার দিকে তাকালাম। তিনি সাদা শাড়ির কোনা দিয়ে চোখের পানি মুছলেন। কোলন ক্যান্সারের রোগী শান্ত চেহারার তরুনীটি শুধু এক পলক ফিরে তাকালো আমার দিকে, আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

.

আপাতঃ মৃত্যু পরোয়ানা চোখে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো মানুষদের চোখের দিকে তাকানোর মতো ক্ষমতা আল্লাহ তা’আলা দেন নি আমাকে।

.

পাদটীকাঃ আমার নিজের যতো জাগতিক দর্শন- তার কারিগর আমার ‘মা’। প্রথম কৈশোরে বাবাকে হারানোর পর বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মাঝে দিয়ে বড় হতে হয়েছে- আমার মা সম্ভবত তা অনেক আগেই অনুমান করেছিলেন। বোধকরি সেকারণেই, বিভিন্ন ভাবে তিনি তাঁর চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা, যুক্তি-উপাত্ত, আমার মাঝে বপন করে দিয়েছেন- কখনো শৈশবে, কৈশোরে কখনো, কখনো বা যৌবনে। এই মূল্যবোধ নিয়েই এতোটুকু পথ পাড়ি দিয়েছি। তাঁর অনেকগুলো দর্শনের মাঝে একটা ছিলো- "কখনো কারো সাথে নিজের তুলনা করবে না। আর নিতান্ত যদি করতেই হয়- তবে তোমার নিচের দিকে তাকিয়ে তুলনা করবে।"

.

সেকারণেই আধপেটা খেয়ে বাসের পেছনের বাম্পারে বাদুর-ঝোলা হয়ে কলেজে গিয়েছি খুশি মনে; যেই ছেলেটা খালি পেটে অতোটা দূর হেঁটে কলেজে যেতো তার থেকে আমি কতো ভালো আছি-- এই কথাটা ভেবে। আমি এখনো মনে-প্রাণে সেই দর্শনগুলো বুকে লালন করি।

.

এই শিক্ষিকা ভদ্রমহিলার কষ্টের সাতকাহন সেকারণেই আমাকে আবার আমার সৃষ্টিকর্তার সামনে নতজানু করে দেয়, তাঁর সামনেই মাথা নত করতে শেখায়, অকৃপনভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে শেখায়।

.

কতো সুখেই না রেখেছেন আমাদের আল্লাহ তা’আলা! আল’হামদুলিল্লাহ।

———

#সুখের_সংজ্ঞা

সহীহ আল বুখারী ও মুসলিমে আছে, ইবনু ‘আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন সবচেয়ে দানশীল ব্যক্তি। রামাদানে মাসেও তিনি ছিলেন সবচেয়ে দানশীল মানুষ, যে মাসে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তাঁর সাথে কুরআন পড়তে আসতেন ও মিলিয়ে নিতেন। ইবনু ‘আব্বাসের ভাষায়, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ছিলেন বহমান বাতাসের চাইতেও উদার।

.

কেন ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর উদারতাকে বহমান বাতাসের সাথে তুলনা করলেন? প্রথমত, তিনি দান করার ব্যাপারে ছিলেন এতোটুকু বিলম্ব করতেন না, বাতাসের গতিতে দান করতেন। দ্বিতীয়ত, দান করার ব্যাপারে তিনি কখনো বৈষম্য করেননি। বাতাস যেমন সকলকে ছুঁয়ে যায়, ঠিক তেমনই ছিলো রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর উদার হাত, তাঁর দানশীলতা সকলকে ছুঁয়ে যেতো।

.

ইমাম শাফি’ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, আমি চাই মানুষ যেন রামাদানে যেন উদারহস্তে দান খয়রাত করে, এটাই রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর দেখানো পথ। কারণ দেখা যায় রামাদানে অনেকেই সালাত আর ইবাদাত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে আর সাদাকার বিষয়টি পাত্তা দেয় না। পূর্বের একটি পর্বে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, সালাফরা বলতেন রাদামান মানেই হলো কুরআন ও দান-সাদাকার মাস -- আর কিছু না। এই কথা মানে হলো অন্য কিছুর সাওয়াব এগুলোর সমান নয়।

.

আল্লাহর চোখে দানের পরিমাণ মুখ্য না, বরং দান করছেন কিনা সেটাই আসল বিষয়। অনেকে কম পরিমাণ সাদাকাহ করতে পারে, সেটা সমস্যা না। কারণ,

আল্লাহর চোখে ১ টাকা ১০ লক্ষ টাকার সমান হতে পারে। সুনানে নাসাঈতে বলা আছে-

.

সাবাক্ব দিরহাম মিআতাল ফী দিরহাম

এক দিরহাম দানে হাজার দিরহামের সওয়াব।

.

এক টাকা আপনাকে লক্ষ টাকার চেয়ে দামী সওয়াব এনে দিতে পারে। কখন? যদি আপনার শুধু ২ টাকা থাকে আর সেখান থেকে ১ টাকা দান করেন, তাহলে আপনি আপনার অর্ধেক সম্পদ দান করে দিলেন। আর যে লোকটা লাখপতি, সে যদি আপনার সমান সওয়াব পেতে চায়, তাহলে তাকে লক্ষ টাকা দান করতে হবে, কারণ তার সম্পত্তির অর্ধেক করলেও কয়েক লাখ টাকা হয়।

.

দান করার সময় মনে রাখবেন, আপনাকে নম্র হতে হবে। আপনার এটা ভেবে সম্মানিত বোধ করা উচিত যে আপনাকে দান করার তাওফিক দেওয়া হয়েছে। আপনার মুগ্ধ হওয়া উচিত এই ভেবে যে আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন এবং আপনি আল্লাহর জন্যই দিচ্ছেন। আর আপনার আনন্দিত হওয়া উচিত যে কেউ একজন তা গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ সাদাকার মাধ্যমে আপনি আসলে নিজেই নিজের উপকার করছেন।

.

“আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই।” (সূরা বাকারা, ২৭২)

.

আপনি যদি গরিব সেই ভিক্ষুককে দান না করেন, আল্লাহ ঠিকই তার জন্য কোনো না কোনো একটা ব্যবস্থা করেই দেবেন। এই ভেবে সম্মানিত বোধ করুন যে -- আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করেছেন তাকে দান করার সুযোগ দিয়ে। তাই, বেশি বেশি দান করুন, যাকে দান করছেন তাকে ধন্যবাদ জানান এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন। আপনি কাউকে না, বরং নিজের উপকার করছেন।

.

আরও একটি বিষয় মাথায় রাখবেন, সেটা হচ্ছে -- কোনো ভালো আমলকে ছোট করে দেখবেন না।

ইবনু 'উমার (রাঃ) সাদাকাহ করার জন্য তাঁর সাথে চিনি রাখতেন। সে যুগের চিনিকে তুলনা করা যেতে পারে আজকের যুগের ক্যান্ডির সাথে। মানুষ তাঁকে জিজ্ঞেস করতো, আপনি চিনি কেন সাদাকাহ হিসেবে দান করছেন? তিনি বলতেন, 'কারণ চিনি পছন্দ করি আর আল্লাহ বলেছেন,

.

"তোমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাসো। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।" (সুরা আলে ইমরান, ৯২)

.

একবার 'উমার (রা.) একটা আঙ্গুর দান করলেন। মানুষজন বলতে লাগলো, 'মাত্র একটা আঙ্গুর! এটা না তৃষ্ণা মিটায়, না পেট ভরায়।' উমার তখন কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন,

.

“অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে।” (সূরা যিলযাল, ৭)

.

কিয়ামতের দিনে আল্লাহ যখন মীযানে আমল পরিমাণ করবেন, তখন আল্লাহ এমন জিনিসও হিসেব করবেন যেটার ওজন শস্য দানার সমান। তিনি তাদেরকে বললেন, এই আঙ্গুরের ওজন তো শস্য দানা থেকেও বেশি!

———————

#ধূলিমলিন_উপহারঃ রামাদান (সীরাত পাবলিকেশন)

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

আমাদের অন্তর তালাবদ্ধ হয়ে আছে এবং কুরআন বুঝতে হলে আগে এই তালা ভাঙতে হবে। আল্লাহ বলেন,

“তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা করে না? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?”

(সুরা মুহাম্মদ, আয়াত ২৪)

.

এই আয়াতে আসলে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় নি, বরং এর মাধ্যমে কিছু জানানো হয়েছে। এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে, তারা কুরআনকে বুঝতে পারে না - কারণ তাদের অন্তর তালাবদ্ধ। কুরআন তিলাওয়াতের সময়ে, কুরআনের ব্যাপারে অসচেতন, অমনোযোগী থাকবেন না। কুরআন তিলাওয়াত করা খুব সহজ, আল্লাহর প্রশংসা করাও খুব সহজ। কিন্তু আপনার মন হয়তো যত্রতত্র ঘুড়ে বেড়াচ্ছে, আর আপনার মনকে কুরআনের দিকে, আল্লাহর দিকে স্থির রাখাই হচ্ছে কঠিন। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

“...আর আপনি তার আনুগত্য করবেন না, যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি।”

(সুরা আল-কাহাফ, আয়াত ২৮)

.

আল্লাহ তাদের আনুগত্য করতে কেন নিষেধ করলেন যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল! কারণ অনেকেই আল্লাহর যিকর করে, কিন্তু খুব কম বান্দাই যিকরের সাথে সাথে অন্তরকেও আল্লাহর স্মরণে মগ্ন রাখতে পারে।

.

আসুন আমরা একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখি যে কিভাবে কুরআন পড়তে হয়। এই উদাহরণে আমরা দেখবো, কুরআনের একটি আয়াত আবু দাহদা (রাদিআল্লাহু আনহু) কে কেমন উজ্জীবিত করেছিল।

“কে আছো এমন, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে?....” (সুরা আল-বাক্বারা, আয়াত ২৪৫)

.

আল্লাহকে ঋণ দেবে! কে আছে এমন যে আল্লাহকে ঋণ দেবে? আবু দাহদা (রাঃ) এই আয়াত শুনে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলেন যে, “আল্লাহ আমাদের থেকে ধার চাচ্ছেন?” নবী (সাঃ) বললেন, “হ্যাঁ।”

.

আবু দাহদা (রাঃ) বললেন, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার হাতটি দিন, আমি কথা দিচ্ছি আমার খেজুর বাগানটি ধার দিবো।’ আবু দাহদা (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে ৬০০টি খেজুর গাছ সমৃদ্ধ সবচেয়ে ভালো খেজুর বাগানটি দিয়ে দিলেন। আবু দাহদার (রাঃ) অনেকগুলো বাগান ছিল, তিনি ধনী ছিলেন। তিনি উত্তম বাগানটিতে গেলেন। কোন বাগানটিতে জানেন? যেখানে তিনি তার পরিবার নিয়ে থাকতেন! তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, “সবকিছু গুছিয়ে নাও, আমরা এই বাগান থেকে চলে যাচ্ছি। এই বাগান এখন আর আমাদের নয়, কারণ এই বাগানটি আমি উত্তম ঋণ হিসেবে আল্লাহকে দিয়েছি”।

.

আপনাদের কী ধারণা, তাঁর স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? তাঁর স্ত্রী কি অভিযোগ করেছিল? বলেছিল - কেন, কী হচ্ছে এসব। আমি বলবো না যে তিনি কোন

অভিযোগই করেন নি, কিন্তু তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তার বাচ্চাদের হাত ধরলেন। তিনি বুঝলেন যে, এই বাগানটি উত্তম ঋণ হিসেবে আল্লাহকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই এর মধ্যে যা আছে, সেগুলাও আর তাদের নয়। কাজেই তিনি বাচ্চাদের হাতে যে খেজুরগুলো সেগুলো, এমনকি বাচ্চাদের মুখে যা ছিল তাও বের করে রেখে দিলেন এবং বাচ্চাদের নিয়ে বাগান থেকে বের হয়ে গেলেন। আল্লাহর প্রতি আশা আকাংখার প্রকৃত মানে হচ্ছে আল্লাহর কথাকে (কুরআনকে) বুঝা।

.

কাজেই কুরআনে যে আদেশ নিষেধ আছে তা মেনে নেয়া এবং বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে কোনো ধরনের ইতস্তত ভাব বা বাঁধা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। যখন নবী (সাঃ) আবু দাহদার (রাঃ) প্রতিশ্রুতির কথা শুনলেন, তিনি (সাঃ) বলেন,

“আবু দাহদার জন্য জান্নাতে এমন অনেকগুলো বাগান আছে।”

#ধূলিমলিন_উপহারঃ রামাদান (সীরাত পাবলিকেশন)

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

"এই স্থানটি সিসিটিভির পর্যবেক্ষণের আওতাভুক্ত।"

"This Place is Under CCTV Surveillance!"

.

"পুরো মহাবিশ্ব আল্লাহ তা'আলার পর্যবেক্ষণের আওতাভুক্ত।"

"The Universe is Under Strict Surveillance of Allah!"

.

সুবহানাল্লাহ! এই একটি মাত্র #উপলব্ধি আমাদের যাবতীয় গোপন ও প্রকাশ্য কাজে পূর্ণ সতর্কতা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট ইন-শা-আল্লাহ।

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইখলাস বিহীন আমলের নমুনা ঐ মুসাফিরের মতো, যে একটি ময়লা পানি ভর্তি পাত্র বহন করছে, এই পাত্রটি বহন করতে তার অনেক কষ্ট হয় কিন্তু পানিতে ময়লা থাকায় এটা তার কোন উপকারে আসে না। চমৎকার তুলনা। আসলেই ময়লা পানি যেমন আমাদের কোনো কাজে লাগে না, তেমনি ইখলাস বিহীন আমলও আমাদের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না।

.

দাউদ ইবনে আবি হিন্দ রাহিমাহুল্লাহ চল্লিশ বছর যাবত সিয়াম রেখেছিলেন, অথচ তার স্ত্রীও এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। তিনি পশমের কাপড় বানাতেন। প্রত্যেক দিন তার স্ত্রী খাবার তৈরি করতেন এবং দাউদ কাজে বের হওয়ার সময় তার সাথে ঐ খাবার দিয়ে দিতেন। আর দাউদ বাজারে গিয়ে খাবারটি একজন গরীব মানুষকে দিয়ে দিতেন এবং মাগরিবের পর বাসায় ফিরে তার স্ত্রীর সাথে খাবার খেতেন অর্থাৎ ইফতার করতেন। বাজারের লোকজন ভাবত যে তিনি তার স্ত্রীর সাথে খাবার খেয়ে এসেছেন আর তার স্ত্রী ভাবতেন তিনি বাজারে গিয়ে খাবার তার তৈরি করে দেয়া খাবার খাবেন, কিন্তু দাউদ সিয়াম রাখতেন আর সাথে করে আনা খাবার একজন গরীব লোককে দিয়ে দিতেন। সুবহানআল্লাহ! এটাই তো ইখলাস। শুধু তা ই নয়,

তিনি বিশ বছর ধরে কিয়ামুল লাইল (রাতের নামাজসহ অন্যান্য ইবাদত) করেছেন, কিন্তু তার স্ত্রী এটাও কখনো জানতে পারেন নি।

.

আইয়্যুব আস সাখতিয়ানি রাহিমাহুল্লাহ সারারাত নামাজ পড়তেন আর ফজরের কিছুক্ষণ আগে থেকে কিছুটা আওয়াজ করে কুরআন তিলাওয়াত করতেন যাতে মানুষ মনে করে যে তিনি ফজরের কিছুক্ষণ আগে ঘুম থেকে উঠেছেন, অথচ তিনি সারারাতে একটুও ঘুমাননি।

.

হাসান ইবনে আবি সিনানের (রাহিমাহুল্লাহ) স্ত্রী বলেছেন "আমার স্বামী প্রায়ই আমার সাথে চালাকি করে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতেন যেমনটি আমরা আমাদের বাচ্চাদের চালাকি করে ঘুম পাড়িয়ে দেই, আর যখনই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম তখন তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। একবার হাসানের স্ত্রী তাকে নামাজ পড়তে দেখে ফেললেন আর বলে উঠলেন, "আবু আব্দুল্লাহ! কেন নিজেকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছেন? নিজের উপর একটু রহম করুন। আবু আব্দুল্লাহ উত্তর দিলেন, "কী বোকার মতো কথা বলছ! তুমি আমাকে দুনিয়াতে ঘুমাতে বলছ! আমি অবশ্যই ঘুমাব, বিশ্রামও নেব কিন্তু সেদিন, যেদিন আমাকে আর ঘুম থেকে উঠতে হবে না (মৃত্যু)।

.

আলী ইবনে আবি তালিবের (রাদিআল্লাহু আনহু) এর নাতির ছেলে, যাইন আল আবিদীন রাহিমাহুল্লাহ দশ বছর ধরে মদীনার গরীব লোকদের খাবার দিতেন, কিন্তু কেও জানতে পারত না কে তাদের খাবার দিচ্ছে। প্রতিদিন সকালে তারা বাড়ির সামনে খাবার পেত। শেষ পর্যন্ত যাইন আল আবিদীন মারা গেলে তারা বুঝতে পারল যে তিনিই তাদের খাবার দিতেন কারণ যাইন মারা যাবার পর তারা আর খাবার পেত না। পরে যাইনকে গোসল করানোর সময় তারা তার পিঠে অনেক দাগ

দেখতে পেল, এই দাগগুলো আসলে গরিবদের জন্য খাবার বহন করতে করতে তার পিঠে বসে গিয়েছিল।

.

আল-আ'মিশ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি ইব্রাহীম আন নাখা'ই রাহিমাহুল্লাহ এর কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি কুরআন পড়া শুরু করেছেন এবং একটানা পড়েই যাচ্ছেন। কিন্তু অন্য কেউ আসার সাথে সাথে তিনি কুরআন পড়া বন্ধ করে পাশে সরিয়ে রাখতেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে আমি তার এই গোপন আমলের কথা কাউকে বলব না। তাই আমাকে বলতেন, "আমি চাইনা লোকজন আমাকে কুরআন পড়া অবস্থায় দেখুক।"

.

এই সব নেককার ব্যক্তি আর যারা আল্লাহর রাস্তায় এক বিন্দু ঘাম না ঝরিয়েও নিজেদের নিয়ে গর্ব করতে ব্যস্ত, তাদের মধ্যে কতই না পার্থক্য। যারা সাধারণ একটি খুতবা দিয়ে, অল্প কিছু এতীমের ভরণপোষণ দিয়েই গর্ব করে বেড়ায় অথবা পাঁচ মিনিটের হালাকা করে, রমাদানে দুই তিনবার তারাবির নামাজে গিয়েই অনেক বড়াই করে, মূলত তাদের এ সকল কাজে কোনো ইখলাস বা আন্তরিকতা থাকে না। আর যারা গোপনে আমল করে তাদের আমলে ইখলাস থাকে, এ ধরনের আমলই কার্যকর হয়।

.

ইবন আল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ হিজরী ১৮০ সালে মারা যান। তিনি ছিলেন একজন আলিম, এবং ইখলাসে ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন। এমনকি তিনি আশংকা করতেন যে, লোকেরা তার আমলের ব্যাপারে জেনে গেলে অথবা তার প্রশংসা করলে হয়তো তার ইখলাস বরবাদ হয় যাবে।

.

না’ঈম ইবন হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহ হাদিস পড়ার সময় ঐভাবেই কাঁদতেন, কুরবানী করার সময় উট বা গাভী যেভাবে শব্দ করে কাঁদে। সুফিয়ান আস সওরী রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, আমার খুব ইচ্ছা হয়, আমি যেন অন্তত এক বছর হলেও আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের রহঃ মত আমল করতে পারি। কিন্তু আফসোস আমি তো মাত্র তিন দিনও এমন আমল করতে পারি না, যেটা আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের রহঃ তিনদিনের আমালের সমান হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহঃ ছিলেন একজন মু’মিন, হক্ব আলিম এবং মুজাহিদ, যিনি তাঁর হক্ব ইলমকে কাজে পরিণত করেছিলেন।

.

ইবনে মুবারক রহ একবার রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদে গেলেন। দু’দল ছিল একে অপরের মুখোমুখি, লড়াই শুরু হবার উপক্রম। তখনকার যুদ্ধের রীতি ছিল উভয় দল থেকে একজন করে এসে মুখোমুখি লড়াই করবে। রোমানদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে বলল, কে আছো এমন যে আমার তরবারির সামনে দাঁড়াবে? অর্থাৎ এটা ছিল তরবারি লড়াইয়ের আমন্ত্রণ। একজন মুসলিম তার সাথে কিছুক্ষণ লড়াই করে আহত হল এবং রোমান লোকটি মুসলিম লোকটিকে শহীদ করে ফেলল। এরপর দ্বিতীয় মুজাহিদ এগিয়ে গেল এবং আল্লাহর ইচ্ছায় শহীদ হয়ে গেল।

.

তৃতীয় বারও একই ফলাফল হলো। কিন্তু চতুর্থ মুজাহিদ আল্লাহর ইচ্ছায় অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই রোমান লোকটিকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিল। ফলে এই বীর মুজাহিদকে দেখার জন্য মুসলিম বাহিনী তার চারপাশে ভিড় করতে লাগল। ইবনে সুলাইমান বলেন, আমিও এই মুজাহিদের পরিচয় জানার জন্য ঐ ভিড়ের মধ্যে

ছিলাম, কিন্তু ঐ মুজাহিদের মুখ ঢাকা ছিল। কারণ তিনি নিজেকে জাহির করতে চাচ্ছিলেন না,আর তিনি এমনভাবে ভিড় থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন যেন কিছুই হয়নি। ইবনে সুলাইমান বলেন, আমি তার মুখের কাপড় টান দিয়ে খুলে ফেললাম আর দেখলাম যে, এই বীর মুজাহিদ আর কেউ নন, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহঃ আমার কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, "আবু ওমর! (আবু ওমর ইবনে সুলাইমানের কুনিয়াত) তুমিও কী তাদের মতো, যারা মানুষকে অন্যের সামনে অনাবৃত/উন্মুক্ত করে দেয়?

.

ইবনে মুবারক মনে করতেন, নেক আমল অন্যের কাছে প্রকাশ হয়ে যাওয়া মানে অন্যের সামনে অনাবৃত/উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে ইবন আল জাওযী রহঃ মন্তব্য করেন যে, ইবনে মুবারক রহঃ এমনই মুখলিস আলিম ছিলেন যে, তিনি আশংকা করতেন, কেউ যদি তার নেক আমল দেখে ফেলে বা তার আমলের প্রশংসা করে তবে এটা তার ইখলাসে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারককে রহঃ তাঁর ইখলাস আর গোপন আমলের জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে সুউচ্চ মর্যাদায় পৌঁছেছিলেন।

#ধূলিমলিন_উপহারঃ রামাদান (সীরাত পাবলিকেশন)

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

দু'জন ভাই। অন্ধকার থাকতেই বাসা থেকে বের হলেন দু'জনেই।

.

অভিন্ন সময়, তবে গন্তব্য ভিন্ন।

.

একজন ছুটলেন রমনা বটমূলে। অন্যজন মাসজিদে।

____

.

#বাস্তবতা

মূল বিষয় হলো - দ্বীন ইসলাম "ব্যক্তি কেন্দ্রিক" না। শুধু নিজে একাকী অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকলেই হবে না; বরং আশেপাশের সবাইকে নিয়ে যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত বিষয় থেকে দূরে থাকতে হবে। দ্বীনের বিধান সেটিই বলে।

.

ওয়াল্লাহি - এই দুর্যোগগুলো আমাদের কর্মের ফল। আমার মনে পড়ছে, ২০১৫ সালের ঠিক এই মাসে, পহেলা বৈশাখের যাবতীয় অনাচারের পরে, পরপর ৩ বার বড় মাত্রার ভুমিকম্প হয়েছিল। ২০১৬ সালেও হলো ঠিক আগের দিন।

.

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিআল্লাহু আনহু) এর খিলাফতের সময়ে মদীনাতে একবার ভুমিকম্প হয়। তিনি সকল লোককে ডেকে বলেছিলেন যে সবার কর্মফলের কারণ ছিল সেই ভুমিকম্প। তিনি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছিলেন - আরেকবার ভুমিকম্প হলে তিনি মদীনা ছেড়ে নির্জনে চলে যাবেন।

.

মহান আল্লাহ সাক্ষী - আমাদের যাবার কোন জায়গা নেই।

.

সকল মুসলিম ভাইবোনকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি -

.

যার যার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের বুঝান। মহান আল্লাহর ওয়াস্তে তাঁদের আগামীকালের যাবতীয় পাপ কাজ থেকে বিরত রাখুন। মহান আল্লাহকে ভয় করুন হে আমাদের ভাইবোনেরা!

.

নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর #আযাব অত্যন্ত ভয়ংকর। যতটুকু এই পৃথিবীতে, তারচেয়েও অনেক গুন বেশী আখিরাতে।

.

শান্তি বর্ষিত হোক তাঁদের প্রতি যাঁরা হিদায়াতের অনুসারী।

“মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?”

[সুরা আল-ক্বিয়ামাহ, আয়াত ৩৬]

একটি আয়াত কি যথেষ্ট নয়?

আল্লাহুল মুসতা’আন।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর নিকট একবার জিবরীল ('আলাইহিস সালাম) আসলেন। তখন তাঁর পাশে এক ব্যক্তি কান্নাকাটি করছিলেন।

.

জিজ্ঞাসা করা হলো - "এই ব্যক্তি কে?"

.

বলা হলো - "অমুক।"

.

জিবরীল ('আলাইহিস সালাম) বললেন -

.

"আমরা (ফেরেশতারা) আদম সন্তানের সকল কাজের ওজন করে থাকি, তবে কান্না বাদে। কারণ এক ফোঁটা #অশ্রু দিয়ে আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) জাহান্নামের আগুনের অনেক সমুদ্র নির্বাপিত করে দিবেন !"

.

আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল 'হামদ!

[সূত্রঃ কিতাবুয যুহদ (ইমাম আহমাদ), হাদীসঃ ১৩৯। খাযিম (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত]

একজন কারাবন্দী। তাকে দীর্ঘদিন একা একটি কারাগারে রাখা হয়েছিল। জেলখানার সাইকিয়াট্রিস্ট সেখানে নিয়মিত বন্দীদের পরীক্ষা করত। সপ্তাহে একবার কিংবা দু'বার চিকিৎসক সেখানে তার ডিউটি পালনের জন্য আসতেন।

.

জেলখানার বেশীরভাগ বন্দীই ছিলেন মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। কারা কর্তৃপক্ষের যখন সে মানুষটির সেলের পাশ দিয়ে যেত, চিকিৎসক তাঁকে জিজ্ঞেস করত তার কিছু লাগবে কিনা।

.

লোকটি কোন উত্তর দিতেন না কিংবা মাঝে মাঝে বলতেন কিছু লাগবে না তার। চিকিৎসক এটা ভেবে অবাক হতো যে, এই বন্দী মানুষটি সপ্তাহের ৭ দিনের প্রতিদিনই ২৪ ঘন্টা ধরে নির্জন সেলে কাটায়, তারপরেও সে এত হাসিখুশী আর সন্তুষ্টচিত্তে থাকে কী করে?

.

চিকিৎসক তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাকে কেন এত নিশ্চিন্ত আর সুখী মনে হয়? তুমি তো কখনোই কিছু চাও না।"

.

সে বন্দীটি চিকিৎসকের উত্তর দিয়েছিলেন, "আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু আমার সাথেই থাকে।" – এই বলে বন্দীটি তাঁর পাশ থেকে #কুরআন বের করে চিকিৎসককে দেখালেন।

.

কেউ যদি বুঝতে পারে কুরআন কী, তাহলে তার আর কিছুই প্রয়োজন নেই। আপনি কি রবের সাথে কথা বলতে চান? কুরআনের মাধ্যমে আপনি মহান রবের সাথে কথা বলতে পারবেন। আপনি যদি কুরআনের অলৌকিক ক্ষমতা দেখতে চান, তাহলে কুরআনকে আপনার বন্ধু বানান। এই কুরআন আপনার সব ধরণের রোগের ঔষধ হিসেবে কাজ করবে - মানসিক কিংবা অন্য যে কোন কিছু।

.

...আল্লাহর কসম, এমন কেউ নেই - যে কুরআনের চেয়ে ভালো বন্ধু হতে পারবে!

———

ধূলিমলিন উপহারঃ রামাদান (সীরাত পাবলিকেশন)

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

মাসজিদে জাম’আতের সময় পরষ্পরের মাঝের ফাঁকা জায়গা কমানোর সময় পাশে থাকা মুরুব্বী’র সতর্কবাণী -

.

“গা ঘেঁষে দাঁড়াবেন না।”

বাচ্চার ডাক্তারের চেম্বারে।

.

পাশাপাশি দুটো বাচ্চা। দু'জন বাচ্চাই কান্না করছে তারস্বরে।

.

১ম বাচ্চার বাবা "জনি জনি, ইয়েস পাপা" রাইম সুর করে গাইতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরেই কান্না বন্ধ বাচ্চার।

.

২য় বাচ্চার মা "আল্লাহু আকবার" বলতে শুরু করলেন। এই বাচ্চাও কান্না বন্ধ করে মায়ের যিকির শুনতে লাগল।

.

বিষয়টা অতি সামান্য হয়তো। কিন্তু বোধটুকু বুঝতে পারলে বিশাল। মা -শা-আল্লাহ। আল্লাহুম্মা বারিক লাহুমা।

#ইসলামিক_প্যারেন্টিং

দুনিয়াদার লোকদের মতো বলবেন না - আমি গরীব, আমার টাকা নেই। ভেবে দেখুন, আপনি আসলে একজন লাখপতি, কোটিপতি - যদি আপনার পকেটে একটা ফুটো পয়সাও না থাকে - তবুও। কীভাবে?

.

আপনার শরীরে যে হৃদপিন্ড আছে, সেটা প্রতিস্থাপন করতে প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ টাকা। আপনার শরীরে যে কিডনী আছে, সেটা প্রতিস্থাপনের খরচও কয়েক লাখ টাকা। আপনার চোখ, আপনার কান প্রতিস্থাপন করতে প্রয়োজন লাখ লাখ টাকা। এই দামি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে চলছেন-ফিরছেন, কেন আপনি নিজেকে গরীব মনে করবেন? আপনি তো অবশ্যই একজন কোটিপতি!

.

এক লোক ছিল কোটিপতি। একটা দুর্ঘটনার পর তার সমস্যা দেখা দেয়। সে যখন মলমূত্র ত্যাগ করত, সেগুলো তার শরীরের পাশে একটা প্লাস্টিকের থলেতে জমা হতো। তাকেই সেগুলো পরিষ্কার করতে হতো বাথরুমে গিয়ে। তার এই অসুস্থতা সারানোর জন্য অনেক অপারেশন করা হয়, কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। সে বলত,

“আল্লাহর কসম, এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে আমাকে যদি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয় বা ধার করতে হয়, আমি তা-ই করব।”

.

ভেবে দেখুন, সে লক্ষ টাকা ব্যয় করতে বা ধার নিতে চাচ্ছে শুধুমাত্র যেন সে টয়লেটে বসতে পারে। কাজেই নিজের দাম নির্ধারণ করতে ব্যাংক ব্যালেন্সের পরিমান দেখার দরকার নেই। আয়নায় নিজেকে দেখুন, আসলেই আপনি একজন কোটিপতি।

.

কসম আল্লাহর, আপনার হৃদয়ে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ থাকলেই আপনি #কোটিপতি।

ধূলিমলিন উপহারঃ রামাদান (সীরাত পাবলিকেশন)

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

পৃষ্ঠাঃ ১১৪।

সবাই #বিক্রি হয়।

.

কেউ আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) এঁর সন্তুষ্টির কাছে। আবার কেউ শাইত্বানের প্রলোভনের কাছে।

“বৃহৎ শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।”

.

সুরা আস-সাজদাহ, ২১

#সমসাময়িক

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার এক কবরের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন - “এই কবরগুলো তাদের জন্য অত্যন্ত অন্ধকার। আল্লাহ তা'আলা আমার সালাতের (দু’আর) কারণে তাদের জন্য কবরকে আলোকোজ্জ্বল করে দেবেন।”

.

" إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ“

.

[সূত্রঃ সহীহ মুসলিমঃ অধ্যায় ১১ (কিতাবুল জানাইয), হাদীস ৯৩]

____

.

মূল কথা হলো - খুব শীঘ্রই আমরা এই অন্ধকার কবরে শায়িত হবো। আমরা; আমি, আপনি, আমরা। এই বিষয়ে আস্তিক-নাস্তিক কারো কোনো সন্দেহ নেই যে মৃত্যু আমাদের নিকটবর্তী ও কোনো ঘোষণা ছাড়া যে কোনো মুহূর্তে শিয়রে চলে আসবে।

.

নিজেকেই প্রশ্ন করি - কতটুকু প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি এই অন্ধকারাচ্ছন্ন কবরে একাকী মালাইকা বা ফেরেশতাদের প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য?

.

আমাদের কবর আলোকিত করার জন্য রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর সেই দু'আর যোগ্য কি আমরা? কতটুকু ভালোবাসি আমরা তাঁকে? কতটুকু মেনে চলি তাঁর সুন্নাহ?

.

সালাওয়াতুল্লাহি ওয়াসালামুহু 'আলাইহি।

———

#মৃত্যুচিন্তা

ফেইসবুকে "#On_This_Day" নামের একটি কারিগরী বিষয় আছে। এই কারিগরী বিষয় আমাদের মনে করে করিয়ে দেয় - বিগত বছরগুলোর এই দিনে আমরা কী লিখেছিলাম।

.

অপ্রিয় হলেও সত্য - বছর কিছু আগের নিজের লেখা পড়ে নিজেই অবাক হই। দ্বীন ইসলামের বিধানগুলোর বিষয়ে নিজের অজ্ঞতা নিজেকেই লজ্জিত করে, অনুতপ্ত করে।

.

সুব'হানাল্লাহ, সামান্য ফেইসবুকের ওয়াল-ই যখন অতীত পাপের সাক্ষ্য বহন করছে, সেখানে সারা জীবনের 'আমলনামার অবস্থা কেমন হতে পারে আমার?

.

.

আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় - ক্ষেত্র বিশেষে আমি কিছু লেখা "Only Me" কিংবা "Delete" করে দেই / দিতে পারি ফেইসবুকে - যাতে ফ্রেন্ডস / ফলোয়ারদের কেউ আর দেখতে না পারে, যাতে লজ্জায় পড়তে না হয়।

.

কিন্তু ক্বিয়ামাতের সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তে নিজের 'আমলনামার কোন গুনাহ কি নিজের ইচ্ছায় "Only Me" কিংবা "Delete" করে দিতে পারবো আমি? আপনি? আমরা?

কস্মিনকালেও না।

.

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

.

আল্লাহুম্মাহদিনা ফী-মান হাদাইত। ওয়া 'আফিনা ফী-মান 'আফাইত।

.

হে মহান আল্লাহ, আপনি যাঁদের হিদায়াত দান করেছেন, তাঁদের সাথে আমাদের হিদায়াত দান করুন। আপনি যাঁদের ক্ষমা করেছেন, তাঁদের সাথে আমাদের ক্ষমা করুন।

দুই বাবা তাঁদের #প্রবাসী সন্তান নিয়ে কথা বলছেন।

.

১ম বাবাঃ আমার ছেলেটাকে নিয়ে বড় চিন্তা হয় আজকাল। মসজিদে যায়, নামায পড়ে। আবার দাড়িও আছে। কোন সময় আবার পুলিশ ধরে নিয়ে যায় ! কোন সময় আবার মসজিদে গুলি খেয়ে মরে!

.

২য় বাবাঃ আমি আবার এইদিক থেকে নিশ্চিন্ত। আমারটা নামায-কালামের বিষয়ে পুরোপুরি উদাসীন।

_____

#বাস্তব

আসলে আফসোস করা উচিত নিজেদের অবস্থা নিয়ে, শহীদদের জন্য নয়

#নিউজিল্যান্ড_মুসলিম_কিলিং

ইকোনমিক্সে "মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট" (Multiplier Effect) নামের একটি বিষয় আছে। খুব সহজ করে বললে, কোন খাতে সরকার ১০ টাকা বিনিয়োগ করলে দেশের মূল অর্থনীতিতে হয়তো ৬০ টাকা লেনদেন বেড়ে যাবে। মানি ফ্লো (Money Flow) বেড়ে যাবে এই কারণে। দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠবে তাতে।

.

আসুন আরেকটি জায়গায় এই 'মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট' এর প্রয়োগ দেখি; ফেইসবুকে!

.

ধরুন আমার ফেইসবুকে ১০০০ ফ্রেন্ড আছেন। আজকে দ্বীন ইসলামের উপরে লেখা একটি উত্তম স্ট্যাটাসে লাইক দিলাম আমি। ১০০০ জন ফ্রেন্ডের নিউজ ফীডে আমার লাইক দেয়া সেই স্ট্যাটাসটি ভেসে উঠবে। এই ফ্রেন্ডসদের মধ্যে একজন আমার লাইক দেয়া স্ট্যাটাসটি পড়লেন এবং তিনিও লাইক দিলেন। সেই ফ্রেন্ডের লিস্টে যদি ১৫০০ ফ্রেন্ডস থাকে, সেই স্ট্যাটাস চলে যাবে সেই ১৫০০ ফ্রেন্ডসদের নিউজ ফীডে। সেই ১৫০০ ফ্রেন্ডসদের একজন ফীডে দেখে পড়ে লাইক ক্লিক করলেন সেই স্ট্যাটাসে। মুহুর্তেই স্ট্যাটাসটি তাঁর ফ্রেন্ডসদের ফীডে ভেসে উঠলো। চলতেই থাকে এই "গুণন চক্র"!

.

মনে করুন, আমার লাইক দেয়া স্ট্যাটাসটি একটি উত্তম 'আমলের উপর লেখা ছিল। আমি সেই 'আমলটি শিখে নিয়ে নিয়মিত পালন করা শুরু করলাম। আমার নিজের পূণ্যের খাতায় যোগ হতে লাগলো সেই 'আমলের ফল, একই সাথে স্ট্যাটাসদাতার পূণ্যের খাতায়ও।

.

পরবর্তীতে আমার ১০০০ জন ফ্রেন্ডসদের একজন আমার লাইকের বদৌলতে স্ট্যাটাসটি দেখলেন, পড়লেন, লাইক দিলেন, 'আমলটি শিখলেন এবং পালন করা শুরু করলেন। তাঁর 'আমলের সুফল তাঁর নিজের পুণ্যের খাতায় লেখা হলো। লেখা হলো আমার পুণ্যের খাতায় এবং মূল লেখকের পূণ্যের খাতায়। চলতেই থাকবে পূণ্যের জোয়ার এবং কারো পূণ্যের কোন কম হবে না। কী অসাধারণ ব্যাপার !

.

ঠিক একইভাবে দ্বীন ইসলামের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কোন মন্দ স্ট্যাটাসে আমার ক্লিকের বদৌলতে মূল লেখক থেকে শুরু করে বিশাল এই চেইনের মধ্যের সবার পাপের খাতায় সেই কুফল যোগ হতে থাকবে। কী ভয়ংকর ব্যাপার !

.

.

এটি-ই সত্য যে, আমাদেরকে প্রত্যেকটি কাজের জন্য আমাদের মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে নিশ্চয়ই জবাবদিহি করতে হবে। যেই কাজটিকে আমরা নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করছি, সেই কাজটিরও সুফল বা কুফল এর ভার বহন করতে হবে আমাদের; সেটি 'সামান্য' ফেইসবুকের 'অতি সামান্য' লাইক হলেও। সেই লাইক স্ট্যাটাসদাতাকে খুশী করার জন্য দেন কিংবা পড়েই দেন বা না পড়েই দেন - হয়তো বিচারে কোন তারতম্য হবে না। আল্লাহু আ'লাম।

.

''আর 'আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে; তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবেঃ হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা! এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয় নি - সবই এতে রয়েছে। তারা

তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না।"

[সুরা আল-কাহফ, আয়াত ৪৯]

.

.

হয়তো "একটি মাত্র ক্লিক" এর মাধ্যমে লাভ করা কোন পুণ্য-ই সেদিন স্থির বা ব্যালেন্স অবস্থায় থাকা আমার পাল্লার ভার পূণ্যের দিকে ভারী করে দেবে। চিরস্থায়ী উৎকৃষ্ট জান্নাত আমার জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে।

.

কিংবা "একটি মাত্র ক্লিক" এর মাধ্যমে লাভ করা কোন পাপ সেদিন আমার স্থির পাল্লাকে পাপের দিকে ভারী করে দেবে। চিরস্থায়ী নিকৃষ্ট জাহান্নাম আমার জন্য বরাদ্দ হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ তা'আলা মাফ করুক।

____

.

পাঠককুল, বুঝতে পারছেন কি - "#একটি_মাত্র_ক্লিক" কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে আমাদের জন্য?

#দুনিয়ার_জন্য_রিযিক্ব এর চিন্তা-পেরেশানী সম্ভবত আমাদের মহান আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে রাখার অন্যতম মূল কারণ। চলুন, একটি ঘটনা পড়ে নেই আমরা। ৫ মিনিট লাগবে বড়োজোর। গল্পের মতোই পড়লেন না হয়।

.

আনুমানিক ২০০ হিজরীর দিকের ঘটনা। ইরাকের বসরা শহর। শহরের একজন বড় 'আলিম ছিলেন আবু সা'ঈদ 'আব্দুল মালিক ইবনু ক্বুরাইব আল-আসমা'ঈ আল বাহিলী। বিখ্যাত কবি ও ভাষাবিদও ছিলেন তিনি। ছিলেন খলীফা হারুনুর রশীদের দুই পুত্র আল-আমীন ও আল-মা'মুনের শিক্ষক। আল-'আসমা'ঈ নামেই পরিচিত ছিলেন তিনি।

.

আল-আসমা'ঈ একদিন বসরা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রাস্তায় এক বেদুঈনের সাথে দেখা। রুক্ষ ও কর্কশভাষী সেই বেদুঈন নাম-পরিচয় জানার পরে তাঁকে মহান আল্লাহর কালাম থেকে কিছু অংশ শুনানোর অনুরোধ করে। আল -আসমা'ঈ সূরা আয-যারিয়াত থেকে পড়া শুরু করে সূরার ২২ নাম্বার আয়াতে পৌঁছালেন-

"আর আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকা, আর যা তোমাদের ওয়াদা করা হয়েছে।"

.

বেদুঈন থামিয়ে দিলো তাঁকে।

- যথেষ্ট! এটি কি আল্লাহর কথা?

- জ্বী, এটি আল্লাহর কথা এবং মহান আল্লাহ এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর প্রতি নাযিল করেছেন।

.

স্তব্ধ হয়ে গেলো বেদুঈন। সে উঠে গিয়ে তার উটটি জবাই করলো এবং আল-আসমা'ঈর সহায়তায় উটের গোস্ত শহরের সব দরিদ্র মানুষদের দান করে দিলো। আর তারপর নিজের তরবারী এবং ধনুক ভেঙে ফেলে মরুভূমির পথে হাঁটা শুরু করলো। মুখে সূরা আয-যারিয়াতের সেই ২২ নম্বর আয়াত। সে বারবার এই আয়াতটি পড়তে পড়তে যাচ্ছিলো - "আর আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকা, আর যা তোমাদের ওয়াদা করা হয়েছে।"

.

বেদুঈনটি আয়াতটিকে মন থেকে উপলব্ধ করতে পেরেছিলো। সে বুঝতে পেরেছিল, যেই রিযিক্ব নিয়ে তার এতো চিন্তা-পেরেশানী, সেটি মহান আল্লাহর কাছেই রয়েছে। যেই রিযিক্বের খোঁজে উদয়াস্ত নিজেকে হয়রান করে ফেলছিলো সে, সেই রিযিক্ব তো পূর্ব নির্ধারিত। তাহলে এইভাবে তিলে-তিলে নিজেকে নিঃশেষ করার কী অর্থ থাকতে পারে?

.

এই পর্যায়ে আল-আসমা'ঈ আফসোস করতে লাগলেন - "হায় আফসোস! আমার ঈমান কেন এই বেদুঈনের মতো শক্ত না? এই আয়াত শুনে মহান আল্লাহর প্রতি যেই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হলো এই বেদুঈনের, মুখস্থ জানার পরেও আমার বিশ্বাস কেন এতো সুদৃঢ় হলো না?"

.

সুব'হানাল্লাহি ওয়া বি'হামদিহী! ঘটনাটি এখানেই শেষ না।

.

বেশ অনেক বছর পরের কথা। আল-আসমা'ঈ হাজ্জের সফরে গেছেন খলীফা হারুনুর রশীদের সাথে। হঠাৎ করেই নিজের নাম শুনতে পেলেন তিনি। কেউ একজন জোরে জোরে ডাকছে তাঁকে। আল-আসমা'ঈ পেছন ফিরে আবিষ্কার করলেন - সেই বেদুঈন তাঁকে ডাকছে। অনেক বছর পর আবার দেখা তার সাথে। চেহারায় সেই কাঠিন্য নেই, নেই ব্যবহারে সেই রুক্ষতা।

.

কুশল বিনিময়ের পর আল-আসমা'ঈকে বেদুঈন আবার অনুরোধ করলো আল-কুরআনুল কারীম থেকে আরো কিছু পড়ে শুনাতে। আল-আসমা'ঈ আবারো সেই সূরা আয-যারিয়াত থেকে পড়া শুরু করলেন এবং সেই ২২ নাম্বার আয়াতে পৌঁছালেন - "আর আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকা, আর যা তোমাদের ওয়াদা করা হয়েছে।"বেদুঈন তাঁকে বললো - "মহান আল্লাহ যা বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি এটিকে সত্য হিসেবেই পেয়েছি। আপনি পড়তে থাকুন আমার জন্য, আরেকটু পড়ুন।"

.

আল-আসমা'ঈ পরের অর্থাৎ ২৩ নাম্বার আয়াতটি পড়লেন -

"নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের পালনকর্তার শপথ, তোমাদের কথাবার্তার মতোই এটি (রিযিক্ব এর ওয়াদার বিষয়টি) নিশ্চিত সত্য।"

.

لحقٌّ - "লা হাক্ব" এর যেই লাম(ل), এই লাম হলো লাম আত-তাওক্বীদ, সুনিশ্চিতকরণ। প্রথমে মহান আল্লাহর শপথ ব্যবহার করে নিশ্চিত করা হয়েছে রিযিক্ব এর ওয়াদার বিষয়টি। মহান আল্লাহর শপথ-ই যেখানে যথেষ্ট, তারপরেও শপথের পাশাপাশি লাম আত-তাওক্বীদ ব্যবহার করে আরো বেশী সুনিশ্চিত করা হয়েছে বিষয়টি।

.

বেদুঈনটি হতবাক হয়ে পড়লো এবং ২৩ নাম্বার আয়াতটি তিলাওয়াত করলো। সে বিপুল বিস্ময় নিয়ে আল-আসমা'ঈকে জিজ্ঞেস করলো -

.

"কারা সেই নির্বোধ, যারা মহান আল্লাহর ওয়াদাকে অবিশ্বাস করেছিল, তাঁকে এতোটাই ক্রোধান্বিত করেছে - যার কারণে মহান আল্লাহকে (আল-জালীল, আল-কারীম, আল-ক্বাইয়ূম) নিজের নামে শপথ করতে হলো? কারা সেই অর্বাচীন?"

.

বেদুঈন আল-আসমা'ঈর সামনেই সূরা আয-যারিয়াতের ২৩ নাম্বার আয়াতটি তিলাওয়াত করতে থাকলো এবং ৩য় বার তিলাওয়াত করার সময়ে সেই স্থানেই মৃত্যুবরণ করলো! ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন। রা'হিমাহুমুল্লাহু তা'আলা।

.

এভাবেই একটি বা দুটিমাত্র আয়াত কোনো কোনো মানুষের জীবনের মোড়কে ১৮০ ডিগ্রী ঘুরিয়ে মহান আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়, সুব'হানাল্লাহিল 'আযীম।

.

ঘটনাটি ইমাম ক্বুরতুবী ও ইবনে ক্বুদামা (রাহিমাহুমাল্লাহ) সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

____

.

পাদটীকাঃ

(১) মাঝে মধ্যে এমন হয়, বক্তার একটি ছোট্ট কথা শ্রোতার মনে এতটাই গভীর রেখাপাত করে, যা বক্তার নিজের মনেও অতটা প্রভাব ফেলে না। আল-আসমা'ঈর বর্ণিত এই ঘটনা থেকেই আমরা দেখতে পাই এর প্রমান।

.

(২) আপনার ও আমার রিযিক্ব নিয়ে পেরেশানীতে পড়ার আসলে কোনো যৌক্তিক কারণই নেই যখন আমাদের রিযিক্ব পূর্ব নির্ধারিত এবং তা মহান আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। এক বিন্দু কমও পাবো না, এক বিন্দু বেশীও পাবো না। আমাদের চেষ্টাটুকু আমরা করবো।তবে এই নিয়ে "অতি মাত্রায়" দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হওয়া এবং হা-হতাশ করা প্রকারান্তরে মহান আল্লাহর ওয়াদার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না আনার নামান্তর বৈকি।

.

মহান আল্লাহ সহজ করুন আমাদের জন্য।

একটি দোকান খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।

.

আপনার আশেপাশে একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন। প্রায় নিশ্চিত করেই একটি দোকান খুঁজে পাবেন ইন-শা-আল্লাহ। "সাঁঝবেলা ষ্টোর", "বিদায়বেলা ষ্টোর", "শেষ যাত্রা", "আখিরাতের সদাই" টাইপের নাম হবে দোকানটির।

.

দিন-রাত ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে এই দোকান। কাফনের কাপড়, আতর, লোবান, কর্পূর, খাটিয়া, কাফনের বাক্স, কম দামী চা-পাতা, পলিথিন, কসকো মিনি সাবান, গামছা ইত্যাদি কিনতে পাওয়া যাবে দোকানটিতে।

.

পূর্ণ এক দিন অবসর নিন দৈনন্দিন কাজ বা পড়ালেখা থেকে। সকাল সকাল দোকানটির সামনে বসবেন। উঠবেন একদম রাত ১২ টার দিকে। যত্ন করে লক্ষ্য করুন "সদাইপাতি" কিনতে আসা মানুষগুলোকে। মনে চাইলে মাইয়্যাতের বয়স, ধনসম্পদ, মৃত্যুর কারণও জানতে চাইতে পারেন তাঁদের কাছে। প্রয়োজন মনে করলে এক টুকরো কাগজে লিখেও নিতে পারেন তথ্যগুলো।

.

ভাগ্য নিতান্ত ভালো হলে দোকানটির সাথে লাগোয়া একটি মাসজিদও পাবেন। সেখানে সালাত আদায় করুন সময় মতো। হয়তো কোন মাইয়্যাতের জানাযাতে শরীক হওয়ার তাওফীকও জুটে যেতে পারে।

.

দিনের সবশেষে জানাযা পড়ানো মাইয়্যাতের স্বজনদের সাথে শরীক হয়ে যান। কেউ মানা করবে না। কেউ জিজ্ঞেস করবে না কিছু। কবরস্থানে দাফনেও শরীক হন। দাফন শেষ হওয়ার পরে বাড়ী ফিরে আসুন।

.

বাড়ী ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে সারাদিনের কথা বলা মানুষদের কথা একটু ভাবুন। কাগজে কিংবা মগজে টুকে রাখা তথ্যগুলোর সাথে মিলিয়ে নিন। তারপর ঘুমিয়ে পড়ুন।

.

ভাইয়েরা, এই একটি কাজ করে দেখতে পারি আমরা।

.

আমাদের মধ্যে যাঁদের #দুনিয়াবী_ভালোবাসা প্রকট, অতিরিক্ত সহায়-সম্পত্তি প্রীতি ক্রমাগত বেড়েই চলছে যাঁদের, তাঁদের জন্য বড় উপকার হবে কাজটিতে ইন-শা-আল্লাহ।

.

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।

আমার অফিসের ওয়েস্ট বিন (ময়লার ঝুড়ি) এতদিন আমার বাম দিকে ছিল। যখনি কোনো ময়লা, ছেঁড়া কাগজ ফেলতে হতো, বাম দিকে ঝুঁকে সেই ঝুড়িতে ফেলে দিতাম।

.

গত ৩ দিন আগে অফিসের পিওন কোনো এক কারণে ঝুড়িটি সরিয়ে ডান দিকে রেখেছে। অদ্ভুত বিষয়, প্রতিবার যখনি কোনো ময়লা, ছেঁড়া কাগজ ফেলতে নেই, অটোমেটিক্যালি হাত ডান দিকে রাখা ঝুড়ির বদলে আগের ঝুড়ির জায়গা অর্থ্যাৎ বাম দিকে চলে যাচ্ছে। অবচেতন মনের কাজ।

.

মাত্র ৪/৫ মাসের অভ্যাস। বেশ কয়েকবার মনে মনে স্থির করেছি - ময়লার ঝুড়িটি আমার ডান দিকে এখন, বামে না। তারপরেও ভুল করে বামে ফেলতে নেই আমি।

.

অতি তুচ্ছ বিষয়। নিজের ওপরে নিজেই বিরক্ত হচ্ছিলাম। এই বিরক্তির মধ্যেই একটি কথা মাথায় এলো।

.

মাত্র ৪/৫ মাসের অভ্যাসের কারণে অবচেতন মনে যদি পুরনো অভ্যাসের দিকেই ফেরত যাই আমি, দীর্ঘ সময় মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকলে, নামায-রোযা-যিকির-শাহাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখলে, মৃত্যুর মতো ভয়ংকর সময়ে কিভাবে আমরা নিশ্চিত থাকি - মৃত্যুর আগে ঠিক ঠিক তাওবা করে শাহাদাত পড়ার পরম সৌভাগ্য আমাদের হবে?

#সরল_চিন্তা

যতবার-যখনি শাহাদাত উচ্চারণ করি, ততবার-তখনি একটি ভয় জেঁকে বসে অন্তরে।

.

মুনাফিক্বের কাতারে চলে গেলাম কিনা - সেই ভয়।

.

সুরা আল-মুনাফিক্বুন এর প্রথম আয়াতেই আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) বলেছেন (অর্থ),

“মুনাফিক্বরা আপনার কাছে এসে বলেঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিক্বরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।”

.

মদীনার মুনাফিক্বরাও আমার মতো শাহাদাত পাঠ করতো। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর সামনে তারা সাক্ষ্য দিতো আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) এঁর একত্বের। সাক্ষ্য দিতো রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর নবুওয়্যাতের বিষয়ে।

.

অথচ তাদের সাক্ষ্যের বিপরীতে আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) সাক্ষ্য দিচ্ছেন - “মুনাফিক্বরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।”

.

আল্লাহুম্মা ইন্নী আ’উযুবিকা মিনান নিফাক্ব।

হে আল্লাহ, #নিফাক্ব থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

পুরো বইমেলায় দুই হাত ভর্তি করে বই কিনেছেন। বেশ কিছু পড়েছেন। ধোঁয়া ওঠা কফিতে চুমুক দিতে দিতে কিছু বুক রিভিউও লিখেছেন। বাকী বইগুলোর কোনটি কবে পড়বেন - সেটিরও একটি খসড়া বানিয়েছেন। মা-শা-আল্লাহ।

.

.

শুধু সর্বোত্তম বানী, কালামুল্লাহ, আল-কুরআনুল কারীম বুঝে পড়ার সময় আজও হয়ে উঠলো না আপনার!

—

#আফসোস_হে_মিসকীন

১২৪ হিজরির ঈদুল আযহার দিনে কুফার অধিবাসীরা বিচিত্র এক ঘটনার সাক্ষী হয়। কুফায় বনু উমাইয়্যার নিয়োগকৃত প্রতিনিধি, খালিদ ইবনু আবদুল্লাহ আল-কাসরী ঈদের খুতবায় ঘোষণা করেন -

হে লোক সকল! আপনারা কুরবানী করুন, মহান আল্লাহ আপনাদের কুরবানী কবুল করে নিবেন। আমি জা'দ ইবনু দিরহামকে কুরবানী করছি। সে মনে করে, মহান আল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -কে খলীলরূপে গ্রহণ করেননি এবং মুসা আলাইহিস সালাম এর সাথে কথাও বলেননি। অথচ জা'দ যা বলছে মহান আল্লাহ তা থেকে অনেক ঊর্ধে।

কথা শেষ করে মিম্বারের গোড়াতেই জা'দ ইবনু দিরহামকে খালিদ যবেহ করেন!

.

জা'দ ইবন দিরহামের ব্যাপারে ইমাম ইবন কাসির রাহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্যের সারমর্ম হল:

জা'দ ইবনু দিরহাম হল প্রথম ব্যক্তি যে দাবি করেছিল ক্বুরআন সৃষ্ট। পরবর্তীতে মুতা'যিলাদের মাধ্যমে এই কুফরি আক্বিদা প্রসার পায়। জা'দের কাছ থেকে এই আক্বিদা গ্রহণ করে জাহমিয়্যাহ ফিরকার সূচনাকারী জাহম বিন সাফওয়ান। জাহম বিন সাফওয়ানের কাছ থেকে এই আক্বিদা গ্রহণ করে বিশর আল-মুরাইসি। আর বিশর আল মুরাইসির কাছ থেকে গ্রহণ করে আহমাদ ইবনু আবি দু'আদ।

.

জা'দ ইবনু দিরহামের আক্বিদাকে পপুলারাইয করে জাহম বিন সাফওয়ান। এবং জাহম বিন সাফওয়ানের প্রচারিত আক্বিদার বিভিন্ন দিক বিভিন্নভাবে মু'তাযিলাসহ ভ্রান্ত আকিদার নানা ফিরকার উত্থানে ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে আল্লাহ সুবহানাহু ও তা'আলার পবিত্র গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে বিভিন্ন ভ্রান্তির শেকড় খুঁজে পাওয়া যায় জাহম বিন সাফওয়ানের কাছে।

.

জাহম বিন সাফওয়ানের এ বিষাক্ত আক্বিদা কিভাবে গড়ে উঠেছিল? কোন থট প্রসেসের মাধ্যমে সে হাজার বছর ধরে উম্মাহকে তাড়া করে বেড়ানো এ ভ্রান্ত উপসংহারগুলোতে পৌছেছিল?

জাহমের পথভ্রষ্টতাঁর শুরুটা হয়েছিল নাস্তিকদের সাথে তর্ক থেকে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম আল-বুখারীসহ অন্যান্য আরো অনেকের বক্তব্য অনুযায়ী, সুমানিয়্যাহ নামের এক দল দার্শনিকদের সাথে ইসলামের পক্ষ নিয়ে বিতর্ক শুরু করে। সুমানিয়্যাহরা ছিল ভারত ও খুরাসানের দিকের একটা সেক্ট, যারা বিশ্বাসের দিক থেকে ন্যাচারালিস্ট (naturalist) ছিল।

.

সুমানিয়্যাহদের সাথে জাহমের তর্কের ভিত্তি ছিল কালাম। রেটোরিক, লজিক। এ ধরণের তর্কের একটা উদাহরণ দেখা যাক। সুমানিয়্যাহরা জাহমকে প্রশ্ন করলো -

.

তুমি দাবি করো ইলাহ আছে?

-হ্যা

তুমি কি সরাসরি তোমার ইলাহকে দেখোছো?

-না

তাঁর কথা শুনেছো?

-না

কোন ঘ্রাণ পেয়েছো?

-না

কখনো তাঁকে স্পর্শ করেছো?

-না

কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাঁর উপস্থিতির প্রমান পেয়েছো?

-না

তার মানে তুমি আসলে জানো না যে সে ইলাহ?

...

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যাকে অনুভব করা যায় না, তার কি আসলেই অস্তিত্ব আছে?

.

জাহম কোন জবাব দিতে পারলো না। এ কথোপকথনের পর চল্লিশ দিন সে সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকলো, কারণ সে বুঝতে পারছিল না সে আসলে কোন সত্ত্বার ইবাদাত করছে। তারপর একটা যুতসই উত্তর খুঁজে বের করলো। কিন্তু দেখা গেল এ উত্তরকে যুক্তির মাপকাঠিতে টিকিয়ে রাখতে হলে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার পবিত্র নাম ও গুণাবলীসমূহকে অস্বীকার করতে হচ্ছে। নিজের যুক্তির

দার্শনিক ও যৌক্তিক সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য সে তাই করলো। এভাবে সে কুরআন সৃষ্ট হবার বিশ্বাসও গ্রহণ করলো, কিংবা বলা যায় করতে বাধ্য হল।

.

পুরো ব্যাপারটার শুরু কোথা থেকে?

অনেক আলিমগণের মতে, জাহম বিন সাফওয়ানের ফিকহের ব্যাপারে জ্ঞান ছিল, এছাড়া ইলমুল কালামেও তার দক্ষতা ছিল। কিন্তু আকিদার মজবুত ভিত্তি, শরীয়াহর দলিল, দলিলের সঠিক ব্যাখ্যা এবং সালাফ আস-সালেহিনের আসারের ব্যাপারে পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়া নাস্তিকদের ঠিক করা কাঠামোর ভেতরে ঢুকে তাদের সাথে বিতর্কে যাবার কারণে সে নিজে বিভ্রান্ত হয়েছিল, এবং পরবর্তী যুগ যুগ ধরে তার এসব বিভ্রান্তি উম্মাহর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফিরকা ও ফিতনার জন্ম দিল, যার প্রভাব আজো চলছে। যতোটুকু বোঝা যায়, জাহমের প্রাথমিক নিয়্যাতও ভালো ছিল। তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সে ইসলামকে ডিফেন্ড করতো, নাস্তিকদের প্রশ্নের জবাব দিতো। আপাতদৃষ্টিতে প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু মৌলিক কিছু ভুলের কারণে এ কাজটাই উম্মাহর জন্য মারাত্মক এক ফিতনা হয়ে দেখা দিল।

.

.

২.

জাহমিয়্যাহ, মু’তাযিলাদের সময়ে কাফিরদের সাথে তর্কের মূল বিষয় ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলী ইত্যাদি নিয়ে। তাই এ বিতর্ক থেকে জন্ম নেয়া বিচ্যুতিগুলো ছিল মূলত আক্বিদার এ বিষয়গুলো নিয়ে। আমাদের সময়েও নাস্তিকদের সাথে অনেক তর্ক হয়। বেশ ক’বছর যারা ইসলাম নিয়ে লেখালেখি করেন তাদের কাছে এটা কাজের বেশ জনপ্রিয় একটা এরিয়াও।

আমাদের সময়ের নাস্তিকরাও, আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে, 'স্রষ্টা এমন না হয়ে অমন না কেন?' - এধরনের প্রশ্নও করে। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন আমাদের সময় কাফিরদের দ্বন্দ্বের মূল বিষয় আল্লাহর অস্তিত্ব না।

'আল্লাহ আছেন' -অ্যামেরিকা বলেন, ইন্ডিয়া বলেন, চায়না বলেন, ইউ এন বলেন - বৈশ্বিক কুফর ব্যবস্থা এ বিশ্বাস মেনে নিতে রাজি আছে। কিন্তু আল্লাহ যেভাবে বলেছেন সেভাবে জীবন চালাতে হবে, সমাজ চালাতে হবে, শাসন চালাতে হবে - এটা মেনে নিতে তারা রাজি না। ব্যাক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে ইসলামী শারীয়াহ যেসব বিধিবিধান ঠিক করে দেয়, বুঝে- না বুঝে ভোগবাদের অনুসরণে ব্যস্ত আজকের পৃথিবী সেটা মানতে রাজি না। সামাজিক আচারআচরণ ইসলামী শারীয়াহ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে, সংস্কৃতি কিংবা ট্র্যাডিশানের ভিত্তিতে না - আজকের সমাজ এটা মানতে নারাজ। মুসলিমদের সমাজই এটা মানতে চায় না। আল্লাহর যমীনের আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন করতেই হবে - এ কথাটা কারো পক্ষে আজ মেনে নেয়া সম্ভব না।

.

তাই আজ দ্বন্দ্বটা 'আল্লাহ আছেন কি না?' সেই প্রশ্ন নিয়ে না। দ্বন্দ্ব হল 'আল্লাহর শাসনের সীমানা কতোদূর?' তা নিয়ে। একারণেই আপনি দেখবেন ইসলামের ঐ বিষয়গুলো নিয়ে কাফিররা সবচেয়ে বেশি আক্রমন করে যেগুলো বর্তমান ভোগবাদী, লিবারেল ওয়ার্ল্ডভিউ এর সাথে সাংঘর্ষিক। সেটা হতে পারে নিকাবের আদেশ, স্বামীর আনুগত্য, মহিলাদের ঘরে থাকা, মুরতাদ হত্যার বিধান, কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহন না করা, কুফর ও শিরকের অনুসারীদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা, জিহাদ, আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অবমাননাকারীর শাস্তি ইত্যাদি।

.

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয়টা হল প্রতিনিয়ত একটা সেক্যুলার ও পুঁজিবাদী কাঠামোর ভেতরে থাকার কারণে, আমরা মোটামুটি সবাই কাফিরদের এ দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে ডিফল্ট হিসেবে নিয়েছি। কাফিরদের ঠিক করা মানবতা, শান্তি, অধিকার - ইত্যাদির সংজ্ঞা ও কাঠামোগুলো আমরা মেনে নিয়েছি। তারপর চেষ্টা করছি এ কাঠামোগুলোর ভেতরে ইসলামের বিভিন্ন বিধানকে খাপ খাওয়াতে। স্বাভাবিকভাবেই যখন পারছি না তখন আমরা এ বিধানগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করছি।

.

পুরো ব্যাপারটার সাথে জাহম বিন সাফওয়ানদের সিচুয়েইশানের অদ্ভূত মিল আছে। জাহমদের প্রথম ভুল ছিল অ্যারিস্টটোলিয়ান লজিকের প্রাথমিক মূলনীতিকে গুলো মেনে নিয়ে তর্কে ঢোকা। তাদের দ্বিতীয় ভুল ছিল, আক্বিদা, নুসুস ও আসারের শক্ত জ্ঞান ছাড়াই বিতর্ক করা। তাদের তৃতীয় ভুল ছিল, তর্কে আটকে যাবার পর সেই তর্ক ছেড়ে না দিয়ে তর্কে জেতার জন্য নিজেদের বানানো নতুন নতুন যুক্তি নিয়ে আসা। চতুর্থ ভুল ছিল, সালাফ আস সালেহিনের অবস্থানের সাথে এসব যুক্তির অসামঞ্জস্য তাদের কাছে তুলে ধরার পর তাওবাহ না করে নিজেদের ভুলের ওপর পারসিস্ট করা। নিজের ইগো, আত্মমর্যাদার মিসপ্লেইসড ধারণা, ‘মানুষ কী বলবে?’ ইত্যাদির কারণে ভুল স্বীকার না করা। আজ হুবহু এ ব্যাপারটাই হচ্ছে।

.

ইসলামের সঠিক বুঝ ছাড়াই আমরা ইসলামকে ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছি। সেটা করছে যাচ্ছি কাফিরদের মানবতা, অধিকার, স্বাধীনতা - ইত্যাদিকে সঠিক ধরে নিয়ে। তারপর ইসলামকে মানবিক, আধুনিক, সহজ, শান্তিপ্রিয় প্রমাণের জন্য, কাফিরদের কাছে নিজেদের ‘সভ্য’ আর ‘অ-সন্ত্রাসী’ প্রমাণের জন্য এমনভাবে কুরআন এ হাদীসকে ব্যাখ্যা করছি যেসব ব্যাখ্যা পুরোপুরি বাতিল। আর যখন ভুলগুলো ধরিয়ে

দেয়া হচ্ছে তখন আমরা ভুল স্বীকার করছি না। বরং নিজেরা আবোলতাবোল ব্যাখ্যা দিচ্ছি।

.

দুটো পথ, দুটো ট্র্যাজেক্টরি - প্রায় হুবহু এক। যদিও মাত্রার ভিন্নতা আছে। দেখুন যেমনটা আগেই বললাম, জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের অনেকের প্রাথমিক ইন্টেনশন ভালো ছিল কিংবা বলা যায় আন্তরিক ছিল। এটা আহলুস সুন্নাহর অনেকেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু আন্তরিক হওয়া এবং ভালো নিয়্যাত থাকা যথেষ্ট না। বিশেষ করে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কথা বলার ক্ষেত্রে। শারীয়াহর বিধান, হাদীসের বক্তব্য কিংবা কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যা করা কোন ডু-ইট-ইওরসেলফ প্রজেক্ট না, যেটা আমরা সবাই ইচ্ছেমতো করতে পারবো। প্রায় প্রত্যেকটা বাতিল ফিরকা কোন না কোন আন্তরিক লোকের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল। এ বিষয়গুলোর মধ্যে এমন অনেক অর্থ ও তাৎপর্যের এমন অনেক পর্যায় আছে, যার সবকিছু হয়তো আমাদের কাছে পরিস্কার না। আল্লাহর সব হুকুমের পেছনের হিকমাহ আমরা জানবো বা আমাদের জানাতে হবে - এমন কোন কিছু ইসলাম বলে না। এবং এসব বিষয়ে সূক্ষ কোন ভুলও এক সময় ভয়ঙ্কর বিচ্যুতিতে পরিণত হতে পারে, কারন ইবলিস অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের দিক দিয়ে আপনার-আমার চেয়ে অনেক আগানো। আমাদের দুর্বলতা কোথায়, আমাদের মনের অসুখগুলো কিভাবে কাজে লাগাতে হয় সেটা সে খুব ভালোভাবেই জানে।

কাজেই কয়েকটি বিষয় মনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ -

.

১) আক্বিদা ও শারীয়াহর বিধিবিধানের ব্যাপারে বুঝ ও দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র সালাফ আস-সালেহিন ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর ইমামগণের কাছ থেকে নেয়া।

২) তর্কে জেতার চেয়ে আকিদা ও দ্বীন হেফাযত করা লক্ষ কোটি গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নাস্তিকদের প্রশ্নের জবাব দেয়া যতোটুকু গুরুত্বপূর্ন তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল ভুল ব্যাখ্যার হাত থেকে ইসলামকে রক্ষা করা।

৩) ইসলামকে বুঝতে হবে দলিলের ভিত্তিতে। যুক্তি, বিজ্ঞান, ইন্দ্রিয়ানুভূতি - সব কিছু ওয়াহির অনুগামী হবে, উল্টোটা না। আল্লাহ ও রাসূল ﷺ যা বলেছেন তাই সঠিক। কোন যুক্তি ছাড়া, কোন প্রমাণ ছাড়া। যদি আমার চোখ, কান, বা আকল (বুদ্ধি/যুক্তি) এক কথার সাক্ষ্য দেয়, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ উল্টোটা বলেন তাহলে আমার চোখ, আমার কান, আমার আকল মিথ্যা বলছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সত্য বলছেন - এটা বিশ্বাস করতে হবে। আসলেই বিশ্বাস করতে হবে।

৪) ইসলামকে 'দুনিয়াসম্মত'/দুনিয়া-কমপ্লায়েন্ট করা আমাদের কাজ না। আমাদের কাজ দুনিয়াকে ইসলামী অনুযায়ী বদলানোর চেষ্টা করা।

৫) আল্লাহর ব্যাপারে, তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান ছাড়া কথা না বলা। এটা অনেক মারাত্মক একটা গুনাহ। এবং এটা চরম বিপর্যয়ের পথ খুলে দেয়।

.

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ তাঁর ব্যাপারে ধারণাপ্রসূত, অজ্ঞতাপ্রসূত কথা বলতে নিষেধ করেছেন। আর এটি সবচেয়ে গুরুতর

নিষেধাজ্ঞাগুলোর অন্যতম। ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ একে সর্বনিকৃষ্ট গুনাহর একটি হিসেবে গণ্য করতেন।

'আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা কেবল অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জানো না।' (তরজমা, সূরা আরাফ, ৩৩)

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল গুনাহকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ফেলেছেন। এই আয়াতে তিনি চার শ্রেণির গুনাহর কথা বলেছেন। প্রথমে বলেছেন ফাওয়াহিশের (কবীরা গুনাহ, যেমন যিনা ও ব্যভিচার) কথা, তারপর যুলুম, তারপর শিরক আর তারপর বলেছেন সর্বনিকৃষ্ট মাত্রার গুনাহর কথা-না জেনে আল্লাহর ব্যাপারে কথা বলা, না জেনে তাঁর ব্যাপারে কিছু আরোপ করা। আল্লাহ শুরু করেছেন সবচেয়ে কমমাত্রার গুনাহ দিয়ে আর শেষ করেছেন সবচেয়ে নিকৃষ্টমাত্রার গুনাহর কথা বলে।

.

আল্লাহর দ্বীনের জন্য কাজ করা অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু সেটা নিজেদের বুঝ, খেয়ালখুশি, আবেগ কিংবা পছন্দ অনুযায়ী করলে হবে না। সুনির্দিষ্ট নিয়মের ভেতরে থেকেই করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সবাইকে বোঝার ও মানার তাউফিক দান করুন। আমীন।

কত কিছুই না মুখস্থ করেছি আমরা, এখনো করি। এই ছোট্ট দু'আটি মুখস্থ করতে খুব বেশী সময় বোধকরি লাগবে না আমাদের ইন-শা-আল্লাহ। ওয়ামা তাওফিক্বী ইল্লা বিল্লাহ।

———

রাসূলুল্লাহ ﷺ দুয়া করতেন,

اللهمّ أحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ

উচ্চারণঃ "আল্লাহুম্মা আ'হসিন 'আক্বিবাতানা ফিল উমূরি কুল্লিহা, ওয়া আজিরনা মিন খিযইদ দুনইয়া ওয়া 'আযাবিল আখিরাহ"

অনুবাদঃ "হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতিটি বিষয়ে আপনি শুভ পরিণতি দান করুন এবং দুনিয়াবী লাঞ্ছনা ও আখেরাতের আযাব থেকে মুক্তি দান করুন।"

ইমাম আহমাদ ও ইমাম তাবরানি (রাহিমাহুমাল্লাহ) আরো বর্ণনা করেছেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ كَانَ ذَلِكَ دُعَاءَهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ الْبَلَاءُ

"যে ব্যক্তি এই দুয়ার ইহতিমাম করবে অর্থাৎ নিয়মিত পড়বে, (দুনিয়াবী লাঞ্ছনাকর) বালা মুসিবাতে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তাকে মৃত্যু দান করবেন"

সনদ- ইমাম আহমাদের সূত্রে বর্ণিত হাদীছে রাওয়ীগণ বিশ্বস্ত

[মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/১৮১]

আল্লাহুল মুওয়াফফিক্ব।

—————

Naseehah থেকে সংগৃহীত

এক মুহূর্তের নিশ্চয়তা নেই যেই জীবনের, সেই জীবন নিয়েই কত বিভোর আমরা!

———

“প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। … …আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়।”

[আলে ইমরান, ১৮৫]

#জনৈক_ভাইঃ একটার পর একটা বিপদ। চলতেই আছে, একটা কাটায়ে উঠতে না উঠতেই আরেকটা। ধীরে ধীরে সব কিছুর উপরেই বিশ্বাস উঠে যাচ্ছে...

.

#আমাদের_মোল্লা_ভাইঃ একটার পর একটা বিপদ, আল'হামদুলিল্লাহ। বিশ্বাস বাড়ছে ধীরে ধীরে, ইন-শা-আল্লাহ...

.

“মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে - আমরা বিশ্বাস করি, এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?

(সুরা আল-'আনকাবুত, আয়াত ২)

#একটি_ছোট্ট_প্রশ্নঃ

এমন একটিমাত্র ‘আমল কি আপনার আছে, যে ‘আমলটির বিষয়ে শুধুমাত্র, শুধুমাত্র আপনি ও আপনার রাব্ব জানেন?

———

.

উত্তর “হ্যাঁ” হলে আপনি আমাদের অনেকের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেলেন। আল’হামদুলিল্লাহ। এখন এই ‘আমলগুলোর সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ানোর পালা আপনার।

.

আর উত্তর “না” হলে আজ, এই মুহূর্ত থেকে একটি করে ‘আমল শুরু করতে পারি আমরা - যেই ‘আমলের বিষয়ে বিশ্বচরাচরের কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না; একমাত্র আমাদের রাব্ব ছাড়া।

.

ওয়ামা তাওফিক্বী ইল্লা বিল্লাহ।

——

#নাসীহাহ

প্রসংগঃ তথাকথিত বিশ্ব ভালোবাসা দিবস - দ্বীন ইসলাম কি বলে।

.

পূর্বকথাঃ সবচেয়ে বড় কষ্টের বিষয় হলো, প্রতি বছর এই "বিশেষ দিনগুলো"র আগে এই পোষ্টগুলো শেয়ার করি আমরা অনেকেই। বিশেষ লাভ হয় না তাতে। অনেক ভাইবোন প্রথম লাইন দেখেই স্কিপ করবেন।

.

তারপরেও দাওয়াহর কাজ চালু রাখতে হবে। পাঠককুল এর কাছে অনুরোধ - নিজের ঘর থেকেই শুরু করুন বুঝানো। একদিন আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ। যতো দ্রুত, ততোই মঙ্গল।

.

বিশ্ব ভালোবাসা দিবস-এর ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা" সহ আরো বহু রেফারেন্স থেকে জানা যায়, “রোমান এক খ্রিস্টান পাদ্রি সেন্ট ভ্যালেন্টাইন। চিকিৎসা বিদ্যায় সে ছিলো অভিজ্ঞ। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অভিযোগে ২৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমের সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াসের আদেশে ভ্যালেন্টাইনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। সে যখন বন্দি ছিলো তখন তরুণ-তরুণীরা তাকে ভালবাসা জানিয়ে জেলখানায় জানালা দিয়ে চিঠি ছুড়ে দিতো। বন্দি অবস্থাতেই সেন্ট ভ্যালেন্টাইন জেলারের অন্ধ মেয়ের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়ার চিকিৎসা করে। মেয়েটির সঙ্গে তার

সম্পর্ক গড়ে উঠে। মৃত্যুর আগে মেয়েটিকে লেখা এক চিঠিতে সে লিখে যে, “ফ্রম ইউর ভ্যালেন্টাইন।”

.

অনেকের মতে, সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের নামানুসারেই পোপ প্রথম জুলিয়াস ৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে ১৪ ফেব্রুয়ারিকে ‘সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে’ হিসেবে ঘোষণা দেয়। ইতিহাস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তথাকথিত ভালোবাসা দিবস কখনোই এদেশীয় সংস্কৃতির অংশ ছিলো না। আর মুসলমানদের তো নয়ই।

.

বর্তমান অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে স্যাটেলাইটের কল্যাণে মুসলিম সমাজ পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণ করছে। নিজেদের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্যকে ভুলে গিয়ে, ধর্মীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে তারা আজকে প্রগতিশীল হওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে তাদের কর্মকান্ডে মুসলিম জাতির উঁচু শির নত হচ্ছে। অথচ এটা বহুপূর্বে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করে গেছেন।

.

আবু আকিদ (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) খায়বার যাত্রায় মূর্তিপূজকদের একটি গাছ অতিক্রম করলেন। তাদের নিকট যে গাছটির নাম ছিল ‘জাতু আনওয়াত’। এর উপর তীর টানিয়ে রাখা হতো। এ দেখে কতক সাহাবী রাসূল (সাঃ)-কে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের জন্যও এমন একটি ‘জাতু আনওয়াত’ নির্ধারণ করে দিন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, "সুবহানাল্লাহ, এ তো মূসা (আঃ)-এর জাতির মত কথা। আমাদের জন্য একজন প্রভু তৈরি করে দিন, তাদের প্রভুর ন্যায়। আমি নিশ্চিত, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা পূর্ববর্তীদের আচার-অনুষ্ঠানের অন্ধানুকরণ করবে"।

[জামে' আত-তিরমিযী, হাদীস ৫৪০৮; সহীহ]

.

অন্য হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই একজন বলে গণ্য হবে’।

[সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস ৪০৩১, মুসনাদে আহমাদ, ২/৫০; সহীহ]

.

মানুষের অন্তর যদিও অনুকরণপ্রিয়, তবুও মনে রাখতে হবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ বিচারে এটি গর্হিত, নিন্দিত। বিশেষ করে অনুকরণীয় বিষয় যদি হয় আক্বীদা, ইবাদত, ধর্মীয় আলামত বিরোধী, আর অনুকরণীয় ব্যক্তি যদি হয় বিধর্মী, বিজাতী। দুর্ভাগ্য যে, মুসলমানরা ক্রমশ ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসে দুর্বল হয়ে আসছে এবং বিজাতীদের অনুকরণ ক্রমান্বয়ে বেশি বেশি আরম্ভ করছে। যার অন্যতম ১৪ ফেব্রুয়ারী বা ভালোবাসা দিবস। মুসলমানদের জন্য এসব দিবস পালন জঘন্য অপরাধ।

.

ইবনুল ক্বাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "কাফিরদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাদের শুভেচ্ছা জানানো একটি কুফরী কাজ। কারো দ্বিমত নেই এতে। যেমন তাদের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে ‘শুভেচ্ছা’ বলা, শুভ কামনা জানানো। এগুলো কুফরী বাক্য না হলেও ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে হারাম। কারণ এর অর্থ হলো, একজন

লোক ক্রুশ, মূর্তি ইত্যাদিকে সিজদা করছে, আর আপনি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। এটা একজন মদ্যপ ও হত্যাকারীকে শুভেচ্ছা জানানোর চেয়েও জঘন্য।"

.

অনেক ভাইবোন অবচেতনভাবেই এ সকল অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে, অথচ তারা জানেও না, কত বড় অপরাধ তারা করে যাচ্ছে। শিরক ও কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, ধন্যবাদ দিচ্ছে। এভাবে আল্লাহর শাস্তিতে নিপতিত হচ্ছে।

.

মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ছেদন হচ্ছে আমাদের পথিকৃৎ সাহাবা, নেককার পূর্ব পুরুষদের একটি বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যারাই বিশ্বাস করে, 'আল্লা-হ এক, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ তাঁর রাসুল' - তাঁদের উচিত ও কর্তব্য, মুসলমানদের মুহাববত করা, কাফিরদের ঘৃণা করা, তাদের সাথে বৈরিভাব পোষণ করা, তাদের আচার-অনুষ্ঠান প্রত্যাখ্যান করা। এতেই আমরা নিরাপদ, এখানেই আমাদের কল্যাণ, অন্যথা সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

.

কেউ কেউ হয়তো বলবে, আমরা তাদের আক্বীদা বিশ্বাস গ্রহণ করি না, শুধু আপোষে মুহাববত, ভালোবাসা তৈরি করার নিমিত্তে এ দিনটি পালন করি। অথচ এর মাধ্যমে সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায়, ব্যভিচার প্রসার লাভ করে। একজন সতী-সাধ্বী পবিত্র মুসলিম নারী বা পুরুষ এ ধরনের নোংরামির সাথে কখনো জড়িত হতে পারে না।

.

এ দিনটি উদযাপন কোন স্বভাব সিদ্ধ ও স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বরং একজন ছেলেকে একজন মেয়ের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেয়ার পাশ্চাত্য কালচার

আমদানীকরণ। আমরা জানি, তারা সমাজকে চারিত্রিক পদস্খলন ও বিপর্যয় হতে রক্ষা করার জন্য কোন নিয়ম-নীতির ধার ধারে না। যার কুৎসিত চেহারা আজ আমাদের সামনে স্পষ্ট। তাদের অশালীন কালচারের বিপরীতে আমাদের অনেক সুষ্ঠু-শালীন আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে।

.

মুসলিম সমাজে এক সময় নীতি-নৈতিকতার মূল্য ছিল সীমাহীন। লজ্জাশীলতা ও শুদ্ধতা ছিল এ সমাজের অলংকার। কোন অপরিচিত মেয়ের সাথে রাস্তায় বের হবার চেয়ে পিঠে বিশাল ভার বহন করা একটা ছেলের জন্য ছিল অধিকতর সহজ। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে তা চিন্তা করারও অবকাশ ছিল না। অথচ সেই অবস্থা থেকে আজ আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি! এটা হচ্ছে ‘ভ্যালেন্টাইনস ডে’-র মত অশ্লীলতার কুফল। এসবের দ্বারা সরল, পুণ্যবান, নিষ্কলঙ্ক মানুষ বিপথগামী হচ্ছে।

.

আমেরিকা ও ইউরোপ এর লোকজন একই উৎসবে মেতে উঠতে পারে। কারণ তারা এক জাত, এক সভ্যতা, এক সংস্কৃতি, এক ধর্ম এবং একই ধারার লোক। এক দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাই আনন্দ-বেদনার অনুভূতি সর্বত্র অভিন্ন। কিন্তু আমাদের দেহ পৃথক, ওদের চেয়ে আমরা পৃথক প্রায় সব ক্ষেত্রে। তথাপি কেন আমরা নাচি যখন তারা ডুগডুগি বাজায় নিজেদের জন্য। বিলাতের ভ্যালেন্টাইন ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে মুসলিমরাও যদি একইভাবে এ দিবসটি পালন করে, তাহলে তাদের ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য থাকল কোথায়? আমরা মুসলিম। ভ্যালেন্টাইন আমাদের নয়, ওদের- এ জ্ঞানটুকুও নেই, এটাই আজ আমাদের জন্য বড় ট্রাজেডি!

.

.

অতএব যেকোন মূল্যে এসমস্ত #অপসংস্কৃতি থেকে বেঁচে থাকা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। মহান আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দান করুন।

আমীন।

#বিষাক্ত_তীর (প্রথম পর্ব)

.

অথচ শুরুটা ছিল সাধারণ এক বিষয় থেকে- এক পলক তাকানো।

যুগে যুগে কত আবিদ আল্লাহওয়ালা লোকদের পদস্খলন হলো, কতো বুকে দাউ দাউ আগুন জ্বললো, কত ঘর তছনছ হয়ে গেল, কতো আকাশ মিতুর জন্ম হল, ভাই ভাইয়ের বুকে ছুরি বসালো, কত রাজা সিংহাসন হারিয়ে ফেললো, ছারখার হয়ে গেল কতো নগর বন্দর শহর গ্রাম! সভ্যতা!

.

চোখের অবাধ্য দৃষ্টি। আদম সন্তানের সাথে শয়তানের চিরন্তন যুদ্ধের মারাত্মক কার্যকরী এক অস্ত্র। বিষাক্ত অব্যর্থ তীর। এর কোনো তুলনা হয়না। একদম প্রাণঘাতী। আল্লাহ'র (সুবঃ) শত নিষেধ সত্ত্বেও আমরা এ বিষয়টিকে একদমই পাত্তা দেইনা। গুরুত্বই দেই না। 'তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি একি মোর অপরাধ'- এই হল অবাধ্য দৃষ্টির ব্যাপারে আমাদের মনোভাব। ফলাফল কি হাতে নাতে পাইনি? চারিদিকে আজ ভাঙনের সুর। পতনের আওয়াজ পাওয়া যায় অষ্টপ্রহর। আমাদের ঘরগুলোতে আগুন জ্বলছে, ছেলেমেয়ে রেখে মা পরপুরুষের প্রেমে ঘর ছাড়ছে, জাস্ট ফ্রেন্ডদের হাতে বোন ধর্ষিত হয়ে ঘরে ফিরছে, বাবা অফিসের কলিগের সাথে ডেটিং করছে, ভাই মেলা,কনসার্ট আর বাসের ভীড়ে মেয়েদের গায়ে হাত দিয়ে সুখ খুঁজছে, নিকটাত্মীয়াদের ভেবে ভেবে হস্তমৈথুন করছে, পর্নসাইটে রাতভর পড়ে থাকছে।

.

ধর্ষণ, পরকীয়া,আত্মহত্যা, জিনা ব্যাভিচার, গর্ভপাত,খুনোখুনি, পর্ন, হস্তমৈথুন আসক্তিসহ আমাদের অনেক অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত, জীবন অনেক

সুন্দর আনন্দময় হয়ে যেত যদি আমরা চোখের হেফাযত করতে পারতাম। যদি সতর্ক হতাম অবাধ্য দৃষ্টির ব্যাপারে। যদি শয়াতানের ফাঁদগুলো চিনতাম। যদি শয়তানের তীরগুলোর বিরুদ্ধে কুরআন সুন্নাহর নির্দেশিত পথে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতাম।

আফসোস! এ ব্যাপারে আমরা বড়ই উদাসীন।

.

শাইখ ফাইয মুহাম্মাদের Forbidden Gaze সিরিজের অনুকরণে লস্টমডেস্টি টিম এবারে নিয়ে এসেছে অডিও লেকচার সিরিজ - বিষাক্ত তীর। ইনশা আল্লাহ এই সিরিজে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হবে সুচতুর অভিশপ্ত শয়তানের পাতা ফাঁদ নিয়ে। বোঝানো হবে সেই ফাঁদ কতোটা ভয়াবহ। সবশেষে আলোচনা করা হবে ফাঁদ থেকে মুক্তি পাবার উপায় নিয়ে। ইনশা আল্লাহ!

.

আজ প্রকাশিত হচ্ছে বিষাক্ত তীর সিরিজের প্রথম পর্ব।

শোনার আমন্ত্রণ রইলো।

লিংক ১- http://tinyurl.com/yyxp7gqm

লিংক ২- http://tinyurl.com/y4xlweh9

শুধু ডাউনলোড করতে- http://tinyurl.com/y4ueowaf

#LostModesty

#মুক্ত_বাতাসের_খোঁজে

জুনায়েদ সাহেব সমাজের প্রতিষ্ঠিত ধনীদের মধ্যে একজন।

.

প্রচুর অর্থসম্পত্তি আর বিশাল প্রতিপত্তির অধিকারী জুনায়েদ সাহেবের মনে একটি মাত্র দুঃখ। তাঁর একমাত্র মেয়ে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। বয়স বিশের কোঠা পার হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিচার-বুদ্ধি পাঁচ বছরের বাচ্চার মতো।

.

সেদিন বাসার সবাই বাইরে গেছে বিয়ের দাওয়াতে। প্রাসাদসম পুরো বাসায় তিনি আর তাঁর মেয়ে। জুনায়েদ সাহেবের হঠাত চায়ের তেষ্টা পেল খুব। কী মনে করে হঠাৎ মেয়েকে ডেকে এক কাপ চা বানিয়ে দেবার অনুরোধ করলেন তিনি। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মেয়ে আদৌ চা বানাতে পারবে কি না- ঘোরতর সন্দেহে আছেন জুনায়েদ সাহেব। তারপরেও মেয়ে তার বাবার জন্য এক কাপ চা বানাতে পারে কি না - দেখতে চাইলেন তিনি।

.

দীর্ঘ সময় পরে মেয়ে চা নিয়ে রুমে ঢুকলো। জুনায়েদ সাহেব চায়ে চুমুক দিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। এত চমৎকার চা শেষ কবে খেয়েছেন, মনে করতে পারলেন না তিনি। বিস্ময় নিয়ে মেয়ের কাছে জিজ্ঞেস করলেন- কিভাবে এত চমৎকার চা বানাতে পারল সে! মেয়ের উত্তর শুনে রীতিমত জ্ঞান হারানোর অবস্থা জুনায়েদ সাহেবের!

.

দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে দেখেন ফ্লোরের ওপরে টাকার বান্ডিল স্তূপ হয়ে আছে। পাশেই দাউদাউ করে জ্বলছে তাঁর কষ্টে অর্জিত টাকা!

.

তাঁর ‘বোকা’ মেয়ে চুলায় আগুন না জ্বালাতে পেরে প্রথমে আলমারি থেকে টাকার বান্ডিল এনে জড়ো করেছে রান্না ঘরে। তারপরে স্তূপ করা টাকায় আগুন ধরিয়ে সেই আগুনে বাবার জন্য চা বানিয়েছে।

.

বেঁচে যাওয়া টাকা রুমে এনে গুনতে বসলেন জুনায়েদ সাহেব। তাঁর প্রতিবন্ধী মেয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ আশি হাজার টাকা আগুনে পুড়িয়ে সামান্য এক কাপ চা বানিয়েছে বাবার জন্য। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে চোখে পানি এসে গেল তাঁর। এত বোকা কেন তাঁর মেয়েটি!

———

.

সত্যি, ভীষণ রকমের বোকা আমাদের জুনায়েদ সাহেবের মেয়েটি। সামান্য এক কাপ চা বানাতে গিয়ে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মেয়েটি পাঁচ লক্ষ আশি হাজার টাকা আগুনে পোড়াল।

.

এবার তাহলে বলুন, এই পৃথিবীর #ক্ষনস্থায়ী_জীবনের জন্য আমরা যারা পরকালের 'অমূল্য' এবং 'চিরস্থায়ী' জীবনকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলছি (প্রকারান্তরে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করছি), তারা কী?

.

.

আমরাও কি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী নই?

কে বেশি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী?

জুনায়েদ সাহেবের প্রতিবন্ধী মেয়ে?

না কি আমরা??

এক #চৌকস বালক তার ততোধিক চৌকস কুরআন শিক্ষককে জিজ্ঞেস করলো -

.

- আচ্ছা উস্তাদজী, একটা প্রশ্ন করি প্লিজ?

- হুমম।

- আমরা কীভাবে পৃথিবীতে এসেছি?

- তোমার বাবামা'কে জিজ্ঞেস করো।

- ওখানেই তো সমস্যা। মা বলে একরকম, বাবা বলে এরকম।

- তাই নাকি?

- জ্বী। মা (বিশিষ্ট মুক্তমনা) বলেছেন যে আমাদের আগের যুগের মানুষরা বানর, বনমানুষ, হনুমান, শিম্পাঞ্জি - এইগুলো ছিলেন। আস্তে আস্তে আমরা সময় নিয়ে মানুষ হয়ে গেছি।

আর বাবা (একজন দাসত্বমনা) বলেছেন যে আদম এবং হাওয়া আলাইহিমাস সালাম আমাদের প্রথম বাবা-মা। সেখান থেকেই আজকে আমরা।

.

কুরআন শিক্ষকঃ "দুজনেই সহীহ বলেছেন।.... তোমার মা বলেছেন তোমার নানা'র বংশের কথা। আর তোমার বাবা বলেছেন দাদা'র বংশের কথা।

.... এখন পড়ো। আ'উযুবিল্লাহি....."

“এ জীবন এক স্বপ্ন, মানুষ ঘুমন্ত।

মৃত্যুতে সে জেগে ওঠে...”

ভাই Shahadat Faysal রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা।

মহিমান্বিত আল্লাহ আমাদের এই ভাইয়ের সকল জ্ঞাত-অজ্ঞাত গুনাহ ক্ষমা করে তাঁকে জান্নাতে উঁচু মাক্বাম দান করুক।

.

মৃত্যু বয়সের কিংবা অন্য কোনো সিরিয়াল ধরে আসে না। প্রস্তুত আমি? আপনি? আমরা?

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন -

.

كل شيء سوى ظل بيت وجلف الخبز وثوب يواري عورته والماء فما فضل عن هذا فليس لابن آدم فيه حق

.

“একটি গৃহের ছায়া, শুকনো রুটি, সতর ঢাকার একখন্ড বস্ত্র ও পানি - এসবের বাড়তি যা কিছু আছে, তার কোনোটিতে আদমসন্তানের কোনো অধিকার নেই।”

.

[‘উসমান ইবনু ‘আফফান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। কিতাবুয যুহদঃ হাদীস ১১১ (ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহঃ)]

____

#আদমসন্তানের_অধিকার_কী?

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) এই বক্তব্যটি পড়ে শুনিয়েছেন -

.

إن أغبط أوليائى عندي مؤمن خفيف الحال ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وكان غامضا فى الناس لا يشار إليه بالأصابع فعجلت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه

.

“আমার (আল্লাহ) বন্ধুদের (আওলিয়া) মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে সৌভাগ্যবান সেই মু’মিন - যার পার্থিব অবস্থা নগণ্য, সালাতের পরিমান অধিক, যে উত্তমরূপে নিজ রবের দাসত্বকারী, মানুষের নিকট সুপ্ত-যার ফলে লোকেরা তাকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না, যার মৃত্যু হয় দ্রুত, উত্তরাধিকার সম্পদ থাকে অল্প ও (মৃত্যুর পর) কান্নাকাটি করার লোক থাকে কম।”

.

[হাদীসে কুদসী। আবু উমামা বাহেলী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত।

কিতাবুয যুহদঃ হাদীস ৫৬ (ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহঃ)]

———

#কারা_আল্লাহর_বন্ধু?

আব্দুল মজিদ মিয়া গত চার সপ্তাহ থেকে হাসপাতালে ভর্তি।

.

বয়স চুয়াত্তরে পড়েছে গত অক্টোবরে। সংগত কারণেই বেশ কিছু রোগও বাসা বেঁধেছে শরীরে। গলায় ছোট একটি টিউমারের জন্য খেতে পারছিলেন না তিনি। ডান চোখে ছানি পড়েছে বেশ কয় বছর হয়। কিছুই দেখতেন না ডান চোখে। বাম চোখেই কাজ সারতেন তিনি।

.

গত সপ্তাহে একসাথে দুটি অপারেশন হয়েছে তাঁর। গলার টিউমার কেটে ফেলে দিয়েছেন ডাক্তার। চোখের ছানিও অপারেশন করে ফেলে দেয়া হয়েছে। আব্দুল মজিদ মিয়া এখন মোটামুটি সুস্থ। বেশ আরাম করে খেতে পারছেন। ডান চোখেও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন।

.

দুপুরে খেতে বসেছিলেন আব্দুল মজিদ। ডাক্তার সাহেব যাবতীয় বিল সাথে নিয়ে এসেছেন তাঁকে দেখাতে। খেতে খেতেই বিলের ওপরে চোখ বুলালেন আব্দুল মজিদ সাহেব। হঠাত করেই কেন জানি কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

.

বিল সাথে নিয়ে আসা ডাক্তার সাহেব রোগীর হঠাত কান্নায় ঘাবড়ে গেলেন খুব। টাকার অংক মজিদ সাহেব সম্ভবত পরিশোধ করতে পারবেন না- ভাবলেন তিনি।

.

ডুকরে কাঁদতে থাকা রোগীর পাশে চেয়ার টেনে বসলেন ডাক্তার সাহেব,

- আব্দুল মজিদ সাহেব, আপনি দয়া করে কাঁদবেন না। আমরা তো আছি। আমি বুঝতে পারছি- টাকার অংক আপনার জন্য একটু বেশীই হয়ে গেছে। আপনি একটি দরখাস্ত করুন। আমরা যতটুকু সম্ভব ডিসকাউন্ট দেয়ার চেষ্টা করব আপনাকে।

- ডাক্তার সাহেব, এই বিলে টাকার অংক পরিশোধের ভয়ে কাঁদছি না। বিচিত্র একটি চিন্তা মাথায় এসেছে। সেই কারণেই কান্না চাপতে পারছি না ভাই।

- তবে কেন এইভাবে শিশুর মতো কাঁদছেন আপনি?

.

আব্দুল মজিদ মিয়া কাঁদতে কাঁদতেই উত্তর দিলেন-

"গত ৭৪ বছর ধরে মহান আল্লাহ কোন কষ্ট ছাড়াই খেতে দিয়েছেন আমাকে, চোখেও পরিষ্কার দেখতে দিয়েছেন। কিন্তু একবারের জন্যও তিনি কোন বিল পাঠান নি আমাকে! এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার চিন্তা যে মাথায়ও আসে নি আমার।"

.

পিনপতন নিস্তব্ধতা পুরো কেবিনে। উপস্থিত সবাই হঠাত যেন অন্য কোন জগতে চলে গেছেন। একটি মাত্র কথা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শুধু-- 'এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার চিন্তা যে মাথায়ও আসে নি আমার!'

.

"যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা করা শুরু কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।"

[সুরা ইব্রাহীম, আয়াত ৩৪]

ইশার নামায পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়েছি সেই রাতে।

.

বের হতে একটু দেরী হয়ে গেল। বাসার পাশেই মসজিদ। মসজিদ আর রাস্তার মাঝে নোংরা খাল। খালের উপর বাঁশের সাঁকো। সাঁকো পার হতে হয়।

.

দু'হাত চওড়া সাঁকোর অল্প একটু গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। সাঁকোর মাঝ বরাবর জায়গায় পূর্বদিকে পা ঝুলিয়ে কিছু একটা বসে আছে। দৃষ্টি দূরের বিল্ডিংগুলোর দিকে।

.

আমি আয়াতুল কুরসী, সুরা নাস ও ফালাক্ব পড়ে ফেললাম। রাত সাড়ে আটটার দিকে দু'হাত চওড়া বাঁশের সাঁকোর উপর কোনো মানুষ বসে থাকার কথা না, "এলোকেশী মেয়ে" তো প্রশ্নেই আসে না। এই নোংরা-গন্ধযুক্ত খালকে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত ভাবারও কোনো কারণ নেই, যেখানে পা ঝুলিয়ে বসে হাওয়া খেতে চাইবে কেউ। আলো-আঁধারের মধ্যে আমি প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেলাম - এটি জ্বীন।

.

আরো কিছু দু'আ পড়ে সামনের দিকে একটু আগালাম। মেয়েরূপী জ্বীনের নড়চড় নেই। দু'/তিনবার গলা পরিষ্কার করলাম। কাজ হলো না। এবার জোর গলায় আয়াতুল কুরসী পড়লাম। জ্বীনের ভাবান্তর নেই। ঠিক তক্ষুণি বিদ্যুৎগতিতে একটি

কথা মনে পড়লো আমার - পাশেই একটি “#ক্রিয়েটিভ_বিশ্ববিদ্যালয়” এর ক্যাম্পাস রয়েছে!

.

এই ক্রিয়েটিভ কন্যা রাত সাড়ে আটটার সময় দু’হাত চওড়া বাঁশের সাঁকোর প্রায় অর্ধেকের বেশী জায়গা দখল করে খোলা চুলে শীতের হাওয়া খাচ্ছেন। প্রায় নিশ্চিত করে বুঝতে পারলাম, কন্যা কোনো কিছু সেবন করে ‘অন্যভূবনে’ রয়েছেন। আমার ‘সরে বসেন’, ‘চেপে বসেন’, ‘রাস্তা দেন’, ‘সাইড দেন’ জাতীয় ধমকের বাক্যেও কন্যার ঘাড় এক সেন্টিমিটারও নড়ে নি।

.

দৃষ্টি তার সুদূরে স্থির; মূর্তির মতো!

বড় ক্রিয়েটিভ সেই দৃশ্য!

মানুষের সমস্যা হলো, তারা নিজেদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন না। আজ আমরা ‘কে শাইখ?’ এটা জিজ্ঞেস করি না। বরং আমরা জিজ্ঞেস করি - ‘কে শাইখ না’!

.

আজ যেকোনো জায়গায়, যেকোনো পরিস্থিতে ইসলামি কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেখুন। দেখুন কয়জন বলে -আল্লাহু ‘আলাম, চলুন শাইখের কাছ থেকে জেনে আসি।

.

আজ কেউ আলিমের কাছ থেকে জেনে আসার পরামর্শ দেয় না। এটা আজ খুব বিরল একটা ব্যাপার।

.

তাবে’ঈ আবদুর রাহমান ইবনু আবি লায়লা রাহিমাহুল্লাহ এক শ বিশজন আনসার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, তাঁদের কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তারা অন্য কারও কাছে পাঠিয়ে দিতেন, শেষপর্যন্ত দেখা যেত যে প্রশ্ন ঘুরেফিরে আবার প্রথম ব্যক্তির কাছে ফিরে এসেছে।

.

এক শ বিশজনের কাছ থেকে ঘুরে প্রশ্ন আবার ফিরে আসতো প্রথমজনের কাছে।

.

[#তাওহিদের_মূলনীতি]

____

.

আজকে কোনো দ্বীনি বিষয় নিয়ে আশেপাশের ১০ জন ভাইবোনকে প্রশ্ন করে দেখুন।

.

ফলাফলটি সম্ভব হলে জানাবেন আমাকে।

"সুতরাং (হে মুহাম্মাদ), আপনার পালনকর্তার কসম - আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করবো।

অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করবো।"

.

[সুরা মারইয়াম, আয়াত ৬৮]

_____

.

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাঁর আরশের ছায়ায় বসে সেই #দৃশ্য দেখার তাওফীক্ব দিক। আ-মীন।

জনৈক মুফতীঃ জ্বী বোন, টিভির সাউন্ড কমিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন।

.

জনৈক বোনঃ শাইখ, আমার স্বামী, পুত্র ও কন্যার ঘুম অত্যন্ত গভীর। ফজরের সালাতের সময় কোনভাবেই ওদের ঘুম ভাঙাতে পারি না। কী করলে ফজরের সালাতের সময় ওদের ঘুম থেকে ডেকে তুলতে পারবো?

.

মুফতীঃ বোন, যদি আপনার ঘরে কখনো আগুন লাগে এবং আপনার পরিবারের সদস্যরা যদি তখন ঘরের ভেতর ঘুমাতে থাকেন, আপনি কী করবেন তখন?

.

বোনঃ অবশ্যই তাঁদের সবাইকে ঘুম থেকে ডেকে তুলবো।

.

মুফতীঃ কিন্তু ওদের ঘুম তো অত্যন্ত গভীর - আপনিই বললেন।

.

বোনঃ তারপরেও যে কোন মূল্যে ডেকে তুলবো ওদের। জীবন -মৃত্যুর ব্যাপার!

.

মুফতীঃ সুব'হানাল্লাহ। বোন, আপনি পৃথিবীর আগুন থেকে নিজ পরিবারের সদস্যদের বাঁচানোর জন্য তাঁদের গভীরতম ঘুম থেকে ডেকে তুলতে যা যা করবেন, নুন্যতম সেই কাজগুলোই করুন জাহান্নামের আগুন থেকে তাঁদের বাঁচানোর জন্য। যদিও হিসেব মতো সেই কাজগুলোর ৭০ গুন বেশী চেষ্টা করা উচিত আপনার। কারণ -

.

আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন - "তোমাদের (ব্যবহৃত) আগুন জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র।"

[সহীহ বুখারীঃ অধ্যায় ৫৯ (সৃষ্টির সূচনা), হাদীস ৭৫]

.

[ঘটনাটি বর্ণনা করেন শাইখ মুহাম্মাদ আল মালিকি (হাফিযাহুল্লাহ)]

#সহজিয়া_কথা

মহাবিশ্বের ইতিহাসে ইবলিস শয়তানের চেয়ে অভিশপ্ত আর কেউ আছে বলে জানা নেই। আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) যখন তাকে অভিশপ্ত করে বিতাড়িত করে দেন, তখন সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, 'আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।'

.

আল্লাহ তার দু'আ কবুল করলেন এবং ক্বিয়ামাতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন।

.

আল্লাহ যদি চির অভিশপ্ত শয়তানের দু'আ কবুল করে নেন, তাহলে আপনি কিভাবে চিন্তা করতে পারেন যে আল্লাহ আপনার দু'আ কবুল করবেন না? আপনাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিবেন?

.

~ শাইখ আহমাদ জিবরীল হাফিযাহুল্লাহ।

(১) ফজরে উঠতে পারি নি। আজকে আর বাকী ৪ ওয়াক্ত পড়ে কী হবে? এরচেয়ে কালকে ফজর থেকে নতুন করে শুরু করবো।

.

(২) এই যে সূদ-ঘুষ খাই, এগুলো খারাপ জানি। একেবারে হাজ্জ করে এসে সব ছেড়ে দেবো।

.

(৩) শালীনভাবে চলা আমাদের দরকার - এটা মানি। কিন্তু এখন বিভিন্ন কারণে পারি না। যখন পর্দা ধরবো, তখন একেবারে বোরকা-হিজাব-নিক্বাব করবো।

.

(৪) একটু-আধটু প্রেম-ভালোবাসা খারাপ না। বিয়ের পরে স্ত্রীর প্রতি সৎ থাকলেই তো হলো।

.

(৫) হিজাব তো করি। দুই/একটা প্রোগ্রামে শুধু হিজাব করি না। ক্লোজ বন্ধু-আত্মীয়দের বিয়ে তো, তাই।

.

(৬) মুখের উপরে মামাতো বোন, ফুফাতো বোন, খালাতো বোনদের গায়েরে মাহরাম কিভাবে বলি? এতদিন একসাথে বড় হয়েছি। পিঠাপিঠি বয়স। আমি তো আসলে বোনের মতো দেখি ওদের।

.

(৭) জন্মের পর থেকেই মামী-চাচীদের কাছে মানুষ। উনারা আমার মায়ের মতো। উনাদের সাথে দেখা না দিলে মানুষ কী বলবে?

.

(৮) বিয়ে তো জীবনে একবারই করতেছি। একটু মজা করে (হারাম বিষয়াদিসহ) না করলে কি হয়?

.

লিস্ট লম্বা করতে চাইলে সাচ্ছন্দে করা যাবে।

আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) #শাইত্বানের_ওয়াসওয়াসা এবং #নাফসের_তৈরী_নিজস্ব_যুক্তি থেকে হিফাজত করুক।

.

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম।"

[আলে ইমরান, আয়াত ১৯]

.

".....তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস করো? যারা এমন করে, পার্থিব জীবনে দূগর্তি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই।

ক্বিয়ামাতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে গাফিল নন।”

[আল-বাক্বারা, আয়াত ৮৫]

আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষের সবচেয়ে বড় পেরেশানী সম্ভবত #রিযিক্ব নিয়ে। অন্তত আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে।

.

রিযিক্ব বলতে শুধুই চাকুরী, ব্যবসা, অর্থ বা সম্পদকে বুঝায় না। সন্তানও একটি রিযিক্ব। অবসর সময়ও একটি রিযিক্ব। সুস্বাস্থ্যও একটি রিযিক্ব। ‘ইবাদাতের একনিষ্ঠ আগ্রহও একটি রিযিক্ব হতে পারে। বিয়ের জন্য নেককার সঙ্গীও হতে পারে একটি রিযিক্ব।

.

আল-কুরআনে আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) কমপক্ষে ৪১টি সুরায় ১০৫ বার রিযিক্বের বিষয় উল্লেখ করেছেন। রিযিক্বের বিষয়ে আমাদের পেরেশানী থাকতে পারে, ফিকিরও থাকবে নিশ্চয়ই। কিন্তু পূর্ণ আস্থা ও ইয়াক্বীন রাখতে হবে একমাত্র আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) এঁর উপর। তিনি “খাইরুর রাযিক্বীন”, সর্বোত্তম রিযিক্বদাতা। শুধুমাত্র তাঁর কাছেই সামগ্রিকভাবে রিযিক্বের জন্য মুখাপেক্ষী আমরা সবাই।

.

আপনি যেই সুদের চাকরীটি ছাড়তে পারছেন না, আপনি যেই হারামের চাকুরীটি ছেড়ে দিবেন বলে ঠিক করেও চালিয়ে যাচ্ছেন, চাকুরী বা সন্তান লাভের জন্য বিভিন্ন পীর-ফকিরের কাছে দৌড়াচ্ছেন কিংবা বিয়ে হচ্ছে না বলে দেয়ালে কপাল ঠুঁকছেন - এইসব কিছুই মূলতঃ “সোজা কথায়” #আর_রাযযাক্ব এঁর উপর আপনার পরিপূর্ণ আস্থা না থাকার ফল।

.

কথাটি তিক্ত হতে পারে, কিন্তু এটিই ধ্রুব সত্য। আপনি যদি সর্বোত্তম রিযিক্বদাতা হিসেবে আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) কে মেনে নিতেই পারেন, তবে আপনার পেরেশানীর মাত্রা এই পর্যায়ে পৌঁছাত না। হারাম চাকুরী ছাড়লে কী খাবেন, কিভাবে চলবেন - এই চিন্তাগুলো মাথা থেকে হারিয়ে যেত নিমেষেই। নিজের চেষ্টার সর্বোচ্চটুকু দিয়ে বাকীটুকুর জন্য তখন আপনি শুধু আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) এঁর উপরই নির্ভর করতেন।

.

দুঃখজনক ও তিক্ততম সত্য - আমরা অধিকাংশরাই সেটি করতে পারি না। আল্লাহ সহজ করুক।

.

“(হে মুহাম্মাদ) বলুন, আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা রিযিক্ব বাড়িয়ে দেন এবং পরিমিত দেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না।”

[সুরা সাবা, ৩৬]

.

আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) আমাদের ওই “অধিকাংশদের” থেকে পৃথক করে “অল্প সংখ্যকদের” কাতারে শামিল করুক।

আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে পছন্দের মানুষ, আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসুল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জীবদ্দশায় কতজন প্রিয় মানুষদের হারিয়েছিলেন - জানেন কি?

.

.

প্রিয় মাঃ আমিনাহ বিনতে ওয়াহাব।

.

প্রিয় দাদাঃ 'আব্দুল মুত্তালিব।

.

প্রিয় চাচাঃ

(১) আবু ত্বালিব ইবনে 'আব্দুল মুত্তালিব।

(২) হামযাহ ইবনে 'আব্দুল মুত্তালিব।

.

প্রিয় স্ত্রীঃ

(১) খাদিজাহ বিনতে খুওয়াইলিদ।

(২) যায়নাব বিনতে খুযায়মাহ।

.

প্রিয় পুত্রসন্তানঃ

(১) ক্বাসিম ইবনে মুহাম্মাদ।

(২) 'আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ।

(৩) ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মাদ।

.

প্রিয় কন্যাসন্তানঃ

(১) যায়নাব বিনতে মুহাম্মাদ।

(২) রুক্বাইয়াহ বিনতে মুহাম্মাদ।

(৩) উম্মে কুলসুম বিনতে মুহাম্মাদ।

.

রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুম।

.

সাত (০৭) জন প্রাণপ্রিয় সন্তানদের মধ্যে ছয় (০৬) জন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আল্লাহু আকবার। অথচ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহান আল্লাহর সবচেয়ে পছন্দের মানুষ ছিলেন। ছিলেন পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়ানো সর্বোত্তম মানুষ।

.

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম - ‘হে আল্লাহর রাসুল! কোন মানুষের সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা হয়?’

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ "নবীগণের। অতঃপর মর্যাদার দিক থেকে তাদের পরবর্তীদের, অতঃপর তাদের পরবর্তীগণের। বান্দাকে তার দ্বীনদারির মাত্রা অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। যদি সে তার দ্বীনদারিতে অবিচল হয় তবে তার পরীক্ষাও হয় ততটা কঠিন। আর যদি সে তার দ্বীনদারিতে নমনীয় হয় তবে তার পরীক্ষাও তদনুপাতে হয়। অতঃপর বান্দা অহরহ বিপদ-আপদ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। শেষে সে পৃথিবীর বুকে গুনাহমুক্ত হয়ে পাকসাফ অবস্থায় বিচরণ করে।"

[সুনান ইবনে মাজাহঃ অধ্যায় ৩৬ (কিতাবুল ফিতান), হাদীস ৪০২৩। তাহক্বীকঃ হাসান]

.

নিশ্চয়ই আমাদের জন্য #শিক্ষনীয়_বিষয় রয়েছে এখানে।

প্রসংগঃ ভাগ্য গণনা ও ফেইসবুকের কিছু এ্যাপস

————————————

.

যে ব্যক্তি মনে করে - গণকরা অদৃশ্য জানে না কিন্তু স্রেফ পড়ার জন্যই রাশিফল পড়লে বা এমনি এমনি হাত দেখাতে চাইলে এমন কী বা ক্ষতি হবে, সে ব্যক্তি কুফরি করল না বটে; তবে তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না।

.

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, “যে ব্যক্তি কোন ভবিষ্যদ্বক্তার নিকটে যায় এবং তাকে কিছু জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবেনা।”

[সহীহ মুসলিমঃ হাদীস ২২৩০]

.

এ থেকে বোঝা গেল গণকের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করাই পাপ, যদিও তা বিশ্বাস না করা হয়। আর বিশ্বাস করার বিষয়টি তো আরো ভয়াবহ।

.

ইদানীং ফেইসবুকে বেশ কিছু এ্যাপস ব্যবহার করতে দেখা যায় অনেক ভাইবোনকে। "আগামী বছর আমার সবচে' ভালো বন্ধু হবে কে?", "আমার চরিত্রের খুঁটিনাটি বিচার করে কোন পেশা আমার জন্য সবচে' মানানসই হবে?", "২০১৯

সালে আমার জন্য জীবন দিতে পারবে কোন বন্ধু?", "এই বছর কোন সম্পর্ক আমার জন্য সুফল বয়ে নিয়ে আসবে?" - ইত্যাদি বিষয়গুলো এ্যাপসের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করেন ভাইবোনেরা।

.

আপাতঃ দৃষ্টিতে স্রেফ মজার জন্য সেই এ্যাপস ব্যবহার করেন অনেকে। এ্যাপসের ফলাফলগুলো নিছক মজা করেই শেয়ার করেন অনেকে। কিন্তু একবার কি কেউ ভেবে দেখেছেন এর পরিণতির কথা? যদিও তাঁরা সরাসরি কোন গণকের কাছে যাচ্ছেন না, বিশ্বাসও করছেন না হয়তো। কিন্তু এ্যাপস ব্যবহারের মূল বিষয়টি কিন্তু একবিন্দুতে মিশে যাচ্ছে; আল্লাহু আ'লাম!

.

আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) স্রেফ মজা করার জন্য হলেও এমন ফিতনাহ থেকে আমাদের দূরে রাখুন।

সহিহ মুসলিমে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ -এর কাছে আশ্রয় চেয়ে দুআ করতেন,

.

“হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি অনুপকারী ইলম থেকে, আল্লাহর ভয়হীন অন্তর থেকে, অতৃপ্ত নফস থেকে এবং এমন দুআ থেকে যার উত্তর দেয়া হয় না।” [সহিহ মুসলিম : ৭০৮১]

.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, ‘আমি অনুপকারী জ্ঞান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।’

.

আসুন নিজেদের প্রতি সৎ হয়ে এ প্রশ্নের জবাব দিই। শেষ কবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে, আল্লাহ -এর সামনে বৃষ্টিভেজা কম্পমান পাখির মতো আমরা দুআ করেছি, ভিক্ষা চেয়েছি-আল্লাহ যেন আমাদের এমন ইলম থেকে হেফাযত করেন, যা উপকারে আসে না?

.

এটাই হলো খালাফদের সাথে সেই সালাফদের পার্থক্য - যারা উম্মাহর ইতিহাস গড়েছেন। এটাই পরবর্তীদের সাথে পূর্ববর্তীদের পার্থক্য। উম্মাহকে টেনে তোলার জন্য যে কারিকুলাম দরকার সেটা আমাদের সামনে আছে। নতুন কিছুর প্রয়োজন আমাদের নেই। তথাকথিত মুফাক্কিরদের ও চিন্তাবিদদের লম্বা লম্বা কথার আমাদের প্রয়োজন নেই, ওইসব লোকদের প্রয়োজন নেই যারা ইসলামকে বদলে দিতে চায়। উম্মাহর পুনর্জাগরণের কারিকুলাম আমাদের সামনেই আছে। দিকনির্দেশনা

আমাদের কাছেই আছে এবং এটা অপরিবর্তিতভাবে আমাদের সামনে আছে চৌদ্দ শ বছরের বেশি সময় ধরে। সমস্যা হলো প্রয়োগে, বাস্তবায়নে।

.

#তাওহিদের_মূলনীতি

[প্রথম খন্ড]

Ilmhouse Publication

“তিনি (আল্লাহ) মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।”

[আল-ফাতহ্, আয়াত ৪]

——

#মুমিনের_প্রশান্তি

হঠাৎ ভূমিকম্প।

.

প্রথম ব্যক্তিঃ ওহ শী** ম্যান, ফা** ম্যান!

.

দ্বিতীয় ব্যক্তিঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মু'হাম্মাদান 'আব্দুহু ওয়ারাসুলুহু।

সুব'হানাল্লাহ! একই ঘটনায় দু'জনের তাৎক্ষণিক কাজে কী অদ্ভুত বৈপরীত্য!

.

আপনি কি এখনো নিশ্চিত যে #মৃত্যুর_সময় ঠিক ঠিক কালিমা উচ্চারণ করার সৌভাগ্য হবে আপনার? নিশ্চয়ই মানবজীবনে পৃথিবীর ভয়ংকরতম সংকট হবে #মৃত্যুর_সংকট।

আরেকটি #থার্টিফার্স্ট_নাইট সামনে।

.

বিখ্যাত ‘আলিমদের শত শত ফাতওয়া ও লেকচার অগ্রাহ্য করে কিছু মানুষ আদিম নেশায় ঘর থেকে বের হবে আজ রাত। কোনো কিছুকেই তারা মানবে না, সকল পবিত্র বিধানকে তারা তুচ্ছজ্ঞান করবে।

.

বড় অদ্ভুত প্রজন্ম; আফসোস!

.

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন -

“আমার ও লোকদের উদাহরণ হলো এমন লোকের মত - যে আগুন জ্বালালো আর যখন (আগুনের আলোর মাধ্যমে) তার চারদিক আলোকিত হয়ে গেলো, তখন কীটপতঙ্গ ও ঐ সমস্ত প্রাণী যেগুলো আগুনে পুড়ে, তারা তাতে (ঝাঁপ দিয়ে) পুড়তে লাগলো। তখন সে সেগুলোকে (কীটপতঙ্গগুলোকে) আগুন থেকে ফেরানোর চেষ্টা

করলো। কিন্তু সেগুলো (কীটপতঙ্গগুলোকে) তাকে পরাজিত করলো এবং আগুনের মধ্যে পতিত হলো।

.

(তদ্রূপ) আমিও তোমাদের কোমর ধরে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু তোমরা তাতেই পতিত হচ্ছো।”

.

[মুত্তাফাক্কুন আলাইহিঃ বুখারী ও মুসলিম। আবু হুরায়রাহ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত]

নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য বলেছেন।

সত্য বলেছেন।

সত্য বলেছেন।

আমার সামর্থ্য সীমিত।

.

আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) সাক্ষী, সামর্থ্য থাকলে এই বইয়ের সবগুলো কপি নিজে একাই খরিদ করে পরিচিত-অপরিচিত ভাইবোনদেরকে হাদিয়া হিসেবে দিতাম।

.

৩৬০ পৃষ্ঠার এই বইয়ের মূল্য ৩৬০ টাকা। কিন্তু কোটি কোটি টাকার উপকারী জ্ঞাণ মলাটবদ্ধ হয়েছে এই বইয়ের ভেতর। #তাওহীদের যে জ্ঞাণ আমাদের অর্জন করা ফরজে 'আইন, সেই জ্ঞাণ আহরণের একটি উত্তম পন্থা মনে হয়েছে এই বইটিকে। আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) বইয়ের সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে ক্ষমা করুক ও জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্য কবুল করুক।

.

"তাওহিদের মূলনীতি" ১ম খন্ড কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে – তার একটি লিস্ট প্রকাশ করেছে বইটির প্রকাশনী Ilmhouse Publication।

.

লিঙ্ক - https://bit.ly/2CDB7Vt

.

লিস্ট থেকে পছন্দসই শপ থেকে সংগ্রহ করে নিন নিজের জন্য একটি কপি। এবং অন্যকেও হাদিয়া দিন; আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) এঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে।

.

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

সুফইয়ান আস-সাওরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

.

"আমি নিয়ত (সঠিক দিকে) ধরে রাখার চেয়ে কঠিন কোনো কিছু পাই নি।"

[সূত্রঃ আল-জামি'ঈ লি-আদাব আর-র'য়ি। খতীব বাগদাদী, ৩১৮/১]

____

#নিয়ত

"হে আল্লাহ, তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রাব্ব"

اللهم أنت عبدي وأنا ربك

____

.

কেমন গোলমেলে লাগছে কথাটি? কী ভয়ংকর কথা! ব্যাখ্যা পরে দিচ্ছি। তার আগে চলুন, একটি ঘটনা শুনে নেই।

.

.

বিস্তীর্ণ মরুভূমির তপ্ত রোদের মধ্যে সওয়ারীর পিঠে পথ চলছেন এক পথিক। উঠের পিঠে লোকটির পানাহারের সব সামগ্রী। পথে থেমে বিশ্রাম নেন লোকটি। এরমধ্যেই উটটি হারিয়ে যায়। ঘুম থেকে উঠে দেখেন - উটটি পাশে নেই তার। দ্রুত উটের সন্ধানে নেমে পড়লেন তিনি। এই টিলা থেকে ওই টিলা, এই পাহাড় থেকে ওই পাহাড়; কোথাও নেই উটটি। আদিগন্ত শুধু তপ্ত বালু।

.

তৃষ্ণার্ত, ক্লান্ত পথিক গাছের অল্প ছায়ায় বসে নিজের ঘোর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে লাগলেন। পানি-খাবার ছাড়া দীর্ঘ এই মরুভূমি পাড়ি দেয়া আসলেই অসম্ভব। মৃত্যু প্রকারান্তরে মাথার অতি নিকটে তার। ঠিক সেই সময়েই উটটিকে তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন পথিক। দ্রুত উঠে উটের লাগাম ধরে ফেললেন তিনি। স্বপ্নের চেয়েও কাল্পনিক বিষয় মনে হচ্ছে তার কাছে।

.

তীব্র আনন্দের মাত্রাতিরিক্ত আতিশয্যে পথিক বলে উঠলেন, "হে আল্লাহ, তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রাব্ব।" আনন্দে আত্মহারা হওয়ার কারণে শব্দগুলো আগপিছ হয়ে যায় তার।

.

সুব'হানাল্লাহ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন - বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবাহ করে, তখন আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) মরুভূমিতে উট হারিয়ে পরে ফিরে পাওয়া সেই পথিকের চেয়েও বেশি আনন্দিত হন, যে পথিক আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভুল করে এটাও বলে ফেলে - "হে আল্লাহ, তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রাব্ব।"

.

আল্লাহু আকবার, ফালিল্লাহিল 'হামদ।

———

[মূল হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। সহীহ মুসলিম, অধ্যায় ৫০ (কিতাবুত তাওবাহ), হাদীস ৯।]

আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) প্রায় ৫১ বার ঈমানের (আমানু) সাথে সৎ কাজ করাকে ('আমালুস স্বালি'হাত) একসাথে উল্লেখ করেছেন।

.

এই দ্বীন শুধু অন্তরের বিশ্বাসের বিষয় নয়। এটি শুধু লিপ সার্ভিস বা শুধু মুখে মুখে আওড়ানোর বিষয়ও নয়। বরং অন্তরের বিশ্বাসকে কাজে পরিণত করাও দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

.

প্রায় ৫১ বার ঈমানের (আমানু) সাথে সৎ কাজ করাকে ('আমালুস স্বালি'হাত) একসাথে উল্লেখ করা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

.

"....নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ) প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্যে, যারা চিন্তা করে।"

[সুরা আল-আন’আম, আয়াত ৯৮]

#ঈমানের_সাথে_আমল

সবচেয়ে লম্পট পুরুষটিরও ফলোয়ার ২ লাখের উপরে।

সবচেয়ে নির্লজ্জ নর্তকীর ফলোয়ারও ৪ লাখের উপরে।

—–

.

ফেইসবুক-টুইটার-ইউটিউব-ইন্সট্রাগ্রাম ফলোয়ার সংখ্যা কখনোই "সত্যের মানদন্ড" নয়।

দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস লক্ষ্য করুন।

.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

“বান্দা যখন না বুঝে, ভালোমন্দ বিচার না করেই কোন কথা বলে, তখন তার কারনে সে নিজেকে জাহান্নামের এত গভীরে নিয়ে যায় যা পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের সমান।”

[সহীহ মুসলিমঃ অধ্যায় ৪২, হাদীস ৭১২১]

.

আমাদের কি আমাদের কথার উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজনীয় নয়?

.

দ্বিতীয় হাদীসটি আরো বেশি লক্ষ্যণীয়। আমাদের কথা এবং কাজ কি আমাদের বিনাশ করছে না? নিচের হাদীসে বর্ণিত সেই সময় (অন্ধকার রাতের মত ফিতনা) যে এখনো আসে নি - তার ব্যাপারেও কি নিশ্চিত আমরা?

.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

“অন্ধকার রাতের মত ফিতনা আসার আগেই তোমরা নেক ‘আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হলে বিকালে কাফির হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন হলে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দ্বীন বিক্রি করে বসবে।”

[সহীহ মুসলিমঃ অধ্যায় ১, হাদীস ২১৩]

.

.

মহিমান্বিত আল্লাহ আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বিশেষ করে জিহ্বাকে (সাথে কীবোর্ডও) নিয়ন্ত্রণ করার তাওফীক্ব প্রদান করুক আমাদের।

———

#ফিতনাহ

আমার মত অযোগ্য মানুষের একটি লেখা Muslim Media - মুসলিম মিডিয়া এর ভাইরা তাঁদের প্রকাশিত বই “বাতায়ন” এ সংকলিত করেছেন, আবার Somorpon Prokashon থেকে হাদিয়া হিসেবে সৌজন্য কপিও পাঠানো হয়েছে আমার কাছে- এটি আমার জন্য নিশ্চয়ই আনন্দের একটি বিষয়। আল’হামদুলিল্লাহি তা’আলা।

.

আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) আমাকে ক্ষমা করুক এবং এই খিদমাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল ভাইকে কবুল করুক।

তীব্র রোদের মধ্যে হনহন করে হাঁটছে ছেলেটি। গন্তব্য ওয়ারী।

.

টিউশনি আছে দুপুর তিনটায়। পৌনে তিনটার মধ্যে পৌঁছতেই হবে। যেই স্টুডেন্টকে পড়ায় ছেলেটি- তার মা অতি ভয়ংকর প্রকৃতির। ভয়ংকর প্রকৃতির না হলে নেহায়েত দুপুর তিনটার সময় পড়ানোর কথা বলতেন না।

.

দুপুর তিনটা একটা অদ্ভুত সময়। এই সময়ে ভাত না খেয়ে কারো বাসায় যাওয়াটা রীতিমত অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। উপায় ছিল না ছেলেটির। কলেজ শেষ করে বাসায় ভাত খেয়ে টিউশনিতে গেলে দুপুর তিনটা পার হয়ে যায়। গত মাসে বাসায় ভাত খেতে টিউশনিতে আসতে আসতে চার দিন লেট। মাসের শেষে হিসেব করে চার দিনের বেতন কেটে নিলেন সেই মহিলা! যৎসামান্য টাকার ভেতরে সেই চার দিনের বেতনও অনেক কিছু।

.

এক রকম বাধ্য হয়েই দুপুরে না খেয়ে টিউশনিতে চলে যেতে হতো তাকে। স্টুডেন্টের বাসায় পৌছালো যখন সে - ঘড়িতে বিকাল তিনটা দুই মিনিট। শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে কলিংবেল টিপতে গিয়ে থেমে গেলো ছেলেটি।

.

দরজায় বিশাল তালা ঝুলছে। নিশ্চয়ই বাইরে কোথাও বেড়াতে চলে গেছেন তাঁরা। এটা নতুন কিছু না। এর আগেও বেশ কয়দিন এসে ফিরে যেতে হয়েছে তাকে। কষ্টের বিষয় হলো- আজকের দিনেও তাকে লেট হিসেবে ধরা হবে! যদিও সে প্রায় নিশ্চিত - তিনটা বাজার আগেই বের হয়ে গেছেন তাঁরা।

.

ক্লান্ত পায়ে রাস্তায় নামলো ছেলেটি। বাইরে প্রচন্ড গরম। এদিকে সকালের নাস্তা ছাড়া পেটে কিছু পড়ে নি। খিদের আগুন জ্বলছে পেটে। অন্যান্য দিন এতোটা ক্লান্ত লাগে না তার। কিন্তু আজ পা দুটো যেন চলছে না আর। পাশের "বিসমিল্লাহ কনফেকশনারী" নামের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে। পকেটে যেই টাকা আছে, তাতে একটা ঠান্ডা ড্রিংকস মিলবে না। তারপরেও সাহস করে একটা ড্রিংকস চাইলো সে। কী মনে হতে দোকানদারকে টাকার অভাবের কথাটিও বলে ফেললো।

.

মাঝ বয়সের দোকানদার স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্বাস করলো না ঘামে-নেয়ে ওঠা ছেলেটিকে। বাকীতে একটা ঠান্ডা ড্রিংকস কপালে জুটলো না তার। তীব্র কষ্ট আর অভিমান বুকে করে রাস্তার দিকে পা বাড়াতেই ছেলেটির চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসলো। দীর্ঘ সময়ের খালি পেট, তীব্র গরমে অনেকক্ষণ হাঁটা, টাকার অভাবে একটা ঠান্ডা ড্রিংকস না খেতে পারার কষ্ট – এতো কিছুর ভার তার ছোট্ট শরীর বয়ে নিতে পারলো না আর। দোকানের সামনেই জ্ঞান হারালো ছেলেটি।

.

১৮ বছর পরে সেই ছেলেটি আজকে এসি রুমের ভেতর বসে রকিং চেয়ারে দোল খেতে খেতে একটানে এই স্ট্যাটাসটি লিখে ফেললো।

.

জীবন এখন অনেক আনন্দময় তার। আল'হামদুলিল্লাহ! বাসায়-অফিসে-গাড়িতে এসির ভেতর সময় কাটে। গরম-ঠান্ডা যে কোন সময়েই ইচ্ছে করলে বরফের কুঁচি

দেয়া হিম শীতল পানি খেতে পারে সে। শুধু সেই পানিতে চুমুক দিলেই ১৮ বছর আগের এক তপ্ত দুপুরের জ্ঞান হারানোর নিদারুণ স্মৃতি মনে পড়ে যায় তার।

.

আমার ফ্রেন্ডলিষ্ট-ফলোয়ারদের মাঝে অনেকের জীবনের ভয়ংকর কষ্টের কাহিনী জানি আমি। সেই কষ্টগুলো সবার সাথে ভাগাভাগি করে নেয়ার উপায়ও নেই কোনো। জীবন সংগ্রামের তীব্র কষ্টের সেই পথে বারবার বাধা পান তাঁরা। মাঝে মাঝে অতি আপনজন ভেবে সেই কষ্টের অণু পরিমান অংশ আমার সাথে শেয়ার করেন।

.

আমি সাহস কিংবা আশার কথা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না তাঁদের জন্য। আমার এই লেখাটি শুধু আপনাদের জন্য। কষ্টের দিন পেছনে ফেলে এসে যেই আনন্দের দেখা আপনারা পাবেন - তার স্বাদ অসম্ভব মধুর। দয়া করে হাল ছেড়ে দিবেন না। কষ্টের এই সমুদ্র পেরিয়ে যাবেন আপনারা একটা সময় – ইন-শা-আল্লাহ।

.

অন্ধকার যতো গভীর হয়, ভোর ততোই কাছে চলে আসে।

.

.

"অতএব কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।

নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।"

[সুরা আল-ইনশিরাহ, ৫-৬]

———

[২০১২ সালের লেখা]

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

.

আল’হামদুলিল্লাহ, আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) একটি কন্যা সন্তান দান করেছেন। কন্যা ও কন্যার মাতা - উভয়েই সুস্থ আছে।

.

কন্যার নাম রেখেছি “আমাতুল্লাহ রাহমাহ”।

দু’আর মুহতাজ।

- ৪/১২/২০১৮

কনস্ট্রাকশন সাইটে বড় একটি বিল্ডিংয়ের সামনে কাজ করছে আব্দুল্লাহ। বিচিত্র ধরনের শব্দের উৎস তার চারদিকে।

.

বিল্ডিংয়ের পাঁচ তলায় আব্দুল্লাহর সুপারভাইজার দাঁড়ানো। কিছুক্ষণ নিবিষ্ট মনে আব্দুল্লাহর কাজ দেখলেন তিনি। বেশ পরিশ্রম করছে আব্দুল্লাহ- মনে হলো সুপারভাইজারের।

.

কী মনে করে পকেট থেকে এক টাকার একটি কয়েন বের করলেন সুপারভাইজার ভদ্রলোক। পরক্ষণেই উপর থেকে ছুঁড়ে মারলেন কয়েনটি আব্দুল্লাহর দিকে।

.

নির্ভুল নিশানা; আব্দুল্লাহর ঠিক সামনে পড়ল কয়েন। কয়েনটি কোথা থেকে এলো- ঠিক বুঝে উঠতে পারল না আব্দুল্লাহ। আশেপাশে দু'/তিনবার তাকালো সে। কিছুটা অবাক হলেও কয়েনটি কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রাখল সে।

.

কিছুক্ষণ পরে একটি দু'টাকার কয়েন পেল আব্দুল্লাহ! আরো কিছুক্ষণ পরে পাঁচ টাকার কয়েন, তারপর আরো একটি কয়েন। হতভম্ব হয়েও সামনে নিল নিজেকে সে। আনন্দের সাথে সবগুলো কয়েন আব্দুল্লাহর পকেটে আশ্রয় পেল।

.

কিন্তু সুপারভাইজার ভদ্রলোক অন্যরকম আশা করছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন - কয়েন পেয়ে আব্দুল্লাহ খুঁজে ঠিক ঠিক বের করতে পারবে কে উপর থেকে কয়েন ফেলছিল। উপরের দিকে তাকালেই তাঁকে দেখতে পেত আব্দুল্লাহ। তখন জরুরী কিছু কথা বলতেন তিনি তাঁর সাথে।

.

এক, দুই এবং পাঁচ টাকার কয়েন দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পেরে সুপারভাইজার ভদ্রলোক শেষমেষ একটি ছোট ইটের টুকরো খুঁজে নিলেন। এবার উপর থেকে কয়েনের বদলে ইটের ছোট টুকরো মারা হলো। ইটের টুকরো গিয়ে পড়ল ঠিক আব্দুল্লাহর মাথায়।

.

কিছুটা ব্যথায় ত্যক্ত ও বিরক্ত আব্দুল্লাহ এবার ডানে-বামে তাকানোর সাথে উপরের দিকেও নজর দিল। দেখল তার সুপারভাইজার উপরে দাঁড়িয়ে আছেন।

.

'সুপারভাইজার স্যার বোধহয় কিছু বলতে চাইছেন আমাকে'-- আব্দুল্লাহ ভাবলো মনে মনে। আব্দুল্লাহ এবার সুপারভাইজার সাহেবের সাথে কথা বলা শুরু করলো।

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

উপরের গল্পটির সাথে আমাদের জীবনের ভয়ংকর মিল কি খুঁজে পেয়েছেন?

.

আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) প্রতিনিয়ত আমাদের বিভিন্ন নিয়ামত দিয়েই যাচ্ছেন, কৃপা করেই যাচ্ছেন। আমরাও বিমলানন্দ নিয়ে ভোগ করে যাচ্ছি সেসব।

.

আফসোস! একটু কষ্ট করে নিয়ামতের এই উৎস খুঁজে দেখবার প্রয়োজন বোধ করিনা আমরা; নিয়ামতদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করা হয় না তাই। গল্পের আব্দুল্লাহর মতো আমরা নিশ্চিন্ত মনে ভেবে নেই - এই নিয়ামত আমার প্রাপ্যই ছিল।

.

তারপর হঠাত করেই ছোট একটি ইটের টুকরো এসে আঘাত করে একদিন আমাদের। এই ইটের টুকরোকে তখন 'বিপদ' নাম দেই।

.

অতি দ্রুত 'বিপদ' নামের সেই ইটের টুকরো প্রেরণকারীকে হন্য হয়ে খুঁজতে থাকি। একসময় বুঝতে পারি, আল্লাহ তা’আলা-ই 'বিপদ' (পড়ুন পরীক্ষা) দিয়েছেন। তখন সব ভুলে গিয়ে, যে কোন উপায়ে তাঁর সাথে যোগাযোগের দিকে মনোযোগ দেই। অহর্নিশি ক্রমাগত তাঁকেই ডাকতে থাকি।

আহা! আমরা প্রথম থেকেই যদি জানতাম কে এই নিয়ামতদাতা!

অন্তত কিছুটা হলেও কৃতজ্ঞতা জানাতে পারতাম তাঁকে।

একটি ওয়েবসাইটে পড়া #গল্পের_অনুবাদ

না, আমরা "মহাপুরুষ" টাইপের কেউ না। অবশ্যই মানবীয় কামনা-বাসনার উর্ধ্বে নই আমরা।

.

টিভিতে-মুভিতে-পথেঘাটে সুন্দরী মেয়ে দেখলে ঘুরে আরেকবার তাকাতে আমাদেরও ইচ্ছে করে। এক সময়ের হার্টথ্রব গায়ক/গায়িকার ভীষণ পছন্দের কোন গানের অংশ হঠাৎ কোথাও শুনলে ইচ্ছে করে সাথে গলা মেলাই। খেলার দিন আশেপাশের বাসা থেকে ভেসে আসা স্লোগান আর চিৎকার পারলে টেনে নিয়ে যেতে চায় শরীরটাকে টিভি পর্দার সামনে।

.

নায্য সময়ের আগে "আপাতঃ অসম্ভব" কাজটি নিজ দায়িত্ব হিসেবে করে দেয়ার পরে সামনের "কৃতজ্ঞ" ভদ্রলোকের "উপহার" হিসেবে বাড়িয়ে দেয়া সাত অংকের ব্যাংক চেক আমাদের লোভকেও নাড়া দেয়। স্ত্রীর পছন্দের স্বর্ণের গহনার কাল্পনিক ছবি মাথার ভেতর এসে ভর করলেও প্রাণপন ভুলে থাকার চেষ্টা করি। প্রভিডেন্ট ফান্ডের সাত অংকের সুদের টাকা ছেড়ে দেয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত চুম্বকের মতো আমাদেরকেও টানে।

.

"... এটা তো সুদ না; ইন্টারেস্ট... মানে লাভ। এই টাকা দিয়ে মায়ের শখের চার রুমের একতলা বিল্ডিং করে দিয়ে অসীম সওয়াবের ভাগীদার কেন হচ্ছো না তুমি?" - শাইত্বানের এমন প্ররোচনার বিপরীতে জয়ী হতে অনেক কষ্ট-ই করতে হয় আমাদের।

.

অফিস শেষে ক্লান্ত আমাদের রিক্সার পাশ দিয়ে লক্ষ টাকার গাড়ীগুলো যখন ধোঁয়া উড়িয়ে বের হয়ে যায়, তখন আমাদেরও কিছুটা হলেও আফসোস হয় সকালের সবিনয়ে ফেরত দেয়া ঘুষের টাকার জন্য। ঈদের বাজারে সাধ এবং সাধ্যের সীমার মধ্যে যখন ব্যালান্স করতে পারি না, বড় বড় শপিং মলের চোখ ধাঁধানো দোকানগুলোর ভেতর থেকে 'নীতি' বিসর্জন দেয়া বন্ধুটির অট্টহাসি তখন আমাদেরও বুকে শেলের মতো এসে বিঁধে।

.

এতকিছুর পরেও সারা দিনের ক্লান্তির ধকল শেষে একটা "সামাজিক মুভি" দেখার ইচ্ছাকে গলাটিপে মেরে পরিবারকে নিয়ে ইসলামিক আলোচনাই ধীরে ধীরে প্রিয় হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে। দিন শেষে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি আদায়ের চেষ্টায় "আলহামদুলিল্লাহ" বলতেই তৃপ্তি পাই আমরা আজকাল।

.

.

নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি মানুষের মুগ্ধতা এবং নেশা - দুটোই সহজাত এবং আমরা অবশ্যই মানুষ। তারপরেও আমরা নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ থেকে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি শুধুমাত্র কয়েকটি কারণে -

.

মহান আল্লাহ তা'আলার 'আযাবকে আমরা ভয় করি। ক্বিয়ামাতের বিভীষিকাময় দিনে আমরা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর শাফা'আত কামনা করি। এবং আমরা ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর কৃত্রিম চাকচিক্যের চেয়ে আখিরাতের অনন্ত

সুখকেই প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করি। সপরিবারে মন-প্রাণে লালন করি জান্নাতের আশা।

.

আমরা বিশ্বাস করি - দুনিয়াকে হয়তো আমাদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে আখিরাতের জন্য।

.

মহান আল্লাহ তা'আলা সহজ করে দিক আমাদের প্রচেষ্টাকে। অসংখ্য ভুলে-ভরা আমাদের সামান্য চেষ্টাগুলোর ভুলত্রুটি ক্ষমা করে কবুল করে নিক মহান আল্লাহ।

اللهم اشفي مرضانا ومرض المسلمين

.

আল্লাহুম্মাশফী মারদ্বানা ওয়ামারদ্বাল মুসলিমীন।

.

হে আল্লাহ, আপনি আমাদের মধ্যেকার অসুস্থদের এবং সকল মুসলিম অসুস্থদের শিফা দান করুন।

______

#ছোট্ট_দুআ

#উম্মাহ

কফিল উদ্দিন, বি এস সি।

.

পুরো নবগ্রাম মহকুমার প্রথম গ্র্যাজুয়েট তিনি। তাঁর পাশের বছর সাত ক্রোশ দুরের সদর থেকে দারোগা বাবু এসেছিলেন দেখা করতে। নিজেদের অর্থ-প্রতিপত্তিও বেশ ছিল তখন। দারোগা বাবু তাঁর লটবহর নিয়ে একরাত থাকলেন।

সে'বার জন্মের শীত নেমেছিল উত্তর থেকে। যাবার সময় ব্যাগ থেকে রঙিন কাগজে মোড়ানো কাশ্মীরি শাল বের করে তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিলেন দারোগা বাবু। ন্যাপথলিনের গন্ধ মাখা আনকোরা সেই শাল টানা তিনদিন শরীরে জড়িয়ে ঘোরাঘুরি করেছিলেন কফিল উদ্দিন, বি এস সি। বহুদিন গ্রামের মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে এই আশ্চর্য্য ঘটনার কথা!

অর্থ, যশ, সম্মান, প্রতিপত্তি- সবকিছু কেড়ে নিয়েছে 'সময়'। 'বি এস সি' এখন ক্ষয়ে গিয়ে 'বিসি' তে ঠেকেছে। কফিল উদ্দিন, বি এস সি এখন 'কফিল বিসি'; স্থানীয় লোকজন অবশ্য এত কষ্ট করতে নারাজ। 'পাগলা মাষ্টার' নামেই কাজ চলে যেহেতু, খামাখা কে করে কষ্ট!

.

সমুদ্রের স্রোত ফিরে চলে গেলেও স্মৃতি হিসেবে নুড়ি-পাথর রেখে যায়। বংশের সবকিছু চলে গেছে। স্মৃতি হিসেবে রেখে গেছে দুইতলা টিনের বাড়ি আর দারোগা বাবুর দেয়া কাশ্মীরি শাল।

.

টিনের ঘরের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাঁর উপরের মাড়ির পাঁচ নাম্বার দাঁতের মতো, পড়তে পড়তেও পড়ছে না; কষ্টও দিচ্ছে বিস্তর। বাড়িটার টানেই এখনো পড়ে আছেন এখানে। এটা না থাকলে কবে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতেন তিনি!

স্মৃতির বাকি অনুসঙ্গ কাশ্মীরি শালটাও চলে গেল গত পরশু রাতে !

.

নড়বড়ে টিনের ঘরের মতোই ধুসর-ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া শাল প্রতি শীতেই বড় ওম ধরে রাখে তাঁর জন্য। গঞ্জের থেকে ফেরার পথে কুমারপাড়ার সুধাংশুর সদ্য বিধবা বউটির সাথে দেখা, সাথে ফুলের মতো অনাথ তিনটি শিশু। এই শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। বড় মায়া লেগে গেল তাঁর। দীর্ঘ পালাবদলের সাথী শালটিকে খুলে গায়ে জড়িয়ে দিলেন তাঁদের, বহুকাল আগে দারোগা বাবু ঠিক যেভাবে তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিলেন!

.

শেষ বিকেল থেকেই শীতের তেজ টের পাচ্ছিলেন তিনি। উত্তরিয়া বাতাসের সাথে সুঁই ফোটানোর মতো ঠান্ডা আসছে এবার। ভয়ংকর এই শীতে সুধাংশুর বাচ্চা তিনটি কিভাবে দিন কাটাচ্ছিল- ভাবতেই লজ্জা পেলেন কফিল। তিনি অশীতিপর, এক পা কবরে দিয়ে রেখেছেন প্রায়। তাঁর থেকে ওই শাল অনেক বেশি দরকার শিশুগুলোর।

.

গঞ্জে যাবেন বলে বের হয়েছিলেন। শীতের ভয়ে আর সাহস করতে পারলেন না, বাড়ির পথ ধরলেন কফিল। একবার ভাবলেন কুমারপাড়ার দিকে যাবেন, আলস্য ভর করাতে যাওয়া হলো না।

.

ভর সন্ধ্যায় ঘরের দরজা খুলতে গিয়ে আঁতকে উঠলেন কফিল। দরজায় প্রাচীন আমলের তালা, চাবি থাকে চৌকাঠের ওপরে। চাবি নিতে গিয়ে পাশে পড়ে থাকা প্যাকেটের দিকে নজর গেল।

.

চাবি না নিয়েই প্যাকেটের পাশে বসে পড়লেন তিনি। বাহারী দামী প্যাকেট, উপহার জাতীয় কিছু মনে হচ্ছে। কিন্তু তাঁকে উপহার দেবে কে? কফিল শেষ উপহার পেয়েছিলেন দারোগা বাবুর কাছ থেকে। তখন তাঁর সুদিন ছিল। দুর্দিনের পাগলা মাষ্টারকে উপহার দেবার তো কেউ নেই!

.

বাহারী প্যাকেট থেকে একে একে দুটো সুয়েটার, একটি কম্বল আর এক জোড়া গরম মোজা বের হলো। সবশেষে বেরোলো রঙিন কাগজে মোড়ানো তাঁর সাধের কাশ্মীরি শাল, সাথে ছোট একটি চিরকুট।

.

কাঁপা কাঁপা হাতে সন্ধ্যার মরে যাওয়া আলোর ভেতর অনেক কষ্টে চিরকুটের লেখা পড়লেন তিনি। বিস্ময়ের সীমা থাকলো না তাঁর!

.

শহর থেকে একদল ছেলে গ্রামের গরীব মানুষদের জন্য শীতের জামা -চাদর নিয়ে এসেছে। কুমারপাড়ায় জামা বিলাতে গিয়ে 'শাল কাহিনী' শুনেছে তাঁরা। সেকারণেই কাশ্মীরি শালের 'ফিরে আসা', সাথে কিছু গরম কাপড়।

.

একজন 'শিক্ষক'-কে সম্মান জানাতে চেয়েছে শুধু ছেলেদের দল।

.

পরম মমতায় কাগজ থেকে বের করে শাল পরলেন তিনি। 'অন্যরকম' ছেলেগুলোকে একবারের জন্য দেখতেও পেলেন না।

একজন 'শিক্ষক' এর জন্য প্যাকেট ভর্তি শ্রদ্ধা মেশানো মমতা বুকে চেপে ধরে ঝাপসা চোখে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দোরগোড়ায় বসে রইলেন আমাদের কফিল উদ্দিন, বি এস সি!

[২০১২ সালের লেখা]

হে মহান আল্লাহ,

.

নিজের অজ্ঞতা এবং সেই অজ্ঞতার মাধ্যমে অন্যকে অজ্ঞ করা থেকে আশ্রয় চাই।

নিজের অহংকার এবং সেই অহংকারের মাধ্যমে অন্যকে অহংকারী করা থেকে আশ্রয় চাই।

নিজের বানানো যুক্তি এবং সেই যুক্তির মাধ্যমে অন্যকে যুক্তিবাদী করা থেকে আশ্রয় চাই।

নিজের বিভ্রান্তি এবং সেই বিভ্রান্তির মাধ্যমে অন্যকে বিভ্রান্ত করা থেকে আশ্রয় চাই।

.

হে মহান আল্লাহ, এমন "বিখ্যাত (!)" হওয়া থেকে একমাত্র আপনার কাছেই আশ্রয় চাই, যেন জাহান্নামের অধিবাসীরা আপনাকে ডেকে আমার "দ্বিগুন শাস্তির আবেদন" না জানায়; কারণ তারা আমার "বিভ্রান্ত" মতবাদের অনুসারী ছিল।

.

আল্লাহুম্মাহদিনা ফী-মান হাদাইত।

ওয়া 'আফিনা ফী-মান 'আফাইত।

.

হে মহান আল্লাহ, আপনি যাঁদের #হিদায়াত দান করেছেন, তাঁদের সাথে আমাদের হিদায়াত দান করুন।

আপনি যাঁদের ক্ষমা করেছেন, তাঁদের সাথে আমাদের ক্ষমা করুন।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই আয়াতটি পাঠ করতে শুরু করলেন -

.

ومن يتق الله يجعل له مخرجا

“যে #আল্লাহকে_ভয়_করে_চলে, আল্লাহ তাকে (বিভিন্ন সমস্যা থেকে) উত্তরণের কৌশল দেখিয়ে দেন।” [সুরা আত-তালাক্ব, আয়াত ২]

.

তারপর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু যার আল গিফারী (রাদিআল্লাহু আনহু) কে বললেন -

.

يا ابا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم

“হে আবু যার, সকল মানুষ যদি এই আয়াতটিকে মনের ভেতর স্থান দিতো, তাহলে এটিই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো।”

.

আবু যার (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন - ‘তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই আয়াতটি আমার সামনে এতো বেশী পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন যে একপর্যায়ে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম।’

.

[সূত্রঃ হাদীসঃ ১৯৩, কিতাবুয যুহদ (ইমাম আহমাদ রহঃ)। আবু যার আল গিফারী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত]

———

#তাক্বওয়া

একবার ফাতিমা (রাদিআল্লাহু ‘আনহা) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে এক ছিলকা যবের রুটি খাওয়ালেন।

.

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন -

.

هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام

“গত তিন দিনের মধ্যে এটিই প্রথম খাবার যা তোমার বাবা খেলেন।”

.

[সূত্রঃ হাদীসঃ ১৮৫, কিতাবুয যুহদ (ইমাম আহমাদ রহঃ)। আনাস ইবনু মালিক (রাদিআল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত]

____

#সাল্লাল্লাহু_আলাইহি_ওয়াসাল্লাম

ধরুন, আপনি একটি বাড়ি বানাতে চান। তাড়াহুড়ো করে বাড়ির ফাউন্ডেশন বা ভিত্তি শক্তভাবে না প্রস্তুত করে শুধু ইটের ওপর ইট দিয়ে পাঁচতলা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবেন হয়তো। কিন্তু প্রতি তলায় কোনো বড় রকমের কাজ করতে গেলেই পুরো বাড়ি ধ্বসে পড়বে। ভিত্তিই যে শক্ত হয় নি বাড়ির।

.

শাইখ আহমাদের একটি লেকচার শুনছিলাম কাল। তিনি বলছিলেন - মাঝে মধ্যে শাইত্বান মানুষকে কিছু কিছু আমলে এগিয়ে যেতে দেয়। কীভাবে? আপনি ফেইসবুক কিংবা ইউটিউবে একটি ৫ মিনিটের ইসলামিক লেকচার শুনলেন। বক্তার কথা আপনার হৃদয় স্পর্শ করলো। আর আপনি মধ্যরাত থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত তাহাজ্জুদ আদায় করলেন সেদিন। শাইত্বান আপনার ভেতর আলসেমি বা অনাগ্রহতা আসতেই দিলো না।

.

আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, সেই রাতের তাহাজ্জুদের পরের দিনই আপনার আলসেমি লাগবে। সেই তাহাজ্জুদ হয়তো পরের এক সপ্তাহে একবারের জন্যও পড়তে ইচ্ছে হবে না আবার। অনেকের জন্য পরবর্তী এক মাস কিংবা বছরের জন্য সেটিই শেষ তাহাজ্জুদ হয়ে যায়।

.

কারণ - তাহাজ্জুদের মূল আবেদন, শক্তি, প্রভাবের কারণ আপনার মনে গাঁথেই নি। শুধু সেই ৫ মিনিটের লেকচার সামান্য স্পর্শ করে গেছে মনের উপরিভাগে। ঠিক একইভাবে নফল আমলের কারণে আপনার ফরজ আমলও ছুটে যায়। এমন উদাহরণ অসংখ্য।

.

না, আমি ৫ মিনিটের লেকচার আপনাকে না শুনতে বলছি না। কিন্তু আমার মনে হয় (এটি আমার একান্তই ব্যক্তিগত অভিমত), একইসাথে দ্বীন সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানকে আমাদের শক্তিশালী করতে হবে। যেই জ্ঞান ফরজে 'আইন, সেটির প্রতি অনেক বেশী যত্নবান হতে হবে আমাদের।

.

মূল সমস্যা হলো - ৫ মিনিটের একটি চমৎকার লেকচার শোনার সময় হয় আমাদের। কিন্তু তাওহীদ নিয়ে ১ ঘন্টার লেকচার শোনার ও আত্মস্থ করার সময় বের করতে পারি না আমরা। ফেইসবুকেই ছোট ছোট ঈমান জাগানিয়া লেখা পড়তে পছন্দ করি আমরা। হয়তো এতে ঈমান একটু তাজাও হয়। তবে দ্বীনের বুনিয়াদি বিষয় নিয়ে ৩০০ পৃষ্ঠার একটি বই দেখলেই ভয়ে মাথা ঘুরে ওঠে - 'এত বড় বই! কখন পড়বো? কীভাবে পড়বো?' কত প্রশ্ন!

.

‘ঈমান’ এত সহজ বিষয় নয় যে ফাউন্ডেশন শক্ত না হলেও শত আঘাতে টিকে যাবে। আপনি যখন ধাপে ধাপে আগাবেন, অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞানগুলো আগে আহরণ করবেন, ভিত্তি সুদৃঢ় করবেন - শাইত্বানের প্ররোচনায় ততো কম প্রভাবিত হবেন আপনি।

.

আমাদের শারী’আতের দিকে তাকান। আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) এঁর বিধান অনুযায়ী এর ভিত্তি সুদৃঢ় ও সুসংহত করার কাজ করেছেন সাহাবী (রাদিআল্লাহু আনহুম আজমা’ঈন)। নেতা হিসেবে ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) দ্বীন পূর্ণ করে দিয়েছেন। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই ভিত্তি ও কাঠামো অপরিবর্তিত থাকবে।

.

তাই নিজের ক্ষেত্রেও দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো আগে জানবো আমরা ইন-শা-আল্লাহ। আমাদের ‘আমল-আখলাকের কাঠামো তৈরী করতে হবে সেই মৌলিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। ভিত্তি যতো দৃঢ়, পরবর্তীতে সংশয়ও ততো কম। ‘আমলও হবে দরদমাখা।

.

আল্লাহুল মুসতা’আন।

#মৃত্যুঃ একটি রিমাইন্ডার

.

সর্বোত্তম মানুষ, সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত, মহান আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ও তাঁর প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছেন তাঁর প্রিয় স্ত্রী, উম্মুল মু'মিনীন ‘আয়িশা বিনতে আবু বকর (রাদিআল্লাহু ‘আনহা) এর ঘরে। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর পবিত্র মাথা ‘আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) এর কোলের ওপর।

.

‘আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মৃত্যুকাতর অবস্থায় দেখেছি। তাঁর পাশে একটি পানিভর্তি পেয়ালা ছিল। তিনি সেই পানিভর্তি পেয়ালাতে তাঁর হাত চুবিয়ে পানি নিয়ে তাঁর চেহারায়

তা মুছছিলেন। আর বলছিলেন - "হে মহান আল্লাহ, মৃত্যুকষ্ট ও মৃত্যুযন্ত্রণা লাঘবে আমাকে সাহায্য করুন।"

——

[জামে’ আত-তিরমিযীঃ অধ্যায় ১০ (কিতাবুল জানাইয), হাদীস ১৪। (তাহক্বীক - হাসান)]

.

সুনানে ইবনু মাজাহঃ অধ্যায় ৬ (কিতাবুল জানাইয), হাদীস ১৬২৩। (তাহক্বীক - হাসান)]

.

.

হে মুসলিম ভাইবোনেরা, আমাদের কী অবস্থা হবে?

ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার পর্যন্ত আমি তোতলা ছিলাম। ক্লাস থ্রি থেকে শুরু আমার তোতলামি। যত বড় হচ্ছিলাম, সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে তোতলামি বেড়ে যাচ্ছিলো।

.

পরিষ্কার মনে আছে, আমি একা একা চিন্তা করতাম - বাকী মানুষদের মতো আমারও জিহ্বা আছে। সুন্দর ও পরিপূর্ণ একটি জিহ্বা। তারপরেও আমি কথা বলতে পারতাম না। স্কুল-কলেজের সবাই কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়া মনের আনন্দে যখন কথা বলতো, আমি তখন এক কোনায় বসে নিজের কষ্টের কথা ভাবতাম। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তোতলামির বিষয়টি খুব কষ্টকর ছিল আমার জন্য।

.

এখন ভাবি - এই যে আমি এখন পরিপূর্ণভাবে কথা বলতে পারছি, এর জন্য কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) এঁর কাছে? যে কষ্টটুকু আমার অহর্নিশ সাথী ছিল, আমার রাব্বের অসীম করুণাতে সেই কষ্ট দূর হয়ে যাবার কারণে কতোটা কৃতজ্ঞ আমি? যেই জিহ্বা পরিপূর্ণ থাকার পরেও অকার্যকর ও আড়ষ্ট ছিল, সেটি কার্যকর হবার পরে সেই জিহ্বাকে নিজ রাব্বের স্মরণে কতটুকু ব্যস্ত রেখেছি আমি? লা হাওলা ইল্লা বিল্লাহ!

.

আসলে সব কিছু পরিপূর্ণ থাকাটাকেই আমরা স্বাভাবিকভাবে নেই। আপনার হাত, পা, জিহ্বা, চোখ, মুখ, দাঁত - শরীরের সব কিছু দেখতে পরিপূর্ণ হলেও কিছুই

ঠিকভাবে কাজ করতো না - যদি আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) না চাইতেন। এটিই সবচেয়ে বড় সত্য।

.

নিজ শরীরের বিষয়েই আমরা এত অসহায়!

.

তারপরেও #মানুষ_অকৃতজ্ঞ! আফসোস!

আমরা যখন স্কুলে পড়ি, তখন মোবাইল দুরে থাকুক - ঘরে ঘরে রঙিন টিভিও ছিল না।

সেই সময় থেকেই এই জাতীয় ম্যাসেজ দেখে এসেছি। স্কুল গেটের বাইরে কোন একজন লিফলেট বিলাতো। সেখানে অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা থাকত --

"সৌদি আরবের মক্কা নগরীর জনৈক .... স্বপ্নে দেখেছেন যে...........।

এই বার্তাটি আগামী ৩ দিনের মধ্যে ১০ জন মানুষকে পৌঁছাতে হবে। যদি পৌঁছাতে পারেন, তবে ৩ সপ্তাহের মধ্যে কামিয়াবী নিশ্চিত। যদি না পৌঁছাতে পারেন, তিন ঘন্টার মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত।

দয়া করে অবিশ্বাস করবেন না। অবিশ্বাস করার কারণে মদিনা শহরের শেখ...., ইরাকের জনৈক...., পাকিস্তানের...... ৩ ঘন্টার মধ্যে মারা গিয়াছেন।

বিনীত,

******** "

.

আমরা টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে সেই লিফলেট ১০ কপি করে পরিচিতজনদের দিতাম। যাঁদের দিতাম, তারা আবার মুখ কালো করে দৌড় দিতো ফটোকপির দোকানে। এই এক চেইন বিক্রিয়া শুরু হয়ে যেত!

.

প্রযুক্তি উন্নত থেকে উন্নততম হয়েছে। ফটোকপি করা লিফলেটের জায়গায় চলে এসেছে টেক্সট ম্যাসেজ, ইমেইল ইত্যাদি।

নতুন সংযোজন ফেইসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার।

.

আফসোস, লিফলেটের মূলভাবের আর পরিবর্তন হলো না!

□

ছবির প্রাণীটির নাম এল্ক (Elk)। হরিন প্রজাতির এই প্রাণীটি কোনো এই মুহূর্তের অসতর্কতায় পা পিছলে এই ছোটো পাহাড়ী খাদে পড়ে যায়। নড়াচড়ার সুযোগটুকুও পায় নি প্রাণীটি। এভাবেই মৃত্যু ঘটে 'এল্ক'টির।

.

দুনিয়ার লোভনীয় জীবন, এই জীবনের ফিতনাহ, মৃত্যুর কষ্ট, কবরের জীবন, সেখানকার ভয়ংকর পরিস্থিতি – সামান্য এই একটি ছবি থেকে কতো কিছুই না শেখার আছে একজন মুসলিমের!

.

আল্লাহুম্মা ইন্না না'উযুবিকা মিন ফিতনাতিল মা'হইয়া ওয়াল মামাত!

হে আল্লাহ, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনাহ থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই আমরা।

—

মূল ছবিটি ভাই Sujauddin F. Sohan এর টাইমলাইন থেকে সংগৃহীত।

ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি।

.

রিযিক্ব নিয়ে বেশ বড় ধরণের পেরেশানীতে আছি গত মাস দুইয়েক। সম্মানজনক একটি হালাল চাকুরী খুঁজছি বেশ কিছুদিন ধরে।

.

আমার জন্য অভিজ্ঞতাটুকু নতুন। তাই নিজের অন্তরের প্রকৃত অবস্থা দেখে বিস্মিত হচ্ছি প্রায়ই।

.

আল'হামদুলিল্লাহ, রিযিক্বের পেরেশানী, আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) এঁর ক্বাদর, মুসলিমের জীবনে পরীক্ষা, পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গুনাহ মাফ - এই সংক্রান্ত

প্রায় সকল বিষয়ে প্রাথমিক ও বুনিয়াদী জ্ঞান থাকার পরেও শাইত্বান প্ররোচিত করেই চলেছে। একা থাকলেই সব চিন্তা একসাথে এসে মনে ভর করছে।

.

সুব’হানাল্লাহ, খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছি - ‘ইলম থাকা’ আর ‘ইলমের উপর আমল করা’ দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। আল্লাহুল মুসতা’আন।

.

আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) আমাকে ও আমাদেরকে ‘ইলমের উপর আমল করার তাওফীক্ব দিন। দু’আর মুহতাজ।

বদর প্রান্তরের শহীদদের নাম। রাদিআল্লাহু তা’আলা ‘আনহুম আজমা’ঈন।

.

নামের শুরুতেই সুরা আলে ইমরানের ১২৩ নাম্বার আয়াত।

.

“وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ”

“বস্তুতঃ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো।”

.

বদরে ১ম গিয়েছিলাম ২০১৫ সালে, সপরিবারে। আবার গেলাম এবার; ৩ বছর পর। সাথে ছিলো আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) এঁর ওয়াস্তে ভালোবাসি - এমন কিছু ভাই।

.

অপ্রকাশ্য অনুভূতি, সুব’হানাল্লাহ!

পঞ্চম আব্বাসীয় খলীফা হারুন-উর-রাশীদ আসছেন পবিত্র হাজ্জ পালন করতে। সমগ্র আরবের বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন শ্রেনীর মানুষ হাজ্জের সময় জড়ো হয়েছেন মক্কা আল মুকাররামায়। এঁদের অনেকের ইচ্ছে - হাজ্জের সময়ে খলীফার সাথে একবার দেখা করে নিজেদের প্রয়োজন মেটানার চেষ্টা করবেন।

.

.

এক বেদুঈন আরব এসেছেন তাঁর বালক পুত্রকে সাথে নিয়ে। হতদরিদ্র বেদুঈনও খলীফার সাথে দেখা করে নিজের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর কথা মাথায় রেখেছিলেন। বাইতুল্লাহর প্রাঙ্গনে একদিন সেই সুযোগ পেয়েও গেল বেদুঈন। কিন্তু খলীফা হারুন-উর-রাশীদকে দেখে থমকে গেলেন তিনি!

.

বেদুঈন খুব কাছ থেকে দেখলেন - প্রতাপশালী, ক্ষমতাবান খলীফা হারুন-উর-রশীদ বাইতুল্লাহ কা'বার গিলাফ ধরে আছেন। মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা বলছেন আর শিশুর মতো অঝোরে কাঁদছেন।

.

.

বেদুঈনপুত্র তার বিস্মিত বাবাকে খলীফার সাথে দেখা করার কথা মনে করিয়ে দিল। কিন্তু বাবার মন তখন অন্য কোন চিন্তায় মগ্ন। আরেকবার তাড়া দেয়ার পর বেদুঈন তাঁর সন্তানকে বললেন,

.

"তাকিয়ে দেখো বাবা, পৃথিবীর বাদশাহ কিভাবে কেঁদে চলেছেন বিশ্বচরাচরের বাদশাহর দরবারে! আমার মালিক এবং তাঁর মালিক তো অভিন্ন। আমার কী হয়েছে যে বিশ্বচরাচরের বাদশাহর দরবারে নিজের প্রয়োজনের কথা না বলে পৃথিবীর বাদশাহর কাছে সেই কথা বলবো? অবশ্যই আমার প্রয়োজনের কথা সেই পালনকর্তার কাছে বলবো যিনি সবকিছুর অমুখাপেক্ষী।"

.

.

বলা বাহুল্য, হতদরিদ্র সেই বেদুঈনের যাবতীয় প্রয়োজন মহান আল্লাহ তা'আলা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। সুবহা'নাল্লাহি ওয়া বি'হামদিহী!

.

নিশ্চয়ই চিন্তাশীলদের জন্য এই ঘটনার মধ্যে উত্তম শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

.

জাযাকুমুল্লাহু আহসানাল জাযা।

নিজের অন্ধকার অতীত খুঁড়ে ভবিষ্যতের জ্বালানী খুঁজে ফিরি প্রায়ই !

.

প্রথাগত রশদ না, দ্বীনি রশদ।

.

বিষয়টি অদ্ভুত কিনা - জানি না।

.

আল্লাহুল মুসতা’আন।

“...আপনার পালনকর্তার দেয়া রিযিক্ব উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।”

.

সুরা ত্বোয়া-হা, ১৩১।

——

#সেল্ফ_রিমাইন্ডার!

ছবি কিংবা চেক ইন ছাড়া হাজ্জ হয় না???

দুঃখজনক!

সৌদিআরবে যুলহিজ্জা মাসের চাঁদ দেখা গেছে। সেই হিসেবে আগামীকাল ১২ আগষ্ট হবে ১লা যুলহিজ্জা।

.

ইয়াওমাল আরাফাহ (আরাফাতের দিন) হবে ২০ আগষ্ট। ঈদুল আযহা / ইয়াওমান নাহর হবে ২১ আগষ্ট।

.

বাংলাদেশে সম্ভবত ১৩ আগষ্ট থেকে যুলহিজ্জা মাস শুরু হবে (চাঁদ দেখা সাপেক্ষে)।

.

#বছরের_শ্রেষ্ঠ_১০_দিনের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে নিতে পারি আমরা বিইযনিল্লাহি তা'আলা।

.

দু'আর মুহতাজ আপনাদের।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

"হে মহান আল্লাহ।

আমি আপনার ক্রোধ থেকে আপনার সন্তুষ্টির কাছে আশ্রয় চাই।

আপনার শাস্তি থেকে আপনার ক্ষমার কাছে আশ্রয় চাই।

আপনার পাকড়াও থেকে আপনার কাছেই আশ্রয় চাই।

আমি আপনার প্রশংসা করে শেষ করতে পারব না (যেভাবে করা উচিত)।

আপনি তেমনই - যেমন আপনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন।"

.

[সহীহ মুসলিমঃ অধ্যায় ৪ (কিতাবুস সালাত), হাদীস ৯৮৬।

সুনানে আন-নাসা'ঈ অধ্যায় ১ (কিতাবুত ত্বাহারাত), হাদীস ১৬৯.

সুনানে আবু দাউদঃ অধ্যায় ২ (কিতাবুস সালাত), হাদীস ৮৭৮]

“সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরণের মোহ হলো - আপনি জান্নাতের ফল আশা করছেন, কিন্তু (কাজে-কর্মে) জাহান্নামের বীজ বপন করে চলেছেন।”

.

[মুহাম্মাদ ইবনে ‘হীব্বান রাহিমাহুল্লাহ।

রওদাতুল ‘উক্বালা ওয়া নুযহাতুল ফুদ্বালা, পৃষ্ঠা ২৮৩]

____

#বাস্তবতা

“পৃথিবী মহান আল্লাহর কাছে অতি তুচ্ছ, নগন্যের থেকেও নগন্য - যদিও পৃথিবীর একচ্ছত্র মালিকানা শুধুই তাঁর।

.

তাই কোন যুক্তিতে আপনি পৃথিবীকে বেশী প্রাধান্য দিবেন - যখন এটির মালিক কখনোই আপনি না?"

.

~ ইয়া’হইয়া ইবনু মু’আয রাহিমাহুল্লাহ

(হিলইয়াত আল আওলিয়া, পৃষ্ঠা ১৪৫৪। ভাবার্থ)

____

#সালাফদের_কথা

প্রসঙ্গঃ আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন ও সুরা আল-হুজুরাত এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নির্দেশ।

____

.

আমাদের, মুসলমানদের, প্রাত্যহিক জীবন যাপনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের উপর পরিষ্কার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে কুরআনুল কারীমের ৪৯ তম সুরা "আল-হুজুরাত" এর কয়েকটি আয়াতে।

.

#১ম_নির্দেশঃ

"মু'মিনগণ! যদি কোন ফাসিক্ব (মুসলিম, কিন্তু পাপাচারী) ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা (সংবাদের সত্যতা) পরীক্ষা করে দেখবে - যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও।"

.

#২য়_নির্দেশঃ

"মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের (বিবাদমান) দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং মহান আল্লাহকে ভয় করবে - যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।"

.

#৩য়_নির্দেশঃ

"মু'মিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। এবং কোন নারী যেন অপর নারীকেও উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে।"

.

#৪র্থ_নির্দেশঃ

"তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদের মন্দ নামে ডাকা পাপ। যারা এইরকম কাজ থেকে তাওবাহ না করে - তারাই অত্যাচারী।

.

#৫ম_নির্দেশঃ

"মু'মিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গুনাহ। এবং (অন্যের) গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না।"

.

#৬ষ্ঠ_নির্দেশঃ

"তোমাদের কেউ যেন কারও পেছনে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে (মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়াকে) ঘৃণাই কর। মহান আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় মহান আল্লাহ তাওবাহ কবুলকারী, পরম দয়ালু।"

.

[আয়াত ৬, ১০, ১১ ও ১২]

.

.

ওয়াল্লাহি - উপরের প্রত্যেকটি কুকর্মকে আমাদের সমাজে "অতি স্বাভাবিক কর্ম" হিসেবেই দেখা হয়। অথচ মহান আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে এই খারাপ কাজগুলো থেকে আমাদের বিরত থাকতে বলেছেন।

.

শুধুমাত্র "পৈতৃকসূত্রে মুসলিম" হয়েই নিজেদেরকে সর্বে-সর্বা ভাবার কোন যুক্তিই নেই। আমাদেরকে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রদর্শিত পথ আঁকড়ে থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টা প্রতি মুহূর্তে করে যেতে হবে।

.

আমরা "মুসলিম" হয়ে কোনভাবেই মহান আল্লাহ তা'আলাকে কিংবা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ধন্য করি নি। বরং দ্বীন ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে নিজেদেরকে যাবতীয় জঘন্য বিষয় থেকে (উভয় জীবনের) রক্ষা করার সুযোগ করে নিতে পেরেছি মাত্র।

আল'হামদুলিল্লাহ, সুম্মা আল'হামদুলিল্লাহ!

.

"তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে) ধন্য করেছে মনে করে। বলুন - তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না। বরং মহান আল্লাহ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাক।"

.

[আয়াত ১৭]

.

.

পরিবর্তনের যাত্রা শুরু হোক এই মুহূর্ত থেকেই - বিইযনিল্লাহ।

মানুষটি মারা গেছেন ঘন্টা দেড়ের কিছু সময় আগে। অথচ শরীর কী অদ্ভুত রকমের ঠান্ডা। এরই মধ্যে সবাই নাম না ধরে "লাশ" বলে সম্বোধন করা শুরু করে দিয়েছে। জাগতিক বাস্তবতা বুঝি একেই বলে।

.

মানুষটির শুয়ে থাকা দেখে অবশ্য বোঝার উপায় নেই যে তিনি মারা গেছেন। সফেদ সাদা কাপড় বিছানায় পাতা। তার ওপরে শুইয়ে রাখা হয়েছে মানুষটিকে। বাহির থেকে কেউ এলে মনে করবেন- ঘুমিয়ে আছেন মানুষটি। একটু জোরে কথা বললেই ঘুম থেকে উঠে বসবেন।

.

মরা বাড়ির কোনো আবহ নেই বাসায়। যাঁদের কাঁদার কথা, তারা একদম নিশ্চুপ। মানুষটির মা'কে কড়া ঘুমের ওষুধ দিয়ে পাশের রুমে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। স্ত্রী বসে আছেন স্বামীর মৃতদেহের পাশে। নিশ্চল-নিশ্চুপ। সাড়ে পাঁচ বছরের ছোট ছেলে আরহাম ঘুরে-ফিরে তার বাবার মৃতদেহ দেখছে। আর কিছুক্ষণ পরপর বাবার কপালে চুমু খাচ্ছে। ঠিক বাবা ঘুমিয়ে থাকলে যা করে। পার্থক্য - শুধু বাবা তার উঠছে না ঘুম থেকে।

.

বেশ খানিক ক্ষণ বাদে রণে ভংগ দিয়ে আরহাম তার মা'র কোলে ঢুকে বসে রইলো।

.

মরা বাড়ির বাকি মানুষজন বিব্রত সময় পার করছে। মরা বাড়িকে মনে হবে মাছের বাজার। কবরস্থানের নিরবতা সেখানে অতি শ্রুতিকটু। অতি কাছের মানুষ কান্নাকাটি না করলে বড় সমস্যা। তাঁদের বাদ দিয়ে জোরেশোরে কান্না করা যায় না। হাজিরানে

মজলিশে এই নিয়ে কানাঘুঁষা শুরু হয়ে গেছে। সেই কানাঘুঁষার কিছু স্ত্রীর কানেও পৌঁছেছে।

.

আরো কিছুক্ষণ পরে আরহামকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলা। মাহরাম আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের ক্লান্ত গলায় বললেন,

- আপনারা তাঁর গোসলের ব্যবস্থা করুন দয়া করে।

.

পাঁচতলার ভদ্রলোক পর্দার ওপাশ থেকে গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

- আত্মীয়-স্বজনদের সবাইকে খবর দেয়া হয়েছে কি ভাবী?

- আমি নিজেই খবর দিচ্ছি ভাই। আপনারা গোসলের বন্দোবস্ত করুন। বাদ জোহর জানাজা হবে ইনশা আল্লাহ। দাফন ক্যান্টমেন্ট কবরস্থানেই হবে। দয়া করে ব্যবস্থা করুন আপনারা। মানুষটি বেঁচে থাকতে অসংখ্যবার বলে গেছেন - মারা যাবার পরে যত দ্রুত সম্ভব দাফন করতে তাঁকে। দেশের বাড়ি নিয়ে যেতে মানা করে গেছেন বারবার। মরা বাড়ির কান্নাকাটির শব্দ তাঁর কখনোই পছন্দ ছিল না। আমি শুধু চেষ্টা করছি খেলাচ্ছলে বলে যাওয়া তাঁর কথা রাখতে।

.

একটানা কথা বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা। তাঁর অনেক কাজ বাকি এখনো। সবাইকে খবর দিতে হবে। "বাদ জোহর জানাজা" এবং "ঢাকা শহরেই কবর" - এই দুটো বিষয়ে সবাইকে রাজী করাতে হবে; যে কোন কিছুর বিনিময়ে। ভেঙে পড়ার কিংবা শোক প্রকাশের অনেক সময় পাওয়া যাবে। আগে তো মানুষটির ওয়াসিয়াত মতো ‘বিদায়’ নিশ্চিত করতে হবে তার।

.

.

পাহাড় সমান দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মোবাইল নিয়ে বসলেন তিনি। অনেক কাজ বাকি, অনেক কাজ!

.

.

মুহাম্মদ জাভেদ কায়সারের দাফন শেষ হলো বিকেল তিনটায়। সাড়ে তিন হাত মাটির ভেতরে নিজের কাফনের কাপড় ছাড়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর একটি মাত্র সুন্নাহ নিয়ে গেলেন মুহাম্মদ জাভেদ কায়সার -'বুক সমান কাঁচা-পাকা কোকড়ানো দাড়ি'।

.

কাঠফাটা দুপুরে কোথা থেকে যেন রাজ্যের মেঘ এসে হাজির হলো। দাফনের পরপরেই ঢাকার আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল।

.

আরহাম মায়ের কোল থেকে দুরে সদ্য দাফন করা বাবার কবরের উপরে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়া দেখছে।

ছোট্ট আরহাম শুধু জানে না - তার দাদা'র (বাবার বাবা'র) দাফনের পরও ঠিক এভাবে কেঁদেছিল আকাশ!

.

[২০১২ সালের রামাদানে লেখা। মৃত্যুর মতো ধ্রুব সত্যকে নিজেকে স্মরণ করানোর প্রয়োজন।

বারবার!

.

আগামী ক্রিষ্টমাসে বেঁচে থাকলে মরিশাসে ট্রাভেল করে কি কি করবো - সেটি নিয়ে লিখতে পারলে (যা নিশ্চিত হবে - এমন সম্ভবনা ১% ও নেই), নিজের মৃত্যু নিয়ে (যা না হবার সম্ভবনা বিন্দুমাত্রও নেই) কেন লিখতে পারবো না আমরা?

.

মৃত্যুকে স্মরণ করুন বেশী করে। এটি দুনিয়ার প্রতি মোহ বিনষ্টকারী ও হৃদয় কোমলকারী]

জাবির বিন সামুরা রাদিআল্লাহু ‘আনহু বলেন -

.

“আমি এক পরিষ্কার রাতে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর চেহারার দিকে তাকাচ্ছিলাম, আরেকবার পূর্ণিমার চাঁদের দিকে দেখছিলাম। তিনি একটি লাল হুল্লা পরিহিত ছিলেন। শেষে আমি এই উপসংহারে আসলাম যে, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) পূর্ণিমার চাঁদের চাইতেও বেশী আকর্ষণীয়, সুন্দর, উজ্জ্বল।"

.

[জামে' আত-তিরমিযীঃ অধ্যায় ৪১ (কিতাবুল আদাব), হাদীস ২৮১১]

.

#সাল্লাল্লাহু_আলাইহি_ওয়াসাল্লাম

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

.

অপারেশন শেষে আজকে সেলাই কাটলো, যদিও একটি সেলাই কিছুটা কাঁচা এখনো। আল'হামদুলিল্লাহি তা'আলা।

.

কিছু দিনের মধ্যেই "বাইতুল্লাহর মুসাফির" হিসেবে হাজ্জের জন্য যাত্রা শুরু করার ইচ্ছা, যদি আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) কবুল করেন। দু'আতে স্মরণ রাখবেন আমাকে আপনারা ইন-শা-আল্লাহ।

.

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান - অসুস্থতার সময় আপনাদের সবার আন্তরিক দু'আর জন্য।

ছোট্ট একটা অপারেশন হবে আমার আগামী পরশুদিন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক কিছু অসুস্থতা ও জটিলতার কারণে অপারেশনটা ডক্টরদের কাছে কিছুটা জটিল মনে হচ্ছে। আল্লাহুল মুসতা’আন।

.

আমার সব ভাইবোনদের কাছে দু’আ চাই। আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) যেন অপারেশনটা সহজ করেন এবং অপারেশন পরবর্তী সেরে ওঠা এই গুনাহগার বান্দার জন্য সহজ করে দেন। আ-মীন।

.

একইসাথে সবার কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি। যদি কোনোদিন জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতে কোনো কষ্ট দিয়ে থাকি, মহান আল্লাহর জন্য এই ভাইকে ক্ষমা করবেন মেহেরবানী করে।

.

“আল্লাহুম্মা, রাব্বিন নাস! আযহিবিল বা’স। ওয়াশফি, আনতাশ শাফি। লা শিফাআ ইল্লা শিফাউক। শিফাআন লা ইয়ুগ্বাদিরু সাক্বামা।”

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمً

"হে মহান আল্লাহ! হে মানুষের প্রতিপালক! আপনি কষ্ট দূর করে দিন ও আরোগ্য দান করুন। (যেহেতু) আপনিই রোগ আরোগ্যকারী। আপনার আরোগ্য দান হচ্ছে প্রকৃত আরোগ্য দান। আপনি এমনভাবে রোগ নিরাময় করে দিন, যেন তা রোগকে নির্মূল করে দেয়।"

.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

24 june, 2018

প্রসংগঃ রামাদানুল কারীম এর শেষ মুহূর্ত ও ধ্বংসের শ্রেণী থেকে নাম কাটানো

.

এই বছরের রামাদানের শেষ দিনগুলো পার করছি আমরা।

.

.

আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। একবার খুৎবা দেওয়ার জন্য রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখেন, তখন বললেন - 'আমীন'। দ্বিতীয় সিঁড়িতে যখন পা রাখেন, তখন বললেন - 'আমীন'। একইভাবে তৃতীয় সিঁড়িতে পা রেখেও বললেন, 'আমীন'।

.

সালাত শেষে সাহাবীরা (রাদিআল্লাহু আনহুম) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তিনবার 'আমীন' (এমনটি আগে কখনো হয় নি) বলার কারণ জিজ্ঞেস করলে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

.

''আমি যখন মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখি, তখন জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) আসেন এবং বলেন, 'ধূলোয় ধুসরিত হোক তার নাক, যে রামাদান মাসের সাওম পেল অথচ গুনাহ মাফ করাতে পারল না'। এর জবাবে আমি বললাম- 'আমীন'।

.

দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখার সময় জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) বললেন, 'ধূলোয় ধুসরিত হোক তার নাক, যে বা যারা তার মা-বাবা কিংবা উভয়ের যে কোনো একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল, অথচ তাদের খিদমত করে জান্নাত হাসিল করতে পারল না'। আমি জবাবে বলেছি- 'আমীন'।

.

তৃতীয় সিঁড়িতে যখন পা রাখলাম, জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) বললেন, 'ধূলোয় ধুসরিত হোক তার নাক, যার সামনে আপনার (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাম নেওয়া হলো, অথচ সে দরুদ পড়ল না'। জবাবে আমি বলেছি- 'আমীন'।"

.

[• জামে’ আত-তিরমিযীঃ হাদীস ৩৫৪৫।

• সহীহ ইবনে হিব্বানঃ খন্ড ৩/১৮৮, হাদীস ৯০৭।

• সহীহ ইবনে খুযাইমাহঃ খন্ড ৩/১৯২, হাদীস ১৮৮৮।

• সহীহ আল-জামে’, হাদীস ৩৫০১।

• আত-তারগীব ওয়া আত-তারহীবঃ হাদীস ১৬৭৯]

.

.

এখন সবচে' গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো -

.

“ধূলোয় ধুসরিত হোক তার নাক (ধ্বংস), যে রামাদান মাসের সাওম পেল অথচ গুনাহ মাফ করাতে পারল না" - জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) এর দু'আ এবং সাথে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর “আমীন” বলার মতো নিকৃষ্ট ও নিশ্চিত ধ্বংসের শ্রেণী থেকে কি নাম কাটাতে পেরেছি কি আমরা?

.

মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাই, রক্ষা চাই, নিস্তার চাই সেই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে!

.

.

আবারও মনে করিয়ে দেই - এই বছরের রামাদানের শেষ দিনগুলো পার করছি আমরা। নাম কাটানোর জন্য শেষ সুযোগগুলোও চলে যাচ্ছে।

.

বাকী সিদ্ধান্ত আপনাদের।

.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

"জীবন" কী?

.

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত।'

[সহীহ মুসলিম, ২৯৫৬,

জামে' আত- তিরমিযি, ২৩২৪,

সুনান ইবন মাজাহ, ৪১১৩,

মুসনাদ আহমদ ৮০৯০, ২৭৪৯১, ৯৯১৬]

—

.

অনেকের কাছে প্রকৃতই "জীবনের অর্থ" হলো ৮ ফুট x ৮ ফুট দৈর্ঘ-প্রস্থের একটি রূম। টিমটিমে হলুদ আলোয় ২৪ ঘন্টার অধিকাংশ সময় জিজ্ঞাসাবাদের নামে অমানুষিক টর্চার।

.

সুব'হানাল্লাহ; নিষ্ঠুর, নৃশংস সেই টর্চার তাঁদের ঈমানের ভিত্তিকে শুধু মজবুত -ই করে চলেছে; ইঞ্চিমাত্র নড়াতেও পারে নি।

.

.

রামাদানের এই শেষ দশকের মুবারক সময়ে পৃথিবী জুড়ে কুফফার , মুশরিক ও ত্বাগুতের কারাগারে নির্যাতিত-নিপীড়িত দ্বীনি ভাইবোনদের আমাদের দু'আতে স্মরণ করতে যেন ভুলে না যাই আমরা। এইটুকু তো আমাদের উপর তাঁদের নুন্যতম দাবী।

.

হে মহান আল্লাহ,

আপনি সকল কারাগারের অভ্যন্তরে #নির্যাতিত_মুসলিম ভাইবোনদের মুক্তি তরান্বিত করুন।

তাঁদের মনে প্রশান্তি দান করুন।

তাঁদের এই ত্যাগের বিনিময়ে উভয় জীবনে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন।

আ-মীন।

জনৈক ভাই এক শাইখকে জিজ্ঞেস করেছিলেন - “শাইখ, ফজরের সময় বাতাস এত সুশীতল, প্রশান্তিকর থাকে কেন?

.

শাইখ উত্তর দিয়েছিলেন - “ফজরের ওয়াক্তে মুনাফিক্বরা উঠতে পারে না; তারা ঘুমিয়ে থাকে - তাই।”

দুঃখজনক হলেও সত্য - এই শা’বান ও রামাদানে ফেইসবুকে ভাইদের মধ্যে যে পরিমান কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি দেখেছি, নিকট অতীতে এমন দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। অসহিষ্ণুতা চরম পর্যায়ে চলে যাচ্ছে কিংবা গেছে।

.

ইখতিলাফী মাসআলার বিষয়ে অনেককেই “কঠোরতম” অবস্থায় দেখেছি। অন্য একটি প্রতিষ্ঠিত ও গ্রহনযোগ্য মতের উপর আমল করার জন্য এক মুসলিম ভাইয়ের প্রতি আরেক মুসলিম ভাইকে ‘আল-বারা’ পর্যন্ত প্রয়োগ করতেও দেখেছি। আবার নিকৃষ্ট এই কাজের জন্য গর্ব করেও বেড়াচ্ছেন !

.

কটু কথা, খোঁচা মারা, পদে পদে ভুল ধরার আপ্রাণ চেষ্টা, গালাগালি তো অতি সহজ বিষয় হয়ে গেছে; এমন কি এই রামাদানেও। সুব’হানাল্লাহ!

.

ইত্তাক্বুল্লাহ। ইত্তাক্বুল্লাহ। ইত্তাক্বুল্লাহ।

আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) কে ভয় করুন।

ভয় করুন।

ভয় করুন।

.

ওয়ামা ‘আলাইনা ইল্লা আল-বালাগ। মা’আসসালামাহ।

তিনটি বিশেষ স্থান ও উম্মুল মু'মিনীন এঁর কান্না

____

.

উম্মুল মু'মিনীন আ'য়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কেঁদে উঠলাম। তখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আ'য়িশা! তুমি কেন কাঁদছো?"

.

জবাবে আ'য়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা) বললেন, "জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদছি। ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আপনারা কি কিয়ামতের দিন আপনাদের পরিবার- পরিজনের কথা স্মরণ রাখবেন?"

.

উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন -

.

"তিনটি স্থানে কেউ কাউকে স্মরণ রাখবে না। তা হলোঃ

.

(১) মীযানের কাছে। সেখানে প্রত্যেকেই নিজের নেকীর ওজন ভারী না হালকা হয়, সেই দিকেই খেয়াল রাখবে।

.

(২) যখন আমলনামা দিয়ে বলা হবে - ওহে! নাও তোমার আমলনামা, পড়ে দেখ। তখন প্রত্যেকেই এ চিন্তায় বিভোর থাকবে যে, তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হয়, না পিছনে থেকে বাম হাতে দেয়া হয়।

.

(৩) পুলসিরাতের কাছে। যখন তা জাহান্নামের দুই পার্শ্বের উপর স্থাপন করা হবে।

.

[সুনানে আবু দাউদঃ অধ্যায় ৪২ (কিতাবুস সুন্নাহ), হাদীস ৪৩৭৩]

.

.

ভয়ংকর এই স্থানগুলোতে নিজের উত্তম আমল ও মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলার দয়া ও ক্ষমাই আমাদের একমাত্র সম্বল।

.

কিছু কি সঞ্চয় করতে পেরেছি আমরা নিজেদের জন্য? সম্বল কিছু রয়েছে কি আমাদের সেই স্থানগুলোর জন্য?

.

মুবারাক এই মাসে চেষ্টা করবো না সহায়-সম্বল বাড়াতে?

প্রস্তুতি তবে শুরু হোক; বিইযনিল্লাহ। আজ, এখন থেকেই!

বিয়ের সব আয়োজন সম্পন্ন ছিল। বরযাত্রীও আসার অপেক্ষায়। কিন্তু বর সেজে হাজির হওয়া হলো না আর ভাই মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন এর।

.

বিয়ের দিন সকাল এগারোটায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন বর জয়নাল।

.

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

.

যেই বিয়ের গেট দিয়ে বর হিসেবে বের হয়ে আসার কথা ছিল ভাই জয়নাল আবেদীনের, সেই বিয়ের গেট দিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে বের হতে হলো মৃত জয়নাল আবেদীনকে।

.

আমরা #মৃত্যুকে দূরবর্তী মনে করি; অথচ #মৃত্যু আমাদের অত্যন্ত কাছেই।
আফসোস; আমরা যদি বুঝতাম শুধু!

.

.

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও।...."

[সুরা আন-নিসা, আয়াত ৭৮]

____

.

[২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ এর ঘটনা।

স্থানঃ চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার নাজিরহাট পৌরসভার কুম্ভারপাড়া এলাকা]

আবু যুরয়া আর রাযী! বিখ্যাত ইমাম। ইমাম মুসলিম, তিরমিজী, নাসায়ীর উস্তাদ তিনি। ইমাম যাহাবীর ভাষায়, "সায়্যিদুল হুফফাজ"! বায়হাকী ইমাম আহমদ থেকে বর্ণনা করেন, 'আবু যুরয়া ছয় লাখ হাদিসের হাফেজ"!

.

ইমাম আবু যুরয়ার ইন্তেকাল এর ঘটনা। ২৬৪ হিজরী! ইন্তেকালের আগ মুহুর্তে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত তিনি। বড় বড় আলেম, সুলাহা ফুকাহারা জমায়েত হলেন তার পাশে।

.

হাদিসে ভাষ্য অনুযায়ী, মরণাপন্ন ব্যক্তিকে কালেমার তালকীন করতে হয়। কিন্তু এত বড় ব্যক্তিত্বকে তালকীন করতে তারা লজ্জা পাচ্ছিলেন। হঠাৎ তারা উপায় পেয়ে গেলেন, শুরু করলেন হাদিসের মুযাকারা। উপস্থিত মুহাদ্দিসদের একজন, তালকীনের হাদিসের সনদ পাঠ শুরু করেছেন মাত্র, আর সাথে সাথেই মৃত্যুপথযাত্রী ইমাম আবু যুরয়া বলতে লাগলেন

.

"حدثنا بندار و ساق إسناده ال محمد رسول الله ﷺ أنه قال، "من كان اخر كلامه لا اله الا الله

.

(আমাকে বুনদার বর্নণা করেছেন, তিনি অমুক থেকে.. এভাবে রাসূল সা. পর্যন্ত সনদ উল্লেখ করে বলেন, রাসূল সা. বলেছেন যার শেষ কথা হবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ..")

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পর্যন্ত বলেই তিনি ইন্তেকাল করলেন!

.

পূর্ণ হাদিস হচ্ছে, যার শেষ কথা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

.

আল্লাহু আকবর! সারা জীবন হাদিসের খেদমত করেছেন। মৃত্যুকালেও সনদসহ হাদিস বর্ণনা... কালেমা পড়তেই মৃত্যু। দয়াময়ের কাছে দুয়া করি, এমন সৌভাগ্যের ইন্তেকাল আর সালাফের মত নামাজের তাওফীক আমাদেরও নাসীব হোক! আমীন!

.

সুপ্রিয় উস্তায, মুফতী Abdullah Al Mahmud এর লেখা।

...যদি কখনও এমন কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হন যে মনে হচ্ছে, আপনি আর পারছেন না, তখন জান্নাতে প্রবেশের প্রথম মুহূর্তটির কথা চিন্তা করার চেষ্টা করুন। সবসময় সেই মুহূর্তটির কথা স্মরণ করবেন, আপনার মনে গেঁথে রাখবেন।

.

কল্পনা করুন, দুনিয়াতে সবচেয়ে কষ্টে কাটানো ব্যক্তিকে ইয়াওমুল কিয়ামাহর দিনে আল্লাহ তাআলা কয়েক মুহূর্তের (এমনকি এক মিলি সেকেন্ডের চেয়েও কম মুহূর্ত) জন্য জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তারপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন – তুমি কি এর আগে কিছু দেখেছিলে? দুনিয়াতে কি তুমি কোনো কষ্টে ছিলে? সে উত্তর দিবে – ওয়াল্লাহি, না। কোনো কষ্টই ছিল না আমার দুনিয়ার জীবনে। সে কিছুই মনে করতে পারবে না।

.

কেবল সেই দৃশ্যটা কল্পনা করুন, এটা আপনার সবরের শক্তি জোগাবে।

.

#তাওহীদ_সিরিজের ২৪তম পর্ব - “সবরের নির্যাস”!

৩০৯ বছর গুহায় ঘুমিয়ে থাকার পর আসহাবে কাহফের যুবকরা তাঁদের একজনকে শহরে “পবিত্র খাবার” (Purest Food/Lawful Food) কেনার জন্য পাঠিয়েছিলো। তাঁদের আয় নিশ্চিত করেই হালাল ছিল। তারপরেও নির্দিষ্টকরে “পবিত্র খাবার” কিনে আনার কথা বলেছিলো তাঁরা।

.

অথচ আমরা দিব্যি, প্রতিনিয়ত হারাম আয়ের মাধ্যমে অর্জিত খাবার কিনে সপরিবারে খাচ্ছি।

.

.

কে প্রকৃত #ঘুমন্ত ছিল বা আছে?

আসহাবে কাহফের যুবকরা?

নাকি আমরা?

____

#ব্যক্তিগত_মত

রামাদান মাসে একজন মুসলিমের জন্য প্রস্তাবিত রুটিন

Mohammad Javed Kaisar·Wednesday, 25 April 2018

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য।

আল্লাহ তা'আলা সকলের সৎ কথা ও কাজ কবুল করুন এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে আমাদেরকে ইখলাস (একনিষ্ঠতা) দান করুন।

এটি এই মুবারক মাসে একজন মুসলিমের জন্য প্রস্তাবিত রুটিন।

রামাদান মাসে একজন মুসলিমের সারাদিন

একজন মুসলিম তাঁর দিন শুরু করবে ফজরের সালাতের আগে সেহেরী গ্রহণের মাধ্যমে। উত্তম হচ্ছে - যদি রাতের শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করে সেহেরী গ্রহণ করা যায়। আযানের আগে তিনি ফজরের সালাতের জন্য প্রস্তুতি নিবেন। বাসা হতে ওজু করে আযানের আগেই মসজিদে যাবেন। মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে 'তাহিয়্যাতুল

মসজিদ’ দুই রাকাত সালাত আদায় করবেন। এরপর মুয়াজ্জিন আযান দেয়ার আগ পর্যন্ত বসে বসে দোয়া-দুরূদ, কুরআন তিলাওয়াত বা যিকির-আযকারে মশগুল থাকবেন। আযান দিলে মুয়াজ্জিনের সাথে সাথে আযানের বাক্যগুলোর পুনরাবৃত্তি করবেন। আযান সমাপ্ত হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত দু’আ পাঠ করবেন। এরপর ফজরের দুই রাক’আত সুন্নাত নামায আদায় করবেন। তারপর ফরজ সালাত দাঁড়ানোর আগ পর্যন্ত যিকির, দু’আ ও কুরআন তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করবেন।

“সালাতের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তি সালাতেই রয়েছেন”। [বুখারী (৬৪৭) ও মুসলিম (৬৪৯)]

জাম’আতের সাথে সালাত আদায় শেষে, সালাম ফিরানোর পর তিনি মাসনুন দু’আসমূহ পাঠ করবেন। এই মাসনুন দু’আর ‘আমল প্রতি ওয়াক্তের সালাতের পরে করবেন। এরপর চাইলে সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে থেকে যিকির, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকবেন। এটি করতে পারলে ভাল। ফজরের পর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবে ‘আমল করতেন। এরপর সূর্যোদয়ের পর সূর্য কিছুটা উপরে উঠলে এবং উদয়ের পর ১৫ মিনিটের মতো অতিক্রান্ত হলে তিনি চাইলে সালাতুদ্ দোহা তথা চাশ্তের নামায (সর্বনিম্ন দুই রাক’আত) আদায় করবেন। এটি ভাল। আর চাইলে কিছুটা দেরী করে এই নামায পড়ার উত্তম সময়ে নামাযটি পড়তে পারেন। উত্তম সময় হলো - সূর্য আরো উপরে উঠলে এবং রোদের প্রখরতা বাড়লে। এই সময়ে নামাযটি পড়তে পারলে আরো ভাল। [মুসলিম (৭৪৮), তিরমিযী (৫৮৬)]

এরপর কর্মস্থলে যাওয়ার প্রস্তুতি স্বরূপ কিছু সময় ঘুমাতে চাইলে এই ঘুমের দ্বারা ‘ইবাদত ও রিযিক অন্বেষণের নিমিত্তে শক্তি অর্জনের নিয়্যত করবেন। যাতে আল্লাহ চান তো এ ঘুমের মাধ্যমে সওয়াব পেতে পারেন। ইসলামী শরিয়ত যেসব কথা ও

কাজকে ঘুমের আদব হিসেবে নির্ধারণ করেছে, সেগুলো পালনে যত্নবান হওয়া উচিত।

এরপর তিনি তার কর্মস্থলে যাবেন। যোহরের নামাযের ওয়াক্ত নিকটে এলে যথাসম্ভব শীঘ্রই আযানের আগে অথবা আযানের পরপরই মসজিদে হাযির হবেন। নামাযের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। এরপর তিনি যোহরের ৪ রাকাত সুন্নত নামায আদায় করবেন। এরপর কুরআন তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না জাম'আত শুরু হয়। এরপর জাম'আতের সাথে সালাত আদায় করবেন। জাম'আতের পর যোহরের ২ রাকাত সুন্নাত নামায আদায় করবেন। সালাত আদায় শেষে তার ডিউটির বাকী অংশ সম্পন্ন করবেন। ডিউটি শেষে তিনি বাসায় ফিরে আসবেন।

যদি আসরের সালাতের পূর্বে লম্বা সময় বাকি থাকে, তাহলে কিছু সময় বিশ্রাম নিবেন। আর যদি ঘুমানোর মতো বেশি সময় বাকি না থাকে এবং ঘুমিয়ে পড়লে আসরের সালাত ছুটে যাওয়ার আশংকা করেন, তাহলে নামাযের ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত কোন কাজে ব্যস্ত থাকবেন। যেমন - বাসার লোকজনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী কিনতে বাজারে যাওয়া। নতুবা কর্মস্থল থেকে ফিরে সোজা মসজিদে চলে যাবেন এবং আসরের সালাত পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করবেন। আসরের পর একজন মানুষ তার নিজের অবস্থা বিবেচনা করবে। তিনি যদি মসজিদে বসে কুরআন তিলাওয়াতে নিয়োজিত থাকার মত শক্তি পান, তাহলে এটা এক মহান সুযোগ। আর যদি তিনি ক্লান্তি বোধ করেন, তবে এ সময়ে বিশ্রাম নিবেন; যাতে রাতে তারাবীর নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন।

মাগরিবের আযানের আগে তিনি ইফতারের জন্য প্রস্তুতি নিবেন। এই মুহূর্তগুলোকে তিনি যে কোন ভালো কাজে ব্যয় করবেন। যেমন - কুরআন তিলাওয়াত করা, দু'আ করা, অথবা পরিবার ও সন্তানদের নিয়ে ভাল কোন কথা আলোচনা করা। এ সময়ের সবচেয়ে ভাল কাজ হলো - রোযাদারদের ইফতার করানোতে অংশ নেওয়া;

হয়তো তাদের জন্য খাবার কিনে দেয়ার মাধ্যমে অথবা তা বিতরণ করার মাধ্যমে অথবা এর ব্যবস্থাপনা করার মাধ্যমে। এই ‘আমলের মধ্যে অপরিসীম আনন্দ রয়েছে। এটা তিনিই জানেন - যিনি নিজে এ ‘আমল করেছেন।

ইফতারের পর তিনি জাম’আতের সাথে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাবেন। জাম’আতের পরে এরপর দুই রাক’আত মাগরিবের সুন্নাত সালাত আদায় করবেন। বাসায় ফিরে তিনি প্রয়োজন মাফিক খাদ্য গ্রহণ করবেন। অতিরিক্ত খাবেন না। এরপর এই সময়কে তার নিজের জন্য ও তার পরিবারের জন্য “কল্যাণকর” কোন পন্থায় ব্যয় করবেন। যেমন - সীরাহ পড়া, দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় হুকুম-আহকামের কোনো বই পড়া, বৈধ কোন আলাপ-আলোচনায় রত থাকা অথবা অন্য যে কোন কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা এবং এগুলোর মাধ্যমে মিডিয়ায় সম্প্রচারিত হারাম অনুষ্ঠান থেকে পরিবারের সদস্যদেরকে বিরত রাখা। কারণ চ্যানেলগুলোর জন্য এটি পিক আওয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই আপনি দেখবেন, এ সময় তারা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে, যে অনুষ্ঠানগুলো আক্বীদা বিনষ্টকারী ও আখলাক বিনষ্টকারী বিষয়াদিতে ভরপুর থাকে।

প্রিয় ভাই, এসব অনুষ্ঠান থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করুন এবং আপনার অধীনস্থদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন, যাদের ব্যাপারে কিয়ামাতের দিন আপনি প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন। সেদিনের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

এরপর ইশার সালাতের জন্য প্রস্তুতি নিন এবং মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হোন। মসজিদে গিয়ে কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল হোন। অথবা মসজিদে কোন ‘ইলমী আলোচনা অনুষ্ঠান থাকলে তা শুনুন। এরপর ইশার সালাত আদায় করুন। অতঃপর ২ রাকাত ইশার সুন্নাত নামায আদায় করুন। এরপর ইমামের পিছনে তারাবীর নামায খুশূ (আল্লাহর ভয়), তাদাব্বুর (অনুধাবন), তাফাক্কুর (চিন্তাভাবনা) এর

সাথে আদায় করুন। ইমাম নামায শেষ করার আগে আপনি নামায ছেড়ে চলে যাবেন না। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

" إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ".

(رواه أبو داود (1370) وغيره ، وصححه الألباني في "صلاة التراويح " (ص 15

"ইমাম নামায শেষ করা পর্যন্ত যে ব্যক্তি তাঁর সাথে নামায আদায় করবে, তার জন্য পুরো রাত নামায পড়ার সওয়াব লিখে দেয়া হবে।"

[হাদিসটি আবু দাউদ (১৩৭০) এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ সংকলন করেছেন। আলবানী সালাতুত্ তারাবীহ অধ্যায়ে হাদিসটিকে সহীহ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন]

সালাতুত্ তারাবীর পর আপনি আপনার নিজস্ব ব্যতিব্যস্ততার সাথে সামঞ্জস্যশীল প্রোগ্রাম তৈরি করে নিন। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন:

- সমস্ত হারাম থেকে এবং হারামের আহ্বায়ক বিষয়বস্তু থেকে বিরত থাকুন।

- আপনার বাসার সদস্যদেরকে হারাম থেকে ও হারামের যাবতীয় উপকরণ থেকে কৌশলে বিরত রাখুন। যেমন - তাদের জন্য বিশেষ কোন প্রোগ্রাম তৈরি করুন। অথবা তাদের নিয়ে শরীয়াত অনুমোদিত স্থানে ঘুরতে বের হোন। তাদেরকে অসৎসঙ্গ থেকে দূরে রাখুন। তাদের জন্য সৎ সাহচর্যের অনুসন্ধান করুন।

- কম ফজিলতপূর্ণ বিষয়ের পরিবর্তে বেশি ফজিলতপূর্ণ 'আমলে মশগুল হওয়া।

আগে আগে বিছানায় যেতে চেষ্টা করুন। ইসলামী শরীয়াত যেসব কথা ও কাজকে ঘুমের আদব হিসেবে নির্ধারণ করেছে, সেগুলো পালনে যত্নবান হবেন। ঘুমের আগে যদি কিছু কুরআন তিলাওয়াত বা ভাল কোন বইয়ের কিছু অংশ পড়তে পারেন, তবে তা ভাল। বিশেষ করে আপনি যদি কুরআন থেকে আপনার দৈনন্দিনপাঠ্য (ওয়াজীফাহ্) শেষ না করে থাকেন, তবে তা সম্পন্ন না করে ঘুমাবেন না।

এরপর সেহেরীর আগে যথেষ্ট সময় নিয়ে ঘুম থেকে উঠুন। যাতে ক্বিয়ামুল লাইল ও দু’আতে ব্যস্ত হতে পারেন। কারণ এই সময় - রাতের শেষ তৃতীয়াংশ - আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে থাকেন। আল্লাহ তা’আলা এ সময়ে ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের প্রশংসা করেছেন। এ সময়ে দু’আকারীদের দু’আ কবুলের এবং তওবাকারীদের তওবা কবুলের ওয়াদা করেছেন। তাই এই মহা সুযোগটি আপনার হাতছাড়া করা উচিত হবে না।

জুম’আবারঃ

জুম’আবার সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম। তাই এই দিনের ‘ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম থাকা উচিত। এক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলোখেয়াল রাখা দরকারঃ

- জুমার সালাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আগে আগে বের হওয়া।

- আসরের সালাতের পর মসজিদে অবস্থান করা এবং এ দিনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিলাওয়াত ও দু’আতে ব্যস্ত থাকা। কারণ এ সময়ে দু’আ কবুল হওয়ার আশা করা হয়।

- সপ্তাহের মাঝে যে কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারেন নি, তা সম্পন্ন করতে এই দিনকে একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করুন। যেমন কুরআনের সাপ্তাহিক পাঠ্য (ওয়াজীফাহ) বা কোন বই পাঠ অথবা অডিও শোনা অথবা এ জাতীয় কোন ভাল কাজের কিছু অসম্পন্ন থাকলে এদিনে তা সম্পন্ন করুন।

শেষ দশকঃ

রামাদানের শেষ দশকে আছে লাইলাতুল ক্বদর, যে রাত হাজার মাস থেকে উত্তম। তাই এই দশকে মসজিদে ই‘তিকাফ করার বিধান এসেছে। লাইলাতুল ক্বদর পাওয়ার জন্য রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবে ইতিকাফ

করেছেন। সুতরাং যার ইতিকাফ করার সুযোগ রয়েছে, তার জানা উচিত - এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য এক মহান করুণা। আর যার পুরো দশদিন ইতিকাফ করার সুযোগ নেই, তিনি যে কয়দিন পারেন - ইতিকাফ করতে পারেন। আর যার একেবারেই ইতিকাফ করার সুযোগ নেই, তিনি যেন এ রাত্রিগুলোতে ‘ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে কাটাতে সচেষ্ট হন। যেমন কুরআন তিলাওয়াত করা, যিকির করা, দু‘আ করা। রাতজেগে এসব ‘আমল করার জন্য তিনি যেন দিনের বেলা বিশ্রাম নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

লক্ষণীয় কিছু বিষয়ঃ

- এই রুটিন একটি প্রস্তাবিত রুটিন। এটি একটি পরিবর্তনযোগ্য রুটিন। যে কেউ তার ব্যস্ততার আলোকে এটি পরিবর্তন করে নিতে পারেন।

- এই রুটিনে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর কাছ থেকে প্রমাণিত সুন্নাত সমূহ যথাযথভাবে পালনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর মানে এই নয় যে, এতে উল্লেখিত সবকিছুই ওয়াজিব বা ফরজ। বরং এতে অনেক সুন্নাহ ও মুস্তাহাব কাজ রয়েছে।

- আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো সে কাজ যা নিয়মিত করা হয়- তা অল্প হলেও। রামাদান মাসের শুরুতে মানুষ আনুগত্য ও ‘ইবাদতের খুব উদ্যম নিয়ে সক্রিয় থাকে। কিছুদিন পর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তাই এ ব্যাপারে সাবধান থাকুন এবং এই মহান মাসে পালনকৃত সমস্ত কাজ নিয়মিতভাবে ধরে রাখতে সচেষ্ট হোন।

- একজন মুসলিমের উচিত এই মুবারক মাসে তার সময়ের সঠিক ব্যবস্থাপনায় সচেষ্ট হওয়া। যাতে করে কল্যাণ ও ভাল কাজে এগিয়ে যাওয়ার বড় বড় সুযোগ তার হাতছাড়া হয়ে না যায়। যেমন- রামাদান মাস শুরু হওয়ার আগেই পরিবারেরসদস্যদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনে দিতে সচেষ্ট হওয়া। একইভাবে দৈনিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এমন সময়ে কিনতে সচেষ্ট হওয়া যখন বাজারে ভিড়

থাকে না। আরেকটি উদাহরণ হলো - ব্যক্তিগত ও পারিবারিক দেখা সাক্ষাতের জন্য এমন রুটিন করে নেয়া যাতে ইবাদতে বিঘ্ন না ঘটে।

- এই মুবারক মাসে বেশি বেশি 'ইবাদত করা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভকে আপনার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করুন।

- সালাতের নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই মসজিদে হাযির হওয়ার ব্যাপারে মাসের শুরুতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। আল্লাহ তাআলার কিতাব তিলাওয়াত খতম (সমাপ্ত) করার সিদ্ধান্ত নিন। এই মহান মাসে নিয়মিত ক্বিয়ামুল লাইল পালন করার সংকল্প করুন। স্বীয় সম্পদ থেকে সাধ্যানুপাতে দান করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হোন।

- এই রামাদান মাসে আল্লাহ তা'আলার কিতাবের সাথে সম্পর্ক মজবুত করার সুযোগ গ্রহণ করুন। নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে হতে পারে:

[] সঠিক উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করা। ভাল একজন কুরআনের শিক্ষকের (ক্বারীর) নিকট কুরআন পড়া সংশোধন করে নেয়া। আর তা সম্ভব না হলে দক্ষ ক্বারীগণের তিলাওয়াতের অডিও অনুসরণ করা।

[] আল্লাহ আপনাকে যতটুকু কুরআন হিফ্‌জ করার তাওফিক দিয়েছেন, তা রিভিশন দেওয়া এবং হিফ্‌জ করার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া।

[] কুরআনের আয়াতের তাফসীর পাঠ করা। এটা হতে পারে, যে আয়াত বুঝতে আপনার সমস্যা হয়, সে আয়াতের তাফসীর নির্ভরযোগ্য তাফসীরগ্রন্থগুলো (যেমন- তাফসীরে বাগাবী, তাফসীরে ইবনে কাসীর ও তাফসীরে সা'দী ইত্যাদি) থেকে সেটা জেনে নেওয়া। অথবা নির্দিষ্ট কোন তাফসীর গ্রন্থ থেকে নিয়মিত পড়ার জন্য রুটিন তৈরি করে নেয়া। প্রথমে 'আম্মা পারা (পারা-৩০), তারপর তাবারাকা পারা (পারা-২৯) এভাবে পড়তে থাকবেন।

[] আল্লাহ তা'আলার কিতাবে যে আদেশাবলী পাওয়া যায়, তা বাস্তবায়নেযত্নশীল হওয়া।

আমরা দু'আ' করছি - যাতে আল্লাহ তা'আলা সিয়াম, ক্বিয়াম সম্পন্ন করার তাওফিক দানের মাধ্যমে আমাদের উপর রামাদান মাস পাওয়ার নিয়ামত পূর্ণ করে দেন। আমাদের পক্ষ থেকে তা কবুল করে নেন এবং আমাদের ত্রুটি -বিচ্যুতিগুলো মাফ করে দেন।

["ইসলামকিউএ ডট ইনফো" থেকে সংগৃহীত]

আজ রাতে #পূর্ণগ্রাস_চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে সারাদেশে। এটি একটি বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বুখারী ও মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমানিত এটি।

.

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গ্রহণের পুরো সময় সাহাবাদের সাথে নিয়ে জাম'আতে দুই রাক'আত সালাতুল খুসুফ বা গ্রহণের নামায আদায় করেছেন। আপনি চেষ্টা করুন কোন মাসজিদে যদি জাম'আতে এই নামায পড়ানো হয়, সেখানে শরীক হতে। কোনো ক্ষেত্রে জাম'আত খুঁজে না পেলে একাকী পড়ার বিষয়েও মত আছে কিছু 'উলামাদের। তবে নিঃসন্দেহে উত্তম হলো জাম'আতে পড়া।

.

একান্ত না পারলে অন্তত ইস্তিগফার-জিকিরে গ্রহণের পুরো সময় কাটান। বাইনোকুলার দিয়ে বন্ধু-বান্ধবসহ আমোদ-ফূর্তিতে চন্দ্রগ্রহণ দেখতে গিয়ে এই প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহকে অবজ্ঞা করবেন না।

.

আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) আমাদের ক্ষমা করুক এবং তাঁর ভয় আমাদের মনে সঞ্চারিত করুক।

.

পূনশ্চঃ যাঁরা বিষয়টি জানেন না, শেয়ার করতে পারেন তাঁদের জানানোর জন্য। একটি হারানো সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করুন ইন-শা-আল্লাহ।

কাকে "রোল মডেল" বানাবো আমি?

.

তরুণদের জন্য বড় কঠিন প্রশ্ন এটি। আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, ডঃ জাফর ইকবাল, ডঃ ইউনুস থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধী, মাদার তেরেসা, এপিজে কালাম, শাহরুখ খান, আমির খান, মাইকেল জ্যাকসন, বারাক ওবামা - বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন, পর্যায় থেকে চিন্তা করলে নামের লিষ্ট আরো লম্বা হবে।

.

কিন্তু একজন "আত্মসমর্পনকারী" বা "মুসলিম" এর কাছে "রোল মডেল" বা "সর্বোত্তম আদর্শ" কে হতে পারে? নিশ্চিত করেই মুসলিম মাত্রই সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ও সর্বশেষ নবী এবং রাসুল মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর জীবনচরিতে। আল-কুরআনের সুরা আল-আহযাবের ২১ নাম্বার আয়াতে স্পষ্ট করে বলা আছে বিষয়টি।

.

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পরে [নবী ও রাসুল ছাড়া] কাদেরকে রোল মডেল হিসেবে অনুসরণ করতে পারি আমরা? সেই উত্তরও পরিষ্কার করে বলে গেছেন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -

.

“সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে- আমার প্রজন্ম (সাহাবী)। এরপর তাদের পরে যারা (তাবে'ঈন)। এরপর তাদের পরে যারা (তাবে আত তাবে'ঈন)।”

[মুত্তাফাক্কুন আলাইহিঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

.

খুব দুঃখজনক হলেও এটিই সত্য - বর্তমান উম্মাহর তরুণ প্রজন্ম নিজেদের ঘরের আলোর ঝর্ণাধারা পেছনে ফেলে রেখে অন্যের ঘরের আঁধারে আলো খুঁজে মরছে। এদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে মুখ করে হাঁটতে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব আপনার, আমার; আমাদের সবার।

.

আপনি নিজেও এই কল্যাণকর কাজটিতে অংশ নিতে পারেন। উম্মাহর শ্রেষ্ঠ মানুষদের নিয়ে লিখতে পারেন। তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন নিজের পরিবার, বন্ধু, স্বজনদের সাথে।

.

একই সাথে জানতে পারেন তাঁদের অজানা গল্পগুলো। সাজাতে পারেন নিজের জীবনকে তাঁদের জীবনের আলোয়।

.

আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) সহজ করুক।

"শুধুমাত্র মুনাফিক্বরাই নিজেদেরকে মুনাফিক্বি থেকে নিরাপদ ভাবে। আর শুধুমাত্র মু'মিনরাই এই মুনাফিক্বিতে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে থাকে।"

.

হাসান আল-বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ)

(১) ফজরে উঠতে পারি নি। আজকে আর বাকী ৪ ওয়াক্ত পড়ে কী হবে? এরচেয়ে কালকে ফজর থেকে নতুন করে শুরু করবো।

.

(২) এই যে সূদ-ঘুষ খাই, এগুলো খারাপ জানি। একেবারে হাজ্জ করে এসে সব ছেড়ে দেবো।

.

(৩) শালীনভাবে চলা আমাদের দরকার - এটা মানি। কিন্তু এখন বিভিন্ন কারণে পারি না। যখন পর্দা ধরবো, তখন একেবারে বোরকা-হিজাব-নিক্বাব করবো।

.

(৪) একটু-আধটু প্রেম-ভালোবাসা খারাপ না। বিয়ের পরে স্ত্রীর প্রতি সৎ থাকলেই তো হলো।

.

(৫) হিজাব তো করি। দুই/একটা প্রোগ্রামে শুধু হিজাব করি না। ক্লোজ বন্ধু-আত্মীয়দের বিয়ে তো, তাই।

.

(৬) মুখের উপরে মামাতো বোন, ফুফাতো বোন, খালাতো বোনদের গায়েরে মাহরাম কিভাবে বলি? এতদিন একসাথে বড় হয়েছি। পিঠাপিঠি বয়স। আমি তো আসলে বোনের মতো দেখি ওদের।

.

(৭) জন্মের পর থেকেই মামী-চাচীদের কাছে মানুষ। উনারা আমার মায়ের মতো। উনাদের সাথে দেখা না দিলে মানুষ কী বলবে?

.

(৮) বিয়ে তো জীবনে একবারই করতেছি। একটু মজা করে (হারাম বিষয়াদিসহ) না করলে কি হয়?

.

লিস্ট লম্বা করতে চাইলে সাচ্ছন্দে করা যাবে।

আল্লাহ (সুব'হানাহু ওয়া তা'আলা) #শাইত্বানের_ওয়াসওয়াসা এবং #নাফসের_তৈরী_নিজস্ব_যুক্তি থেকে হিফাজত করুক।

.

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম।"

[আলে ইমরান, আয়াত ১৯]

.

".....তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস করো? যারা এমন করে, পার্থিব জীবনে দূগর্তি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। ক্বিয়ামাতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে গাফিল নন।"

[আল-বাক্বারা, আয়াত ৮৫]

- ভাই, নিজে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-বিসিএস ক্যাডার, কিছুই হতে পারলাম না। কেরানীগিরি করেই জীবন শেষ করে ফেললাম। তাই বড় ইচ্ছে মনে, বড় ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানাবো, মেঝটাকে বিসিএস অফিসার, সেঝটাকে ডাক্তার, ছোটটাকে..... ....কী ব্যাপার ভাই? চুপ করে আছেন যে? আপনিও তো আমার মতো কেরানিগিরি করে জীবন পার করে...

- হাফিজ।

- কী? কোন হাফিজ? ওহ, বুঝেছি। আমাদের হাফিজ স্যারের মতো বড় অফিসার বানাতে...

- কুরআন হাফিজ বানাতে চাই। সবগুলো সন্তানকে।

- অ।

প্রতি বছর পোষ্ট দেই। এবারও দিলাম, যদি একজন ভাই কিংবা বোনও বুঝে ফিরে আসেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব’হানাহু ওয়া তা’আলা) একমাত্র হিদায়াত দানকারী।

.

১লা জানুয়ারী-কে "New Year's Day" হিসেবে উদযাপনের ইতিহাসঃ

.

'ঈসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) এর জন্মের ৪৬ বছর আগে থেকেই ১লা জানুয়ারী কে "New Year's Day" হিসেবে পালন করে আসছিল রোমক সম্রাটগণ। আধুনিক গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারও সেই ধারাবাহিকতায় ১লা জানুয়ারীকে বছরের দিন বা "New Year's Day" হিসেবে পালন করে আসছে।

.

প্রশ্ন হচ্ছে কোথা থেকে ১লা জানুয়ারী এলো? ইতিহাসে দুই রকম বর্ণনা পাওয়া যায় এই বিষয়ে।

.

(১) রোমান সাম্রাজ্যের মুশরিকরা Janus (জানুস) নামে এক ঈশ্বরের ইবাদত করত যাকে তারা "God of gates, doors, and beginnings" বা "শুরুর স্রস্টা" হিসেবে মানতো। মূলতঃ তারা অনেক জন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী ছিল। তার মধ্যে Janus ছিল অন্যতম। Janus এর মূর্তির দুইটি মাথার একটি সামনের দিকে মুখ করা এবং অন্যটি পেছনের দিকে মুখ করা। দু'পাশে দু'টি মাথা দ্বারা নির্দেশ করে Janus সামনে ও পেছনে - সবদিকেই দেখতে পায়। প্রতীকী ভাবে এটি বুঝায় - Janus অতীত ও ভবিষ্যৎ দেখতে পায় ও ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা রাখে। এই Janus এর নাম অনুসারে বছরের প্রথম (beginning) মাসের নাম দেয়া হয় January। ১লা জানুয়ারী কে "New Year's Day" হিসেবে পালন করার মূল উপাদ্য ছিল যাতে তাদের ঈশ্বর Janus খুশি হয়, যাতে তাদের বছরের যাত্রা শুভ হয়। স্বাভাবিক ভাবেই ৩১ ডিসেম্বরের আনন্দ উদযাপন সেই Janus এর প্রতি একটি ভালো যাত্রার আনন্দময় সমাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুসঙ্গ হয়ে উঠত।

.

[সুত্রঃ

ক. The Calendar of the Roman Republic, Michels, A K. p. 97-98.

খ. Roman Religion, Warrior Valerie. p. 110]

.

.

(২) পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশ ১৭৫২ সাল থেকে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারকে অনুসরণ করার আরো অনেক আগে থেকেই ১লা জানুয়ারীকে "New Year's Day" হিসেবে পালন করে আসছে। খ্রিস্টীয় মতবাদ অনুসারে 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর জন্মের অষ্টম দিন তাঁর খাতনা (Circumcision) করা হয়েছিল এবং সেই

কারণে একটি প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখান থেকেই ১লা জানুয়ারীতে আনন্দ প্রকাশ করত তারা। এখন পর্যন্ত Anglican Church এবং Lutheran Church এই রীতি অনুসারে ১লা জানুয়ারীতে আনন্দ প্রকাশ করে।

.

[সুত্রঃ

ক. Dictionary of Theological Terms, McKim, Donald. p. 51.

খ. A Companion for the festivals and fasts of the Protestant Episcopal Church, Hobart, John Henry. p. 284]

.

______

পুনশ্চঃ

______

"তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি মহান আল্লাহ দেননি? যদি চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই জালিমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

[সুরা আশ-শুরা, আয়াত ২১]

.

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত।" [সুনানে আবু দাউদঃ হাদীস ৪০৩১]

.

.

ধর্ম যার যার, বুঝ-ও তার তার।

.

পুনশ্চঃ মুদ্রার Janus ক্লীন শেভড হলেও পরবর্তীতে দাড়ি় রেখে “জঙ্গী জানুস” হয়ে গেছে কিনা - বুঝা যাচ্ছে না।

নিশ্চয়ই এটি সত্য - আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) সবাইকে তাঁর দ্বীনের খিদমাতের জন্য কবুল করেন না।

.

অনলাইন কিংবা অফলাইনে আপনি এমন হাজারো 'মুসলিম' পাবেন যাদের লক্ষ লক্ষ ফলোয়ার, জানবাজ অনুসারী। যাদের এক ডাকে সহস্র মানুষ জমায়েত হতে একবারও ভাববে না। দ্বীনের দাওয়াতের সাথে জড়িত থাকার সবধরণের সংগতিও আছে তাদের।

.

কিন্তু কোনদিন মনের ভুলেও আল-কুরআনুল কারীমের একটি আয়াত কিংবা রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এঁর একটি হাদীস তাদের ফলোয়ার বা

অনুসারীদের সাথে শেয়ার করতে দেখবেন না আপনি। তাদের মতে - এটি করলে "#Cool" থাকা যাবে না।

.

আসল কারণ ভিন্ন। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাদের দিয়ে দ্বীনের সেবা করাতে চান না। এই Cool মানুষগুলো আসলে দিনশেষে #Looser - এটিই সত্য।

.

জানা-অজানা প্রায় প্রতিটি বিষয়েই তাদের লেখা বা বক্তৃতা কিংবা কাজ পাবেন, শুধুমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর প্রচার ছাড়া!

.

নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন আমাদেরকে বলেছেন - "প্রচার করো, যদি একটি মাত্র আয়াতও হয়", তখন এই মানুষদের কী যুক্তি থাকতে পারে?

.

যখন আমরা নিশ্চিত জানি - মৃত্যুর পরে সব পূণ্যের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে শুধু তিনটি মাধ্যম ছাড়া; যার একটি উপকারী জ্ঞান শিক্ষা দেয়া, তখন এই লক্ষ লক্ষ অনুসারীদের 'চোখের মনি' কিংবা 'আইকন'দের কী কারণ থাকতে পারে মৃত্যুর পরে পূণ্য অব্যাহত না রাখার?

.

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এঁর অসীম বারাকাহ থেকে তারা 'আপাতত' নিজেদের ইচ্ছাতেই নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন - এটিই কারণ!

.

ওয়ামা তাওফিক্বী ইল্লা বিল্লাহ।

বাসায় ফিরছিলাম।

.

বসুন্ধরার মেইন গেইটে যথারীতি জ্যাম। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রিক্সায় চেপে বসলাম। ভ্যাপসা একটা গরম পড়ছে। খুব আইসক্রীম খেতে ইচ্ছে করলো হঠাৎ। কিন্তু নেমে গিয়ে কিনে আনতেও ক্লান্ত লাগছিল।

.

ঠিক এই সময়টায় বাচ্চাটির দিকে নজর পড়লো। আরহামের চেয়ে বছর খানেক বড় হবে। দেখতে অবিকল পুতুল। বাবা-মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আইসক্রীম খাচ্ছে। বাবা-মায়ের খাওয়া শেষ, ছেলের জন্য অপেক্ষা। কোথাও যাবেন বোধহয় তাঁরা, মা তাড়াতাড়ি আইসক্রীম শেষ করার জন্য বলছেন ছেলেকে। শেষ করার একটু বাকি ছিল। মায়ের অনুরোধে সেইটুকু-ই ছুঁড়ে মারলো ছেলেটি।

.

পাশে দাঁড়ানো বাবা আর রিক্সার আরোহী আমি - একসাথে হেসে উঠলাম মায়াভরা ছেলেটির ঠোঁট উল্টানো দেখে। কিন্তু মুখের হাসি মুখেই ঝুলে থাকলো আমাদের। রিক্সার পেছন থেকে বিদ্যুত বেগে ছোট একটি মেয়ে এসে আইসক্রীমের বাকি অংশ তুলে খাওয়া শুরু করলো!

.

পুতুলের মতো ছেলেটি সমবয়সী একটি মেয়েকে ফেলে দেয়া আইসক্রীম কুড়িয়ে খেতে দেখে খুব অবাক হয়েছে বলে মনে হলো। প্রবল বিস্ময় নিয়ে ছেলেটি রাস্তায় দাঁড়ানো মেয়েটির আইসক্রীম খাওয়া দেখছে।

.

জীবনের কঠিন বাস্তবতার একটি উৎকৃষ্ট প্রমান এভাবে, এখন দেখতে হবে- ভাবতেও পারি নি।

.

ঘটনাটি এখানেই শেষ হওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল। আনন্দের বিষয়, শেষ হলো না ঘটনা।

.

ছোট ছেলের পাশে দাঁড়ানো হতভম্ব বাবা নিমেষে ছুটে গেলেন দোকানে। মিনিট তিনেক পরে ঠিক সেরকম একটি আইসক্রীম কিনে নিয়ে এসে নিজের ছেলের হাতে তুলে দিলেন। না, খেতে নয়। তখনও চেটে-পুটে খাওয়া রাস্তায় দাঁড়ানো মেয়েটির হাতে তুলে দেয়ার জন্য!

.

আমি অন্যদিকে মুখ ফেরালাম! অতি তুচ্ছ কারণে ইদানিং চোখ জ্বালা করে। পর মুহুর্তেই মন ভীষণ রকম ভালো হয়ে গেল। রিক্সা ততক্ষণে একটু সামনে গেছে। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম পেছনে।

.

এরকম অনাকাংখিত মমতার জন্য প্রস্তুত ছিল না মেয়েটি। বাঁ হাতে কুড়িয়ে নেয়া আইসক্রীমটি আর ডান হাতে নতুন পাওয়া আইসক্রীমটি ধরে বিস্ময় নিয়ে পরিবারটিকে চলে যেতে দেখছে সে!

———

.

৪ বছর আগের ঘটনা। হঠাৎ আবার শেয়ার করতে ইচ্ছে হলো।

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) সেই বাবা-মাকে উত্তম প্রতিদান দিক।

দ্বীন ইসলামে ‘#বিয়ে’ কতটা সহজ ছিলো - সেটি বুঝাতে ছোট একটি ঘটনা বলি।

.

“আশারাতুম মুবাশশারাহ বিল জান্নাহ" বা "পৃথিবীতে থেকেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী"র অন্তর্ভুক্ত ‘আব্দুর রাহমান ইবনু ‘আওফ (রাদিআল্লাহু আনহু) হিজরাতের পর মদীনাতে এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন।

.

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো - রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জানতেন না যে, ‘আব্দুর রাহমান ইবনু ‘আওফ (রাদিআল্লাহু আনহু) বিয়ে করেছেন, যদিও রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন মদীনাতেই ছিলেন।

.

পরবর্তীতে দেখা হওয়ার পর কথোপকথনের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিষয়টি জানতে পারেন।

.

[হাদীসটি সহীহ। ‘আব্দুর রাহমান ইবনু ‘আওফ ও আনাস ইবনু মালিক (রাদিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। হাদীসটি ইমাম নাসা’ঈ, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী সংকলন করেছেন]

———

#চিন্তার_অবকাশ_আছে।

কিছু মানুষকে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) অল্প লেখায় কিছু প্রকাশ করার নি'আমাত দেন নি; আল'হামদুলিল্লাহ। তাদের অধিকাংশ লেখার মাঝামাঝি এসে পাঠককুল প্রথমের বিষয়টি ভুলে যান। শেষে এসে প্রথম ও মাঝামাঝি - উভয়টিই ভুলে যান।

.

এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলিমদের জন্য একটি নি'আমত।

.

পুরো লেখা পড়লে ও বিষয়গুলো মাথায় গেঁথে গেলে পাঠকদের বিভ্রান্তির পর্যায়ের কথা চিন্তা করেই আতংকিত হচ্ছি।

.

আল্লাহুল মুসতা'আন।

‘আর-রাহমান’ এবং ‘আর-রাহীম’ হলো মহান আল্লাহর এমন দুটি গুণবাচক নাম যেগুলো তাঁর সুবিশাল, ব্যাপক, পরম দয়া ও করুনার বৈশিষ্ট ধারণ করে আছে। এই দুটি নামের প্রয়োগের ক্ষেত্র, মর্মার্থ ও গভীরতা যদি আমরা বুঝতে পারি, তবে মহান আল্লাহর প্রতি আমাদের আনুগত্য ও ভালোবাসার মাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আসবে ইনশা আল্লাহ।

.

এই পর্বে আমরা উপরের দুটি গুণবাচক নাম এবং মহান আল্লাহর অসীম ও অশেষ রাহমাত লাভের কিছু উপায় নিয়ে আলোচনা শুনবো।

.

#শেয়ার_করে তাওহীদের দাওয়াতের শরীক থাকুন ইন-শা-আল্লাহ।

.

ডাউনলোড লিংকঃ

স্ট্রিমিং অডিও (রেকোমেন্ডেড) - https://audiomack.com/.../tawheed-series-by-shaykh-ahmad-musa...

(পুরা অ্যালবাম দেয়া আছে, এপিসোড - ৪ শুনুন)

আর্কাইভঃ http://bit.ly/2hMq8O3

____

সৌজন্যেঃ Mubashshireen Media

“শুনলাম ও মানলাম”

—

#দ্বীনের_বিধান

“যেদিন আমি (আল্লাহ) জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করবো - তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ?

.

সে (জাহান্নাম) বলবে - আরও আছে কি?”

.

.

[সুরা ক্বাফ, ৩০]

____

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

.

#এক_আয়াতই_যথেষ্ট

হে আল্লাহ, জাভেদ কায়সার ভাইকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন।